শ্রীগৌরচরিত্র-চিন্তামণি

(প্রথম খণ্ড)

শ্রীনরহরি-চক্রবর্ত্তি-বিরচিত

শ্রীহরিদাস দা

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-গৌরব-গ্রন্থগুচ্ছ—৩৮

শ্রীশ্রীগৌরচরিত্র-চিন্তামণি

(প্রথম খণ্ড)

শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তি (ঘনশ্যাম দাস) কর্ত্তৃক বিরচিত

শ্রীধাম নবদ্বীপ, হরিবোল কুটীর হইতে

শ্রীহরিদাস-দাস-কর্ত্তৃক-প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ

৪৬১ শ্রীগৌরাব্দ

Vrindavan Das
Govind Kund, Vrindavan
Nityananda Baba Ashram

ভিক্ষা—চৌদ্দ আনা

অবতরণিকা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অপার করুণায় শ্রীশ্রীগৌরচরিত্রচিন্তামণি মুদ্রিত হইলেন। ভক্তিরত্নাকর-প্রণেতা শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী (ঘনশ্যাম দাস) ইহার রচয়িতা। শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের শিষ্য শ্রীজগন্নাথ চক্রবর্ত্তী, তাঁহার পুত্রই এই নরহরি। তিনি একাধারে সুনিপুণ গায়ক, বাদক, পাচক, ছন্দোবিৎ, বৈষ্ণব কবি ও ঐতিহাসিক ছিলেন। ভক্তিরত্নাকর ও নরোত্তমবিলাস ব্যতীত ইঁহার অন্য গ্রন্থ মুদ্রিত হয় নাই। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অপ্রকটের পরবর্ত্তী কালে গৌড়ীয় আচার্য্যদের এবং তাৎকালীন ভক্তবৃন্দের অপ্রকাশিতপূর্ব্ব জীবনবৃত্তান্ত ইনি ভক্তিরত্নাকর ও নরোত্তম-বিলাসে সঙ্কলিত করিয়াছেন। এই দুইখানা ব্যতীত তিনি শ্রীনিবাস চরিত্র (ভ, র ১০০০।১০৭৭ পৃঃ), শ্রীগৌরচরিত্র-চিন্তামণি (ভ, র— ৫।৩৭০২—১৫), গীতচন্দ্রোদয়, ছন্দঃসমুদ্র (গৌরচরিত ১।৫২) ও পদ্ধতি-প্রদীপ প্রভৃতি বহু গ্রন্থরচনা করিয়া বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন। **গীতচন্দ্রোদয়** গ্রন্থখানি বিরাট পদাবলী-সংগ্রহ; শ্রীবৃন্দাবন, বরাহনগর শ্রীগৌরাঙ্গগ্রন্থমন্দির এবং আগরতলা রাজমালা আফিস হইতে বহু কষ্ট ও পরিশ্রমে যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহাতে মনে হয় যে ইহাতে ৩৫ হাজার পদাবলি সঙ্কলিত হইয়াছে। রাজমালার সংরক্ষিত পুঁথিখানি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহাতে আটটি প্রধান বিভাগ এবং প্রতি বিভাগ কতিপয় অধ্যায়ে বিভক্ত রহিয়াছে।

প্রথমেতে **গৌরকৃষ্ণরসামৃত** গীতক্রম কিছু উজ্জ্বল মতে।
তা' পরে **গৌরকৃষ্ণভাবনামৃত** অষ্টকালক্রম বিবিধ যাতে ॥
তা' পরে **গৌরকৃষ্ণচরিতামৃত** জন্মাদিকক্রম সুচারু রীতি।
তা' পরে **গৌরকৃষ্ণবিলাসামৃত** রাগার্ণব যথ সম্প্রতি স্থিতি ॥

তা' পরে **গৌরকৃষ্ণলীলামৃত** তালার্ণব তাহে সঙ্গতি ক্রমে।
নিত্যসেবামৃত, নামামৃত গীত **প্রার্থনামৃত** ভণে ঘনশ্যামে ॥

(১'৫৪)

এই আটটি বিভাগের প্রথম গৌরকৃষ্ণরসামৃতেই মাত্র পূর্বরাগেরই ১১৭০ পদ রাজমালা পুঁথিতে দৃষ্ট হইতেছে। সংকল্পিত মান, প্রবাস, প্রেমবৈচিত্ত্য প্রভৃতি বা সম্ভোগ-চতুষ্টয়ের কোনও পদ এখনও পাওয়া যায় নাই। পূর্বরাগ-প্রকরণে প্রথমতঃ শ্রীগৌরকৃষ্ণ-রাধার বিভিন্ন গীতে রূপামৃত—তৎপরে শ্রীগৌরচন্দ্র গীত—(সামান্য ও বিশেষভাবে দুই প্রকার)—বিশেষভাবের মধ্যে ভাবোচ্ছ্বাস-সূচক এবং ভাববিতর্ক মূলকই অধিকাংশ—নাগরীভাবের উপোদ্বোলকই ভাব-বিতর্ক। ইহাদের প্রত্যেকেই (অবান্তর বিভাগসহ) দর্শন-শ্রবণাদি লালসা, উদ্বেগাদি দশ দশা, আপ্তদূতী-পত্রাদ্যাদি, বেশাভিসার-সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ এবং স্বাপ্ন সংক্ষিপ্ত সম্ভোগাদি সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। এই তিন প্রকারে তদুচিত গৌর-গীতের পদ সমষ্টি—২৬৭। [১৩২৮ ত্রিপুরাব্দে মুদ্রিত আগরতলা ১ম সংস্করণের প্রথমখণ্ডে এই পর্যন্তই মুদ্রিত হইয়াছে। দ্বিতীয়খণ্ডে শ্রীগৌরকৃষ্ণভাবনামৃতের দুইটি আস্বাদ ২৪১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত এবং তৎপরে আবার গৌরকৃষ্ণরসামৃতের অন্তর্গত রাগানুরাগ-প্রকরণ ৩৭৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে] শ্রীরাধার পূর্বরাগে ৬৫ আস্বাদে ৫২৩টি পদ এবং শ্রীকৃষ্ণপূর্বরাগে (গৌরচন্দ্র ১০৩) এবং ৩১ আস্বাদে ২৭৮ পদ সঙ্কলিত হইয়াছে। এইরূপে বিপ্রলম্ভেই মানপ্রবাসাদিসহ ২০০০ পদ হইতে পারে। আগরতলা পুঁথিতে গৌরকৃষ্ণভাবনামৃতের দুই আস্বাদ গৌরকৃষ্ণরসামৃতের রাগানুরাগ, এবং গৌরকৃষ্ণলীলামৃতের অন্তর্গত তালার্ণব মাত্র আছে। অন্যান্য বিভাগ এখনও পাওয়া যাইতেছে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত খণ্ডিত পুঁথি (২৬৪৭, ২৬৪৮ ও ৪১৪৬ সংখ্যক) গুলিও গীতচন্দ্রোদয়েরই অংশবিশেষ বলিয়া কাহারও ধারণা। যদি এই

সব গ্রন্থ সত্যই গীতচন্দ্রোদয় হয় এবং আগরতলা পুঁথিরই অংশ হয়—তবে উহাদের সঙ্কলনে গীতচন্দ্রোদয়-গ্রন্থের কলেবর কথঞ্চিৎ পুষ্ট হইতে পারে। এই সম্বন্ধে আরো বিচার ও অনুসন্ধান আবশ্যক।

আলোচ্য **শ্রীগৌরচরিত্র-চিন্তামণি** প্রাক্তন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় পঞ্চমবর্ষ হইতে ধারাবাহিকভাবে একাদশ কিরণের কিয়দংশ পর্যান্ত মুদ্রিত হইয়াছিল। পরমভক্তি-ভাজন শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ মহাশয়ের সৌজন্যে এই গ্রন্থখানার উদ্দেশ প্রাপ্ত হই। তৎপরে শ্রীবৃন্দাবনে আমার পরম স্নেহভাজন সোদর-প্রতিম নিত্যধাম-প্রবিষ্ট শ্রীমদ্‌গুরু চরণ দাসের নিকট বিক্ষিপ্ত হইলেও ত্রয়োদশ কিরণ পর্যান্ত পাইয়াছি। রাজমালা অফিসের পুঁথি হইতে সপ্তদশ কিরণের কিয়দংশ যাবৎ পাইয়াছি। সংপ্রতি ইহাতে নিশান্তলীলা ও প্রাতঃলীলার প্রাংশঃ মুদ্রিত হইয়া প্রথম খণ্ডরূপে প্রকাশিত হইল। যদি কোনও ভাগ্যবানের গৃহে বা সন্ধানে এই গ্রন্থের অন্যান্য অংশ থাকে, তবে দয়া করিয়া নিম্ন স্বাক্ষরকারিকে জানাইলে তাহাদের সঙ্কলন, সংরক্ষণ ও প্রকাশনাদি বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা হইবে।

সমালোচনা—শ্রীনরহরি-ঘনশ্যামের রচনা সাধাসিধা, গদ্যের ন্যায় আড়ম্বরবিহীন; এই গ্রন্থখানি বিবিধ ছন্দে মধুরালাপ-সম্বলিত নানারাগ রাগিণীতে গুম্ফিত হইয়াছে। ইঁহার পদাবলি সর্ব্বত্র প্রাঞ্জল ও সরল নহে, শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষয়ক নাগরীগণের ভাববিতর্কমূলক পদগুলি শ্রীমংলোচন-দাস ঠাকুরের ধামালির অনুকরণে রচিত। এই সব পদে কবিতা-সুলভ ব্যঞ্জনা বা ভাবোৎকর্ষ (Suggestiveness) নাই; কাজেই কবি-হিসাবে ইনি তত সমাদৃত না হইলেও ইনি যে সঙ্গীতজ্ঞ ও ছন্দোবিৎ ছিলেন—এ বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থে তিনি ললিত, শ্যামা, যামিনী, তারা প্রভৃতি প্রায় ৭০ প্রকার বাঙ্গালা ছন্দের

নামকরণ করিয়াছেন এবং লক্ষণ-নিরূপণ বিষয়ে স্বকৃত **ছন্দঃসমুদ্রকেই** প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন (গৌরচরিত্র-চিন্তামণি ১৫২)। বঙ্গীয়-সাহিত্যালোক ৪৮১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে শ্রীল ভুবনমোহন চৌধুরী **'ছন্দঃকুসুম'** নামক বাঙ্গালা ছন্দঃশাস্ত্রে ১৮০ প্রকার সংস্কৃত ছন্দে বাঙ্গালা ভাষায় শ্লোকাবলি রচনা করিয়াছেন এবং কতকগুলি পাশী ছন্দেরও বাঙ্গালা নামে নামকরণ করিয়াছেন। কিন্তু আমার মনে হয় যে এই নরহরিই প্রথমতঃ সর্ব্বনিরপেক্ষ হইয়া বাঙ্গালা ভাষায় বহু ছন্দের নির্মাণ বা আবিষ্কার করিয়াছেন। মাত্রাবৃত্ত ছন্দের বিবিধ নামও স্বোদ্ভাবিত বলিয়াই আমার ধারণা। ছন্দঃসমুদ্র গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে আরো নূতন কত ছন্দঃ যে জানা যাইবে—তাহা বলিতে পারি না। যাহা হউক—এবিষয়ে অধিক আলোচনা করিতে ক্ষান্ত হইলাম। যদি সৌভাগ্য হয়, তবে বঙ্গজননীর এই ক্ষুদ্রতম দীনহীন সন্তান-কর্ত্তৃক সংকলিত **'শ্রীশ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সাহিত্যের'** অবান্তর ভেদ পদাবলীসাহিত্যের আলোচনায় এ বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ পরিব্যক্ত হইবে। দৃষ্টিমান্দ্য, শারীরিক অপটুতা, অর্থকৃচ্ছ্রতাদি সত্ত্বেও খণ্ডিত এবং মালিন্য বিজৃম্ভিত হইলেও শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের পরম করুণায় প্রকাশিত শ্রীগৌরচরিত্র-চিন্তামণি শ্রীশ্রীগৌরভক্তগণের করকমল ভূষিত করিয়া হৃদয়রঞ্জন হউন—এই প্রার্থনা। ইতি—

শ্রীধাম নবদ্বীপ
শ্রীহরিবোল কুটীর
৪৬১ শ্রীগৌরাব্দ

শ্রীশ্রীগৌরভক্তপদরজঃ কণাভিলাষী
কাঙ্গাল হরিদাস—

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-গৌরব-গ্রন্থগুচ্ছ

শ্রীশ্রীগৌরচরিত্র-চিন্তামণি

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

সর্ব্বারাধ্য প্রণত-হিতকর শ্রীগুরো প্রেমসিন্ধো
পূর্ণানন্দপ্রদ রসজলধে গৌরগোবিন্দ বন্ধো।
নিত্যানন্দ স্বজনগণ-হৃদাকাশনির্দ্দোষচন্দ্র
শ্রীলাদ্বৈত ত্বমপি জয় জগত্তাপহৃদ্ভক্তবৃন্দ॥

/ সূত্রপ্রবন্ধ কর্ণাট রাগেণ

জয় জয় শ্রীগুরুদেব জগৎত্রয়বন্দ্য প্রচারনিচয় ভয়তারক।
তারকপতিসম সর্ব্বসুখদ শুভকীর্ত্তি অগম্য মহামনহারক॥
হারকদম্ব-লসদ্বপু মঞ্জু সুভূষণ সচ্ছবি-ভূষিতমানববৃন্দ।
মানববৃন্দ-দৃগুৎসবকারী বিচিত্রচরিত্র হি কৌন বখানব॥
স স্ব স্ব হৃ গ হৃ স নিধ সনি ধাপধ সা সা হৃগ হৃগ পস্ম
গরি গরি স সরিগম হৃগম হৃস হৃগম সরিগম॥
সুন্দর ধীর উদার সদাদ্ভুত করুণার্ণব গুণগণ মনরঞ্জন।
গৌরকৃষ্ণ-রসদান-দক্ষ দুঃখনাশক কল্পবৃক্ষকৃত-গঞ্জন॥

দীন নরহরি ভজনহীন সুমলিন দুর্ম্মতি
মন্দ আশয় কপটভূপ কুটিলশিরোমণি।
শঠপ্রবরবর পাপ-বিষয়-সরিদ্বিবর্ত্ত হি
মধ্য-নিপতিত আর্ত্ত নহু-উদ্ধারি হে॥

পতিতবন্ধু পদপঙ্কজ-নিকট নিবাস দেহি।
শরণাগত-রক্ষক লক্ষলপন অভিলাষ
লপব তব নাম নিরন্তর পরম সুখে॥
কবীন্দ্রগণ উল্লসিত মনোজ্ঞ মহামহিমা গাওত
গতি নব নব নৃত্যবাদ্য সংগীতগত
প্রথিত প্রতিপূজ্য সকল ভুবনে॥ ১ ॥

মাত্রাবৃত্তে ললিতছন্দঃ

শ্রীলগুরুপাদ বিপদ-মর্দ্দন মঞ্জু মঙ্গলধাম।
যত্ন করি নিত করিহু সেবন পূর্ণ হব সব কাম॥
বিদিত অতিশয় সুখদ সদ্‌গুণ দেত ভক্তি অমূল্য।
দান-নিপুণ বিরাম-বিরহিত কোউ নহ সমতুল্য॥
শ্রীগুরু-মধুর মূর্ত্তি চিন্তহ তাপ সব হব দূরি।
মঞ্জু গুণগণ গান কর নিত মিলব সম্পদ ভূরি॥
বিকট সঙ্কট মিটব ঝটিত রটহ সুধাময় নাম।
নিত্য দর্শন সেবনে শুভ সত্য ভণ ঘনশ্যাম॥
শ্রীগুরু সকল-মূল সুখময় ভজহ তেজি মন আন।
পার নহি মহিমা মনোজ্ঞ সুকহত বেদ পুরাণ॥
অতিকঠিন অজ্ঞানতম করি নয়ন অন্ধ বিশাল।
জ্ঞান অঞ্জনতে প্রকাশত পরম দীন দয়াল॥
বদন এক ন বচন শক্তি বিচিত্র চারু চরিত্র।
দেখি দুর্গত জন কৃপা করি পরম পবিত্র॥
চরণ-নিষ্ঠ জন নিহারত শমনমন বহু ত্রাস।
জানি নিশ্চয় ভজহ নির্ভয় ভণত নরহরি দাস॥২॥

শ্যাম ছন্দঃ

কহি বার বার। গুরু-চরণ সার॥
করি কপট দূরি। সুখ লুটহ ভূরি॥ ৩॥

কামিনী ছন্দঃ

ভয়-ভঞ্জন জন-রঞ্জন।
গুণরত্ন হি কুরু যত্ন হি॥৪॥

যামিনী ছন্দঃ

জন-লোচন অভিরামা। বপুমোচন ধৃতিধামা॥
নহু অন্ত সুযশ নামা। চিত চিন্তহ বসুবামা॥ ৫॥

চতুষ্পদী

গুরু-গুণ শুনি পুলকিত মতি যার।
জগত মধ্য মহিমাদ্ভুত তার॥
গুরু-চরণে দৃঢ় রতি করু যেহ।
নরহরি হিয় দুঃখ নাশব সেহ॥৬॥

রাগ বেলোয়ার

শুন শুন এ বিহি ইহ বর পাঙ।
শ্রীগুরুচরণ-বিমুখ অতি দুর্ম্মতি তাকর পরশ স্বপনে নাহি চাঙ॥
যদি কোন ভাঁতি তাক মুখ-দরশন
বচন শ্রবণ অরু পরশিয়ে গাত॥
তৈখণে মম যুগ নয়ন অন্ধ পুনঃ
কর্ণ বধির অরু তনু হউ পাত॥
উহ গুণ-চরিত সুধাময় সুললিত।
শুনইতে হিয় হরষিত নহ যার॥

মরু উহ লাখ লাখ গুণ যৌগুণ (?)
জন্তু নহো হই সন্তাসন তার ॥
গুরুপদনিষ্ঠ শিষ্ট যদি নহো হই
তদপিহ তাক সঙ্গ হউ মোর।
নরহরি দীন ধন্য তব মানব।
বিমল ভক্তি যব হোয়ব থোর ॥ ৭॥

তারাছন্দঃ

গুরু চরণে রতি। জানি দুলহ অতি ॥
নরহরি অন্তর। আশ নিরন্তর ॥ ৮॥

বেলোয়ার

হরি হরি হেন দিন হোওব হামার।
শ্রীগুরুদেব চরিত গুণ অদ্ভুত নিরবধি চিন্তব হৃদয় মাঝার ॥
মৃদু মৃদু হসিত বদনে বচনামৃত শ্রবণ-চসক ভরি করব কি পান।
নিরুপম মঞ্জু মুরুতি জন-রঞ্জন নিরখি করব কব তৃপিত নয়ান ॥
ললিত অঙ্গ পরিমল নিত নব নব নাসাপুট ভরি রাখব তায়।
ইহ বদনে উহ মধুর নাম শুভ রটব নিরন্তর হরষ হিয়ায় ॥
কি কহব অব অতিশয় সব দুর্ল্লভ করি পরিচর্য্যা সফল হব হাত।
ধরণিপতিত হই পতিত এ নরহরি চরণ-কঞ্জ তব ধরব কি মাথ ॥ ৯॥

কুমারীছন্দঃ

শ্রীগুরুচরণামৃত কব পিয়ব উর আনি।
অদ্ভুত অধরামৃত কব ভুঞ্জব সুখ মানি ॥
সুন্দর পদ-পঙ্কজ-রজ মাখব কব গায়।
দুঃখিত নরহরি মূর্খ ও বীক্ষত অনুপায় ॥ ১০ ॥

সুবিলাপছন্দঃ

শ্রীলশ্রীগুরুদেব নিজ করুণা করহ পরকাশ হে।
মগ্ন বিষয়-সমুদ্র মধ্য সুবিবশ নাশহ ত্রাস হে॥
দেহ নিরত সুচারু চরণ-সরোজ-নিকট নিবাস হে।
আশ ন করু নিরাশ ভণ তব দাস নরহরি দাস হে॥ ১১॥

মঙ্গলছন্দঃ

শ্রীমদ্‌গুরুদেব ভুবন-বন্দ্য মধুর-মহিমা
মনোরঞ্জন ভয়-ভঞ্জন ভুবি বিস্তৃত উর আনি।
চারু বাক্‌প্রয়োগরহিত বালবদ্‌ যথামতি
যৎকিঞ্চিৎ কৃত বর্ণন ইহ সর্ব্বদ সুখদ জানি॥
পূর্ব্বপদ্যমত পুনঃ প্রভু-পরিকরগণ নাম ভণব
লালস ইহ যদ্যপি ক্রমভঙ্গে হব হানি।
তদপি চিত্ত নির্ভয় মম দোষ গ্রহণ ন করব
কৌউ মূর্খ নিরখি শুনু জন-সুখ মানি॥১২॥

রঙ্গিণীছন্দঃ

জয় গৌর গোবিন্দ আনন্দ নিধি সুন্দর শিরোমণি নবদ্বীপপুর বিহার সুঘর সংকীর্ত্তনোন্মত্ত ভক্তবৎসল পরম-ধীর গুণধাম অনুপম মহিমা। ইহ জগত বিখ্যাত যত্তাতমাত ভ্রাত শ্রীজগন্নাথমিশ্র শ্রীশচীবিশ্বরূপ রূপ-প্রচুর চারু সদ্‌গৃহিণী লক্ষ্মী সু-বিষ্ণুপ্রিয়া সদৃশ মহিমা॥ জয় জয়তি নিত্যানন্দ-রাম রেবতীরমণ মঞ্জু পরতাপদশদিগ্‌দীপ্তকৃত সরস মুনিকর বন্দ্য অতি অগতি গতি নাথ যৎকৃপারবি শুষ্ককৃত দুঃখ-সরিতা। সুখময় সুঘর হারাই পণ্ডিত সুপদ্মাবতীপুত্র প্রথিত বসুধা জাহ্নবী প্রাণপতি যত্তনয় তনয়গণ্য শ্রীমদ্বীরচন্দ্র আনন্দময় মধুর-চরিতা। জয় জয়তু অদ্বৈতসিংহ প্রবলবীর্য্য কলিমত্ততর দ্বিরদ-মদ ভঞ্জন মনোজ্ঞ মহামধুরতর ভূরিভাবাঢ্যেহ অনুপম

সুগঙ্গানায় ললিত-কীর্ত্তি অসমা। শুভপুঞ্জরঞ্জিত চতুর শ্রীমৎ কুবের আচার্য্য নাভা জনক জননী যত্তনয় অচ্যুত আদি অধিকগুণ গণন নহ শক্তি শ্রীসীতাপতি স্মরবিমর্দ্দিসুষমা ।। জয়তু শ্রীনিবাস পণ্ডিত পূজ্য চারুগুণ-মণ্ডিত মহামহিম মাধবাত্মজ জগতমধ্য বিখ্যাত গৌরপ্রিয় সদা গদাধর পণ্ডিত প্রচুরতর প্রেমমুদিতা। জয় জয় শ্রীভক্তিগ্রন্থাধিকারী পুরী শ্রীমাধবেন্দ্রাখ্য ঈশ্বরপুরী বিষ্ণুভারতী কেশব কৃপাল গৌরপ্রিয় প্রেমদায়ক যদ্ যশাদি বিদিতা ।। জয় জয় গদাধর দাস দাস নরহরি গৌরকীর্ত্তন সুলম্পট অখণ্ড পণ্ডিত খণ্ডবাসী রঘুনন্দন মুকুন্দ গোবিন্দ জগদানন্দ নন্দন সুবংশীবদনা। জয় জয় রামচন্দ্র ভূদেব কবিচন্দ্র পরমানন্দ গুপ্ত রামানন্দ-রায় গুণবৃন্দ বিদিতাদ্ভুত প্রবন্ধ সুখদাতি যদুনাথ মধুসূদনানন্দ-সদনা ॥ সদনা ।। জয় জয় সনাতন রূপ রসিক ভূপ প্রেমরত্ন-দানাতিপটু ভট্ট গোপাল রঘুনাথ রঘুনাথ দাস প্রবোধানন্দ জীবজীবন কৃপাচার্য্য তপনা। জয় জয় লোকনাথ ব্রজভূমিবিখ্যাত ভূগর্ভ নব নৃত্যরঙ্গী সুনক্রেশ্বর প্রদ্যুম্ন মিশ্র হরিভট্ট মাধব পট্ট নায়ক সদাশিব সুকর্ম্মনিপুণা ।। জয় জয় সার্ব্ব-ভৌমাখ্য বাসুদেব প্রভুপ্রিয় পরমপূজ্য স্বরূপ দামোদর শ্রীমদুদ্ধরণ কেশব কালিয়াকৃষ্ণ কৃষ্ণরসমুদিত ধৃত-পীতবসনা। জয়তু শ্রীমুরারিগুপ্তাচার্য্যচন্দ্র পণ্ডিত গৌরিদাস প্রকাশ মহিমা বিশদ সকল দুঃখহারী হরিদাস হরিদাস হরিনামরত সতত যদ্রসিকরসনা ।। জয় জয়তু জগদীশ কাশীশ্বর শিবানন্দ-সেন সুখকারী সুনিহারী বহুরঙ্গী শুভ সঙ্গী সারঙ্গ গঙ্গাদাস পণ্ডিত মহেশ পরমেশ্বর প্রচার ভুবনে। জয় বল্লভাচার্য্য বর্য্যাশ্চর্য্যচরিত নদীয়া মধ্যবিদিত সঞ্জয় জগন্নাথ ভাস্কর। চিরঞ্জীব সিংহেশ্বর মহীধর সুদর্শনানন্দ যন্নাম শ্রবণে ।। জয় জয় জগজ্জয় নয়নানন্দকর-রুচি চিদানন্দ শ্রীমদ্ভবানন্দ সুখদ বিশ্বানন্দ চন্দনেশ্বর পুরন্দর সুন্দরানন্দ চন্দ্রশেখর শ্রীকরা। জয় জয় হৃদয় চৈতন্য ধন্য ধরণীমধ্য মাধব সুবীরবর সুধর গৌরপ্রিয় শ্রীমন্ নৃসিংহ কংসারি বল্লভসেন শঙ্কর হলায়ুধ বুধ শ্রীধরা ।। জয় জয়তু পীতাম্বর বিজয় বিষ্ণুদাস

প্রকাশ জগমধ্য মহিমা পরমললিত নীলাম্বর সুনকুল শুক্লাম্বর শ্রীলবলরাম বনমালী প্রতাপরুদ্রা। জয় জয় গৌরচন্দ্র প্রিয় পরম কারুণিক সুখময় সনাতন মিশ্র মিশ্র তুলসী। সুলক্ষ্মীকান্ত লক্ষ্মণাচার্য্য চৈতন্য বিদ্যানিধি সুভাগবতরামভদ্রা॥ জয় জয়তু পণ্ডিত সনাতন দাস বুদ্ধিমন্তখান ঈশান গরুড়ধ্বজ-প্রজ্জ্বলিত চারুমহিমা ভুবনমধ্য শ্রীনাথ নারায়ণা ভিরামা। জয় জয় সুখানন্দ নারায়ণোপাধি বাচস্পতি শ্রীল বৃন্দাবন কবীন্দ্র বালক কৃষ্ণদাস কৃষ্ণাচার্য্য-সূর্য্য হরিচরণ মকরধ্বজানন্দ-ধামা॥ জয় জয় শ্রীজগন্নাথ দাস গোপাল গোপাল আচার্য্য ভগবান্ শ্রীকান্ত নহ অন্ত অন্তর নিরন্তর-প্রেমমগ্ন গোপীকান্ত কান্তি অদ্ভুত লসন্তা। জয় বৈদ্য রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য অষ্টবামাশ্রুকম্পাদি পরিপূর্ণ তনু জানকীনাথ বাণীনাথ পট্টনায়ক ভট্টসিংহ রাঘব বসন্তা॥ জয় জয় সুলোচন সত্যরাজ পণ্ডিত গরুড় গরুড়াবধূত দেবানন্দ আচার্য্য জননয়নমোদকর দুর্জ্জয় বিপদহারী হরিহরানন্দ রঘুমিশ্রনয়না। জয় জয় প্রেমপুঞ্জ জনরঞ্জন জনার্দ্দন মর্দ্দন জনার্দ্দন জগন্নাথতীর্থ জ্ঞানদাস বলভদ্রমঙ্গল হোড়গোপাল গোপালনর্ত্তক সুহাস্য-বয়না॥ জয় জয়তু হরিদাসদ্বিজশ্রেষ্ঠ গৌরগুণগাননিষ্ঠোৎকৃষ্ট স্পষ্ট শুভ ষষ্ঠীধরাচার্য্য বৈষ্ণবানন্দ রামানন্দ বসু শ্রীরাম বুধ বৈদ্যনাথা। জয় জয়তু রামাই নন্দাই শ্রীরঙ্গ গৌরাঙ্গদাস শ্রীমুরারি চৈতন্য কৃতধন্য-ধরণী ব্রজপূজ্য হরিদাস নব গান করু জগত যৎকীর্ত্তি গাথা॥ জয় জয়তু চৈতন্যবল্লভ শিবানন্দ দত্তর বঙ্গবাটি চৈতন্যদাস শ্রীধর ব্রহ্ম-চারী শিবানন্দ ওড্র অবধূত পরমানন্দ সেন রামা। জয় জয়তু পরমানন্দপুরী ব্রহ্মানন্দ ভারতী ওড্র কৃষ্ণানন্দ সেন হৃদয়ানন্দ পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী মুরারি মাহাতি শিখী ভট্টকামা॥ জয় জয় কলানিধি সুধানিধি মধুর মুকুন্দাই কানু কমলাকর পিপ্পলাই সুজগাই মাধাই যাদব দাসশেখর হিরণ্য কবিদত্ত সুখদ শ্রীমন্তা। জয় জয় জীতামিশ্র গোকুল পুষ্পগোপাল পণ্ডিত মুরারি বাণীনাথ আচার্য্যাশ্বরী রঘুনাথ ভোলানাথ দাস বিশ্বাস

বল্লভ ভুবনতাপহন্তা ॥ জয় জয় শ্রীহর্ষী দময়ন্তী রত্নাবতী নারায়ণী মালিনী মাধবী সুখী নন্দিনী শ্রীজঙ্গলী শাঠশাঠী ভনি গৌর-পাদপদ্মেষ্টপদা। জয় জয়তু গঙ্গামন্ত্রী মামুঠাকুর কিঙ্করাচার্য্য বৈষ্ণবানন্দ বিষ্ণাই শ্রীনন্নকড়ি কাষ্ঠকাটা জগন্নাথ যদ্গৌরবিন্দু চিত্ত অন্যত্র ন কদা ॥ জয় জয়তু লক্ষ্মীনাথ পণ্ডিত অমোঘ গুণনিধি শ্রীমদ্বংস পণ্ডিতানন্ত আচার্য্য কমলাকান্ত বিশ্বাস শ্রীলোকনাথ পণ্ডিত লোকনাথ নবনী। জয় জয়তু নির্লোম গঙ্গাদাস দাস দামোদর শ্রীমৎশিবাই সত্যানন্দ-ভারতী বিশ্বেশ্বরাচার্য্যবর্য্য হরি হস্তিগোপাল কৃতধন্ত অবনী ॥ জয় জয় জগত্তাপ-নাশক গৌরচরিত-গুণমগ্ন-মন মীনকেতন মনোহর কামদেব চৈতন্যদাসাচার্য্য চক্রপাণি কমলনয়ন কলিকলুষহারী। জয় জয় শ্রীগর্ভ যাদব জগন্নাথ কর গৌররস বিবশ নিশিদিবস উলসিত অজয় বিজয় রাজেন্দ্র অনুপাম কণ্ঠাভরণ রুদ্র ধ্রুবানন্দ নন্দকারী ॥ জয় জয় বাসুঘোষ মাধব ধনঞ্জয় পণ্ডিত প্রকটকীর্ত্তি কীর্ত্তন-সুলম্পট কর্ণপুর কবিলোচন সুবুদ্ধি বল্লভ ভট্টভাবক পুরন্দরাচার্য্য কমলা। জয় জয়তু পুরুষোত্তমাদি প্রবর গৌরহরি-পরিকর অপার কারুণিক ভবতাপহর দীনজনবন্ধু গুণ শুনি হরষ উর নিরত শরণ নরহরি দেহ ভক্তি অমলা ॥১৩॥

উজ্জ্বল ছন্দঃ

জয় জয় বল্লভ ভট্টকুলোজ্জ্বলকারী কৃপালয় বিঠ্ঠলনাথ
অনাথ জনাদিকবন্ধু সদা সুখদায়ক দারুণদুঃখ-নিবারক।
অনুপম সদ্‌গুণবৃন্দ বিভূষণ ভূষিত ভূপর ভূপতটস্থিত
বিস্তৃত চারু চরিত্র পবিত্রহি কীর্ত্তি অগম্য মহামনহারক ॥
পরম সুঘর রসিকেন্দ্রবর শ্রীমদ্রঘুনাথ সুমিত্র বিলক্ষণ লক্ষণ-
যুক্ত উদার সুধীবর নিরন্তর নির্ম্মল-প্রেম-প্রচারক।

সুললিত গৌরগুণোৎকীর্ত্তনরস-লম্পট অতিশয় নৃত্যবিশারদ
ভঙ্গি সুসঙ্গ অভঙ্গ রুচির তনুরুচি নরহরিলোচন-রুচিকারক ॥১৪॥

সুচিত্রাছন্দঃ

জয় জয়তু শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ কবিরাজ যশপুঞ্জ গুণমঞ্জু
তেজ প্রচুর কঞ্জদলগঞ্জি যুগনেত্র-সুষমা।
অতিললিত গতি কম্পকুল পুলক আদি প্রবর-ভাব ভবভূষণ
নিরন্তর বিভূষিত সুমৃদুল-তমতনু শিরিষপুষ্প অসমা ॥
সুখময় সরস রাধিকা-সরসি সেবন সদা অধিক উল্লাস কৃত-
বাস-নিয়ম প্রবল গৌরগোবিন্দ-প্রিয়মোদ-করণ ॥
নিশিদিবস রসভোর নহি ওর করুণা বিদিত দীনজনবন্ধু
ধনদাননিপুণাতিশয় দাস নরহরি হৃদয়ত্রাস-হরণ। ॥ ১৫॥

কাদম্বিনী ছন্দঃ

জয়তু গদাধর ভট্ট ভবার্দ্দবিমর্দ্দন মঞ্জু প্রতাপ হি ভারি।
ভাব-বিভূষণ-ভূষিত ভূরি নিরন্তর মোদ-বিবর্দ্ধনকারী ॥
শ্রীমদ্ভাগবতামৃতবৃষ্টি কৃতাদ্ভুতমেহ মহা অভিরামা।
গৌরচন্দ্রচরিতামৃত-মগ্ন ভণে ঘনশ্যাম বিদিতগুণ-ধামা ॥ ১৬॥

বিচিত্রাছন্দঃ

জয় শ্রীনিবাস আচার্য্য আনন্দময় নন্দ-নন্দন-ভজনমগ্ন জন-মনহরণ।
গৌরপ্রেম-স্বরূপাশ্চর্য্য-মূর্ত্তি মৃদু মঞ্জুতর নিরখি সামর্থ্য নহি ধৃতি-ধরণ ॥
পণ্ডিত উদার গুণমণ্ডিত সুধীবর বিদিত ব্রহ্মাণ্ড মধি তাপখণ্ডন-করণ ॥
ভক্তিদায়ক কৃপাসিন্ধু মহিমা অতুল দীন নরহরি-বন্দ্য পদ্মনিন্দিতচরণ ॥১৭॥

রঙ্গবর্দ্ধিনী ছন্দঃ

জয়তু শুভমণ্ডিত সুপণ্ডিত নরোত্তম নরোত্তম মহাশয়
মনোজ্ঞ সব রীত বরগৌরব গভীর অতি ধীর গুণবান।
প্রেমময়রূপ রসকূপ উপমারহিত মত্ত দিনরাতি রত গান
নবতাল গতি নৃত্য কৃতচিত্ত মৃদু অঙ্গ অভিরাম।।
সেবন সুবিগ্রহনিরন্তর মহামুদিত গৌরহরিভক্ত প্রিয় পাত্র
করুণা বিদিত দীনজনবন্ধু কৃত পূর্ণ সব কাম।
মঞ্জুতর কীর্ত্তি জগভূষণ ন দূষণ অপার গুণ পার নহি পাওত
কবীন্দ্রগণ গাওত অনুক্ষণ হি দাস ঘনশ্যাম।।

রঙ্গমালা ছন্দঃ

শ্যামানন্দ কৃপাময় ধীর গভীর চরিত্র উদার অনুক্ষণ।
প্রেমানন্দ-বিভোর সদা রত গান মনোহর নৃত্য বিলক্ষণ।।
শ্রীগৌরাঙ্গ-গুণে মন মগ্ন অনন্ত মহাশুভকর্ম্ম বিচক্ষণ।
শোভা সচ্ছগ সে ঘনশ্যাম হিয়ে তনু মঞ্জুল যুক্ত-সুলক্ষণ।। ১৯।।

রমণীছন্দঃ

জয় জনরঞ্জন কঞ্জনয়ন যশ পুঞ্জ মঞ্জু।
ভয়ভঞ্জন শ্রীমদ্গতিগোবিন্দ গুণার্ণব ধীর।।
শুভ সংকীর্ত্তন-লম্পট পটু নব নৃত্য বাদ্য-
গায়ক পরমাদ্ভুত ভাবভূরি ভূষিত সুশরীর।।
অতিশয় মধুর গৌরচরিতামৃত পীয়ত নিরত
প্রফুল্লিত লোচন ঝর ঝর ঝরত সরিৎসম নীর।
নরহরি দীন হীন দুখ-হারক করুণাময় মানদ
মুদবর্দ্ধন পতিত-বন্ধুবর সুগুণ গভীর।। ২০।।

হেমবতী ছন্দঃ

জয় জয় শ্রীমতী হেমলতা ত্রয়তাপ নিবারিণী বারিদ-বৃন্দ-সুবৃষ্টি-বিনিন্দিদৃগশ্রু
সদা সুখ-কারিণী কুঞ্জবিলাস-রসার্ণব-মগ্ন নিরন্তর অন্তর গৌরচরিত্র
সুধাদ্ভুত রীতিরতা।

কলিমলদমন শমন-ভয়ভঞ্জন শুভ পুঞ্জ মঞ্জুতম সুতরুসম
শ্রীনিবাসাচার্যাহি যত্তাত মাত সুখদা দ্রৌপদীশ্বরী গৌরাঙ্গ-প্রিয়া প্রিয়
প্রেমরচিত জনু যুগ্মলতা ॥

পহুঁ পদ-পদ্ম সুমধুপ মত্তমুদ কুমুদ চট্টরাজানুজ রামকৃষ্ণ সংকীর্ত্তন রসলম্পট
তৎপুত্র প্রবর গোপীজনবল্লভ বংশপতি পরমপূর্ব্ব যছু ভক্তি নিরখি সুর
ভূরি নৃত্যজ্ঞ রুথে।

গুণমণি শ্রীচৈতন্যদাস গতিগোবিন্দাখ্য ভ্রাত যদ্ভু তৎপুত্র সুকৃষ্ণ প্রসাদ
সুখদচন্দ্র শ্রীরাধামাধব সুন্দর হরি ইহপঞ্চ প্রচার জগৎমধি অধিক
কি কব নরহরি মুরুখে ॥২১॥

রাগ পঠমঞ্জরী

জয় জয় রামচন্দ্র কবিরাজ।

সুললিত রীত নাম-রত নিরবধি মগন আনন্দ-মহোদধি-মাঝ ॥ ধ্রু ॥
শ্রীশ্রীনিবাস-বর্ঘ্য যুগচরণ-কঞ্জরজ-ভজন-বিভোর।
তছু গুণ-চরিত-অমৃত নিত পানসুপ্রেম অতুল তুলনা নহ থোর ॥
রসময় শ্রীমদ্ভাগবতাদিক গ্রন্থ পঠন অনুভব নহ মর্ম্ম।
শ্রীল নরোত্তম-সঙ্গ সতত অতি প্রীতি বিদিত অদভুত সব কর্ম্ম ॥
শ্রীগোবিন্দ কবীন্দ্র কৃপানিধি মহামন-গৌরচরিত্র।
নির্ম্মল প্রেম-প্রচার চারু গুণ যাক কার্য্য করু ভুবন পবিত্র ॥
কর্ণপূর পরিপূর্ণ প্রেমরস-রসিক অনন্ত হরষ দিন রাতি।
সুন্দর নৃসিংহ সিংহসম বিক্রম ভাব প্রবল অবিরত রহ মাতি ॥

শ্রীভগবান ভাবময় ভূষিত চতুরশিরোমণি চরিত গভীর।
গুণমণি গোকুল গৌরচন্দ্র গুণ-কীর্ত্তনে অনুখণ হোত অথির॥
শ্রীবল্লবীকান্ত করুণার্ণব ভক্তি-প্রচারক অধিক উদার।
গোপী-রমণনৃত্য গীতপ্রিয় পূজ্য প্রচণ্ড প্রতাপ অপার॥
দ্বিজকুল উজ্জ্বলকারী চক্রবর্ত্তী শ্রীশ্যামদাসাখ্য কৃপাল।
কো-সমুঝব তছুচরিত সুধাময় ত্রিভুবন বিদিত সুকীর্ত্তি-বিশাল॥
······রাম চরণচিত চোর চতুর বর পণ্ডিত পরম কৃপালয় ধীর।
·······গৌর নিতাই নাম শুনইতে যছু ঝর ঝর নয়ন যুগলে ঝরনীর॥
শ্রীমদ্ব্যাস বিদিত বিদগধ অতি যতনে জপহি সুমধুর হরিনাম।
রোয়ত খণে খণে কম্প পুলক তনু লোটত ক্ষিতি নহি হোত বিরাম॥
শ্রীগোবিন্দ গৌরগুণ লম্পট ভাসত প্রেমসমুদ্র মাঝার।
শ্রীশ্রীদাস রসিক-জন-জীবন দীনবন্ধু যশ বিশদ বিথার॥
গোকুল চক্রবর্ত্তি গুণসাগর কি কহব জগভরি মহিমা প্রকাশ।
শ্রীমদ্রূপ ঘটক ঘটনাকৃত নিত্যচিত্ত রতি যুগল বিলাস॥
শ্রীরাধাবল্লভ মণ্ডল মহিমণ্ডিত গুণ আনন্দ স্বরূপ।
পরিকর সহিত গৌর যছু সরবস পরম উদার ভক্তিরস-ভূপ॥
নৃপতি বীরহাম্বীর ধীরবর করি দুঃখ দূর পুরই অভিলাষ।
কাতর উর নরহরি সু-পুকারত চরণ-নিকট রাখহ করি দাস॥২২॥

রাগ ধানশী

জয় জয় শ্রীহরিরাম আচার্য্য আশ্চর্য্যচরিত চিতহারী।
গুণগণ বিশদ বিপদ-মদ-মর্দ্দন মধুর মূরতি মুদবর্দ্ধনকারী॥
পহুঁপদ বিমুখ অসুর দুর্জ্জয় বর্জ্য জয়কারক কীর্ত্তি জগত পরচার।
পরম সুধীর ধীর-ধৃতিহারক করুণাময় মতি অতি হি উদার॥
অনুখণ গৌরপ্রেম-ভরে উনমত করীন্দ্র-নিন্দি গতি থোর।
সংকীর্ত্তনরস-লম্পট পটু বৈষ্ণব সেবাসুখ কো কহুঁ ওর॥

শ্রীমন্তাশব তাদিক গ্রন্থ-কথন অনুপম বরষত অমৃতধার।
শ্রীশ্রীকৃষ্ণরায় সঞ্জীবন ভণ্‌ই কি নরহরি মহিম অপার ॥২৩॥

রাগ কামোদ

জয় জয় রামকৃষ্ণ আচার্য্য সুধীর মহাশয় সুখদ উদার।
ভাবাবেশ নিরন্তর কীর্ত্তন-লম্পট অতিশয় সুখর প্রচার ॥
সুখময় রসিক জনমন-রঞ্জন তাপপুঞ্জতম-ভঞ্জনকারী।
দ্বিজকুল-মণ্ডন গুণগণ-মণ্ডিত পণ্ডিতবর দুর্ম্মুখমদহারী ॥
শ্রীমন্মোহনরায়-সুবিগ্রহসেবা সতত নিযুক্ত প্রধান।
অদ্ভুত রতি উল্লসিত দিবানিশি গৌরচন্দ্র-চরিতামৃতপান ॥
পরম দয়াল নরোত্তম-পদযুগ তছু সর্ব্বস্ব ন জানত অন্ত।
কো সমুঝব উহ রীত রুচির যশ গাওত নরহরি মানত ধন্ত ॥২৪॥

রাগ ধানশী

জয় জয় শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী অতি ধীর গভীর।
ধৈরজ-হরণ বরণ বর মাধুরী নিরুপম মৃদুতর রুচির শরীর ॥
অবিরত সংকীর্ত্তন রস-লম্পট ললিত নৃত্যরত প্রেম-বিভোর।
শ্রীল নরোত্তম-চরণ-সরোরুহ-ভজন-পরায়ণ ভুবন-উজোর ॥
শ্রীচৈতন্তচন্দ্র-চরিতামৃতপান মগন মন সতত উদার।
শ্রীগোবিন্দ মনোহর বিগ্রহ যজ্জীবনধনপ্রাণ আধার ॥
পরম দয়াল দীনজন-বান্ধব প্রবল প্রতাপ তাপতম-হারী।
বরণে ন শক্তি কীর্ত্তি সব অদ্ভুত বিদিত দাস নরহরি সুখকারী ॥ ২৫॥

রাগ সুহই

জয় জয় রসিক সুরসিক মুরারি।
করুণাময় কলিকলুষ-বিভঞ্জন নিরমল গুণগণ জন-মনহারী ॥ ধ্রু।

প্রবল প্রতাপ পূজ্য পরমাদ্ভুত ভক্তিপ্রকাশক সুখদ সুধীর।
ডগমগ প্রেম হেম-সম উজ্জ্বল ঝলকত অতিশয় ললিত শরীর ॥
শ্যামানন্দ-চরণ চিত চিন্তন অনুক্ষণ সংকীর্ত্তন-রস পান।
যাকর সরবস গৌরচন্দ্র বিহু কি কহব স্বপনে না জানত আন ॥
অপরূপ কীর্ত্তন সৎ ত্রিজগত মধি কবিবর চারু বিদিত অনুপাম।
নিপট উদার চরিত্র চারু কছু সমুঝি ন শকত পতিত ঘনশ্যাম ॥ ২৬॥

বিলাপ ছন্দঃ

কৌন বরণব গৌরপরিকর চরিত অতি অনুপাম রে।
ভুবন-বিদিত বিশেষ অসীম হি মহিম বিমল ললাম রে ॥
বিপদ-বৃন্দ বিনাশকর বর নিত্য নবগুণ গ্রাম রে।
সকল-মঙ্গল-মূল সুখময় পরম মধুরিম নাম রে ॥২৭॥

শোভাছন্দঃ

অব কৈছন মন অপরাধ অগ্র পশ্চাৎ নাম গ্রহণে ভয় ভারি।
অতি ভক্তি-বিহীন দীন-দুঃখে কাতর নিরখি করহু করুণা হিতকারী ॥
ইহ ভূমি নিপতিত হোয় রজনী দিন যোড়ি-যুগল কর করিহু প্রণাম।
মৃদু শীতল পদ ইহঁ পরকাশহ তাপ ভণই ঘনশ্যাম। ২৮॥

কান্তাছন্দঃ

গৌর সহচর, পরম শুভকর।
জগত দুখহর, অতুল গুণধর ॥
কি রতি সুখময়, বিদিত অতিশয়।
কবি কি বরণব, অমৃতময় সব ॥ ২৯॥

দ্রুতগতি ছন্দঃ

বেদশ্রুতি ইতিহাস করি যত।
বিমল চরিত সুগাত বহু মত॥
ভকত-বশ পহুঁ রটত উহ গুণ।
শুনহ শুন মন বন্ধু পুন পুন॥ ৩০॥

বিলাস ছন্দঃ

তেজি অন্য অভিলাষ অবিরত গৌরগুণগণ গাওরে।
অতি সুশীতল চারু চরণ-সরোজ অনুখন ধাওরে।
ত্যাগ কর মন খেদ ইহ অভিমান সব সুখ খোঅই।
নাম-গুণ-মহিমা-চরিত্র নিতান্ত অন্ত না হোঅই॥৩১॥

পার্ব্বতী ছন্দঃ

শ্রীগৌরভক্ত অনন্ত নিত্য অনন্ত অন্ত ন হেরি অন্তর খেদ দৈন্য অনেক
কিন্তু জগজ্জনাধিক আধিব্যাধি বিনাশহেতু চিত্রচারু বিচরিত্র বিস্তৃত
অন্ত দুর্গম কিঞ্চিদপি তদ্বর্ণনে উচ্ছাহ অতিশয় চিত্ততে।
কৈলাস-পর্ব্বত মধ্য পরিকর পার্ব্বতীসহ শম্ভু বিহ্বল মঙ্গলালয় মঞ্জুতম
মহিমা সুগাওত শৃঙ্গ অম্বর ডম্বরু প্রিয় বাদ্যতান বিশাল অঙ্গ সুভঙ্গি
অনুপম রঙ্গ প্রবলতরঙ্গ উরবর হরত জনমন নৃত্যতে॥
আশ্চর্য্য অতি অমরাবতীস্থিত দেবগণ দেবর্ষি নারদ আদি সঙ্গ অভঙ্গ অধিক
উমঙ্গ স্থির সিংহাসনোপরি ইন্দ্রনিভ গুণগণ-কথন উন্মত্ত তন্ময় বদন
বাঞ্ছিত অশ্রুমুক্ত সহস্রদৃক্-জনু অরুণ অম্বুজ গুচ্ছরে।
আনন্দভর পরিপূর্ণ পার্ষদবর্গ বেষ্টিত সুষ্ঠু শোভন লোভ অদ্ভুত উদ্ধত
ব্রহ্মাষ্টযাম বিরাম-বিরহিত নামবৃন্দ-সুধা সুপানহি বেদ পঠন স্বপন
সমান নিজেষ্ট সেবন বিস্মরিত বর্ণন কি নরতুরি তুচ্ছরে॥৩২॥

রেবতী ছন্দঃ

ইহ গৌর-পরিকর নিত্য নব পহুঁ সহিত নিত্য বিলাস হে।
অরু নিত্য শ্রীনদীয়াপুর ক্ষিতি তত্র নিত্য নিবাস হে ॥
শুন অত্র রহিত অনিত্য পদ সব নিত্য নিত্য সুনাম হে।
ইহ যাক নহ পরতিত সো অতি মূর্খ ঘনশ্যাম হে ॥৩৩॥

সুবদনী ছন্দঃ

জয় জয় জগত মধি সার। মম প্রাণপতি-পরিবার ॥
অতিবিদিত করুণ অপার। তছু চরণে করু পরিহার ॥৩৪॥

রেবতী ছন্দঃ

বর গৌর-পরিকর কারুণিক ভবতাপ-হর গুণ-সিন্ধু হে।
জগ মধ্য মহিম অপার শুনি উল্লসিতহিয় দীনবন্ধু হে ॥
অব ক্ষমি সব অপরাধ পদতলে দেহ অবিরত বাস হে।
ভণ দাস নরহরি নিপট নিলজ নির্বাসন করহ আশ হে ॥ ৩৫॥

দ্বিপদীছন্দঃ

মম আশ চরণ সরোজ সেবন দাস করি অনুজানয়ে জগ চারু গুণগণ গাঁও
অবিরত শুনত পাঁও উলাস হে।
অতি কুটিল অন্তর পাপভর পরিপূর্ণ নরহরি পতিত নিশ্চয় জানি দেঅহ
ভক্তিবর মহিমা সুহউ পরকাশ হে ॥৩৬॥

সাবিত্রী ছন্দঃ

হে চতুর করিহুঁ প্রণিপাত চরণে।
হম পরম অজ্ঞ বিজ্ঞপ্তি-করণে ॥
পশু ন মম তুল্য অসু বিষম ন গতে।
মৎ সদৃশ নাহি অপরাধি জগতে ॥৩৭॥

দ্বিপদী ছন্দঃ

নিজ পরিচয় কত দেঅব শ্রীমৎ গৌড় দেশ সুরসরিততটে
বিনিবাস বিপ্রকুল-জাত সুজনক জগন্নাথ প্রিয় বৈষ্ণব দত্ত নাম-
যুগ নরহরি ঘনশ্যাম ইতি প্রথিত কিন্তু মম বন্ধুবর্গ উপদেশ
নিত্য ব্রজভূমি কৃতাশ্রয় পূর্ণ-কপটকুট ছুট ন কদা।
অরু কি কহব কুট হৃদয় কাষ্ঠ সম হিংসা-ক্লিষ্টপুষ্ট মতি সৌষ্ঠব
অগুণ স্পষ্ট পষ্টপটু ধৃষ্ট অপরাধনিষ্ঠ পাপিষ্ঠ নষ্ট শঠ সুষ্ঠু প্রকৃষ্ট-
ভ্রষ্ট চেষ্টাতিলবিষ্ট নিকৃষ্ট হৃষ্ট রিপুবষ্ট রসাধিক শিষ্ট-কষ্টপ্রদ নিষ্ঠুর
দুষ্ট সুবিষয়াবিষ্ট সদা ॥৩৮॥

কোমলা ছন্দঃ

শুন অরু কি কহব বাপ। হিয় দগধয়ে ত্রয়তাপ ॥
জগমধি কহু নহি মোর। অব শরণাগত তোর ॥৩৯॥

করুণাবতী ছন্দঃ

তোহে ইহ জগতজন কহই সুখধামরে।
কীর্ত্তি অতিবিদিত গুণবৃন্দ অনুপামরে ॥
সত্য অব সফল হউ মঞ্জু উহ নামরে ॥
ভূরি করুণা করহ দুঃখি ময়ি পামরে ॥৪০॥

রাগ পঠমঞ্জরী

শুন শুন শ্রবনেচ্ছুক সুখদায়ক মানব-জনম বিফল ভয় মোর।
নিপট দুষ্টমতি মন্দ হীন গুণ পাপ-পথ-পথিক বিষয়ে বিভোর ॥
কথন ন সুজন-সঙ্গ অভিলাষ বিলাস কুজন সহ দুখ সুখ মানি।
কাম ক্রোধ নিজ কিঙ্কর করণ ভয়ঙ্কর কাল সমীপ নাহি জানি ॥
কি কহিব অতি অচানক কাণে পড়ল শচীনন্দন গুণ অনুপাম।
অধম উধার হেতু অবতারণ ভারল ললিত জাল হরিনাম ॥

পুন পণ করল ন বঞ্চব কাহুক দানি শিরোমণি জনদুখহারি।
মঝু পরতীত হোওল পহু নিশ্চয় করব কৃপানিজলাজ বিচারি॥
তাকর রুচির বিহার হার করি পহিরব কণ্ঠে বাঢ়ল বহু চাহ।
সো কি এ সম্ভবে বাউন মনে জনু চন্দ ধরব বলি উপজে উছাহ॥
হেরি নিলজ মোহে হরষ রসিকজন দেয়ল অনুমতি হোওনু উলাস।
বিরচিয়ে **গৌর-চরিতচিন্তামণি** নিত চিন্তহ ভণ নরহরি দাস॥৪১॥

তরুণী ছন্দঃ

রচিহুঁ ইহ গ্রন্থ অসমাপ্তি যদি হোয়।
চিন্তব ন তব হসব হসউ সব মোয়॥
পরম দুর্লভ দ্রব্য অল্পে বহু লাভ।
যদি কৃপা করব তব পুরব মম ভাগ॥
শুনহ নিশ্চয় কহি কৃপায় কি বিচিত্র।
পঙ্গু গিরি লঙ্ঘতহি অন্ধ করু চিত্র॥
বামন শশাঙ্ক ধর রঙ্ক নৃপ জানি।
ক্ষুদ্র খগ সিন্ধু শোষই অল্প মানি॥
মূক বাচাল পিপীলিকা বহে মেরু।
হীনপশু সিংহমদ হরই বহু বেরু॥
বিধু অধিক দীপ্ত খদ্যোত পরকাশ।
ঐছন কৃপা পহু হেরি মম আশ॥৪২॥

শোভা ছন্দঃ

শুনহ সুধর জন পূর্ব্ব পূর্ব্ব কবি রচো্যা রুচির বর গৌরচরিত্র।
অদ্ভুত কাব্য নিত্য নব নব সব শুনতহি ত্রিজগত হোত পবিত্র॥
যদ্যপি অতিশয় ক্ষুদ্রবুদ্ধি মম তদপি মানি মন অধিক উলাস।
বাঞ্ছা হেতু হম নিপট ভণ্ড সম বিবিধ চপলতা করিহুঁ প্রকাশ॥৪৩॥

ভদ্রাবতী ছন্দঃ

কিন্তু ইহ কাব্য মতি তেজি দুঃখ মানি।
সুযশ দূষণমপি সুভূষণ হি জানি ॥
করহুঁ বহু যত্ন নির্দ্দূষণ ন হোয়।
দোষ বিন বহত নহি কহত কবি সোয় ॥৪৪॥

কলাবতী ছন্দঃ

যদি কহ অসমর্থ হেতু করহ বাগ্বিলাস ভারি।
বিফল কিন্তু গঙ্গ তেজি পীয়ব কো কূপবারি ॥
তাহে মম বচন শুনহ মানহ মতি চিত্র কোয়।
সো জল ভগবত শিলাবগাহনে পবিত্র হোয় ॥৪৫॥

আনন্দবর্দ্ধিনী ছন্দঃ

যদপি মম বাক্য অতি শিথিল বহুদোষযুত
তদপি ইহ ভগবদ্যশাঢ্য জনু গঙ্গা জল।
সুজন মতি স্বচ্ছ পরিশোধি সুখ পাওত হি ॥
কুজন নিন্দত তৎস্বভাবোচিত মিলত ফল ॥৪৬॥

"তদ্বাগ্ বিসর্গ" ইত্যাদি পরমাণ শুনি
উলসিত হৃদয় ভয় রহিত নিরধার পুন।
গৌর গৌরাঙ্গ-লীলা গৌর-ধাম ত্রয়
এক নিশ্চয় আর্ত্তি গাও অনিবার শুন ॥৪৭॥

পদ্মাবতী ছন্দঃ

সোই ব্রজচন্দ্র নদীয়াচন্দ্র ভজ সবহি।
সোই লীলা নিত্য নিত্য লীলা অবহি ॥
সোই বৃন্দাবন শ্রীনবদ্বীপপুর।
দাস নরহরি সুনিরত ধ্যান ধরত উর ॥৪৮॥

রাগ সুহই

জয় জয় শ্রীনদীয়া সুখ-ধাম।
অদ্ভুত রসত বসত চতুরাশ্রম
যঁহি নিতি নিতি উৎসব অনুপাম ॥ধ্রু॥

অষ্টসিদ্ধি নবনিধি আদি প্রতি মন্দির নিরত ফিরত জনু দাস।
ধর্ম্ম অর্থ অরু কাম মোক্ষগণে গণত ন কোউ করত উপহাস ॥
প্রবল প্রতাপ তাপত্রয় ভঞ্জন নবধা ভক্তি দীপ্ত অনিবার।
নির্ম্মল প্রেমপূর্ণ অহর্নিশি যঁহি থিরচর সতত রহত মাতোয়ার ॥
বিবিধ-ভাঁতি গৃহ লসত স্বচ্ছ পুরি বেষ্টিত সুরধুনি-ধবল-সুপানি।
জনু নব কুন্দকুসুম মুকুতাস্রজ জনু শশিখণ্ড উদয় অনুমানি ॥
শোভা নবনব বৃন্দাবন-সম ষড়ঋতু-সেবিত সরস দিগন্ত।
মঞ্জু মহামহিমা মহিবিস্তৃত নামক ফলে পাপ পাওত অন্ত ॥
সুরসহ সুরবর হর চতুরানন ধ্যান ধরত উর হরষ অপার।
ভণ ঘনশ্যাম সো পহুঁ-পরিকর গাঙ নিবাসব কব উহ ভূমি মাঝার ॥৪৯॥

হেমদণ্ডক ছন্দঃ

শ্রীনদীয়াপুর মধ্য সদা সুখ কন্দ শচীসুত সুন্দর গৌরকিশোর।
বিশেষ বিহার মহামনোরঞ্জন দুঃখ বিভঞ্জনু আঁ।
শেষ সুরেশ মহেশ চতুর্ম্মুখ আদি নিজ প্রতিবাসিগণে
সুখ দেত নিরন্তর বর্ণত চারু সুধারস পুঞ্জ সুগঞ্জনু আঁ ॥
পর্ব্বত গহ্বর পুণ্য নদীতট তীর্থ বনস্থল তত্র মুনীন্দ্র বিচিন্তত
চিত্তহিঁ অন্ত সুচিন্তন বিস্মরিতোৎসব অন্তুলা।
দেব-সভাসদ গায়কবৃন্দ সবীণ প্রবীণ সুগাওত নিত্য নবীন
মনোজ্ঞ তথাপি ন অন্ত দিশা পরিপূর্ণ লসদ্বিপুলা ॥৫০॥

বৃহদ্দ্বিপদী ছন্দঃ

পরমমাদক তাপ-পুঞ্জ-ভঞ্জন প্রবর করহ করহ আস্বাদন জন শ্রীল গৌরলীলা
ললিত অষ্টকালীয় আশ্চর্য্য সকৃৎ শ্রবণমাত্র হোওত উল্লসিত চিত্ত
নিত্য পীঅহ ইহ সুধা রসিক সঙ্গতে।
গ্রন্থ অতি সুগম সঙ্ক্ষেপ ক্রম রুচির প্রাচীন অনুসার বাণী বিবিধ
দেশভাষা-সংস্কৃত-জটিত পরম রুচিকারী অবিরোধ সঙ্গীত গ্রন্থাদি-
মত মধুরতর ছন্দ আনন্দময় রচিহুঁ বহু রঙ্গতে ॥৫১॥

দ্বিপথা ছন্দঃ

রচিহু ছন্দ বহু ভাঁতি ইম (ইহ) মাত্রা বর্ণ বিভেদ।
শুনত শ্রবণ-সুখ হোত অতি নাশত কবিকুল-খেদ ॥
পিঙ্গলাদি বহু গ্রন্থ মথি লখি লক্ষণ পরচার।
কিম্বা সংস্কৃত গ্রন্থবর **ছন্দঃসমুদ্র** নিহার ॥৫২॥

ললিতগতি ছন্দঃ

রচিহু আনন্দ হিয়। ছন্দ মম চিত্ত প্রিয় ॥
ফণিপতি প্রচার কিয়। গৌরগুণ বচন লিয় (বরণনীয়) ॥৫৩॥

ত্বরিতগতি ছন্দঃ

রচহ কবিগণ। পরম মুদ্মমন ॥
ন রব দুঃখ লব। সফল হব সব ॥৫৪॥

কুন্দবল্লী ছন্দঃ

সর্ব্ব অবতার সু-শিরোমণি যথা গৌর।
তাকর চরিত্র হি তথা সুজন-মনচোর ॥
দিগদরশন মাত্র ইহ মম গতি অসাধ্য অরু।
সাধক জনানুভব অধিক বিস্তার করু ॥৫৫॥

মধুমতী ছন্দঃ

রুচির গৌরচরিত্রচিন্তামণি প্রিয়বর রত্নহি।
হৃদয়-সম্পুট-মধ্য কুরু সংগোপনাধিক যত্নহি ॥
বিমুখ-তস্কর-দুঃখদায়ক তত্র ন কুরু প্রকাশ হে।
পূর্ণ হোয়ব সব মনোরথ ভণত নরহরি দাস হে ॥৫৬॥

বল্লবী ছন্দঃ

শুনহ শুনহ গুনবন্ত। নিশিশেষ পরিযন্ত ॥
সবচরিত অনুপাম। চিত চিন্ত অবিরাম ॥
উপজব অধিক রঙ্গ। হব অলস সব ভঙ্গ ॥
ভণ দাস ঘনশ্যাম। ইম রহলু হম বাম ॥৫৭॥

মালতী ছন্দঃ

শুনহ শুনহ প্রিয় গৌর পরিকর।
মিনতি করি পুন যোড়ি যুগ কর ॥
অষ্টকাল বিলাস রসময়।
করহ মম উর আশ অতিশয় ॥৫৮॥

অষ্ট-কালনিয়মমাহ

দ্বিপদী ছন্দঃ

রাত্র্যন্ত প্রাত পূর্ব্বাহ্ণ মধ্যাহ্ন অপরাহ্ন
সায়ং প্রদোষা নিশা সুপ্রথিত।
শ্রীগৌরভক্ত কবি চক্র-চূড়ামণি তন্মত
বিলোকি ইহ দাস নরহরি গ্রথিত ॥৫৯॥

রাগ পঠমঞ্জরী

শুন শুন শ্রবণোৎসুক জন পুনঃপুনঃ যোড়ি যুগলকর করি পরিহার।
সুরগণ-স্বপন-সুদুর্লভ অপরূপ কলিযুগে ললিত গৌর-অবতার ॥

প্রতিদিন শ্রীনদীয়ামধি অধিক বিহার মধুরতর অতি অনুপাম।
সাধকগণ সুখহেতু সাধু সুখে বিরচল বিবিধ গ্রন্থ রসধাম॥
তছু অবশেষ গ্রহণে মন উৎসুক শুণইতে অন্তরে বহুত তরাস।
সমুঝি রসিকবর করল কটাক্ষ হি বাঢ়ল বল হিয় হোল উলাস॥
অনুমতি-মত লীলাষ্টকালক্রম কিঞ্চিত বিরচব বরণ ললাম।
প্রথমহি সূত্ররূপ করি নিরূপণ মন দেঅহ ইথে ভণ ঘনশ্যাম॥৬০॥

অথাষ্টকালীয়লীলানিরূপণমাহ—

রাগ তোড়ী

১। **নিশিশেষে** গোরা ঘুমের আবেশে শয়ন পালঙ্কোপরে।
হেন জন নাহি বারেক সে শোভা হেরিয়া পরাণ ধরে॥
২। **প্রভাতে** জাগিয়া নিজ পরিকর বেষ্টিত অঙ্গনে বসি।
জগজন মন হেলাতে হরিয়া হিয়াতে থাকয়ে পশি॥
দন্তধাবনাদি সারি সুরধনি সিনান আনন্দাবেশে।
নিজ গৃহে গণসহিত ভোজন কৌতুক শয়ন শেষে॥
৩। **পূর্ব্বাহ্ণ** সময়ে শুক্লাম্বর আদি ভকতগণের ঘরে।
প্রেমের আবেশে অবশ হইয়া বিবিধ বিলাস করে॥
৪। **মধ্যাহ্ণ** কালেতে অতি মনোহর পুষ্পের উদ্যান মাঝে।
কত কত রঙ্গ-তরঙ্গে বিভোর সঙ্গে পারিষদ সাজে॥
৫। **অপরাহ্ণ** সময়ে ধরিয়া ভুবনমোহন বেশ।
নদীয়া-নগরে ভ্রমণ-বিনোদ শোভার নাহিক শেষ॥
৬। **সন্ধ্যাকালে** নিজ ভবনে গমন অতি অপরূপ রীত।
দেব-বন্দনাদি করিয়ে যতনে যাহাতে মায়ের প্রীত॥
৭। **প্রদোষে** শ্রীবাস-মন্দিরে প্রবেশ অধিক উলাস হিয়া।
তথা প্রিয়গণ মন অনুরূপ করয়ে অদ্ভুত ক্রিয়া॥
৮। **নিশায়** সকল পরিকরসহ সুখে সংকীর্ত্তন করি।
পুনঃ নিজগৃহে শয়ন আনন্দে ভণে দাস নরহরি॥৬১॥

সুভঙ্গী ছন্দঃ

অরু কি ভণব ভুবন ভরল।
গৌর চরিত অতি নিরমল॥
যতনত রচি রুচির সকল।
কবিগণ কর কাব্য সফল॥৭২॥

ইতি শ্রীমদ্গৌর-চরিত্র-চিন্তামণৌ মঙ্গলাচরণে সূত্রাদি-বর্ণনোনাম প্রথমঃ কিরণঃ

অথাষ্টকালীয়চরিত্রবর্ণনে—প্রথমতো নিশান্তঃ

রাগ ভৈরব

কিবা সে নিশির শোভা শুভরাশি "পুরা সে"* নদীয়াপুর।
রজনিকর-রজক নিজ করে করিল মলিন দূর॥
বিচিত্র তরুণ তরুলতা মুনিমোহন মাধুরি লসে।
প্রফুল্লিত নব কুসুমে ভ্রমর ভ্রময়ে মধুর আশে॥
শীতল পবন মন্দ মন্দ বহে উগারে সুগন্ধরাশি।
পরম আনন্দে ঘুমাঞে রয়েছে সকল নদীয়াবাসী॥
গভীর আলয় সদা সুখময় শোভার নাহিক পার।
ত্রিজগত মাঝে দেখিনু কোথাহ উপমা নাহিক যার॥
পহুঁর মন্দির বেড়িয়া সকল প্রিয় পরিকর স্থিতি।
কেহ শু'য়া কেহ জাগিয়া র'য়াছে কে বুঝে এসব প্রীতি॥
আজ্ঞা-অনুসারে কেহ নিজ ঘরে কাতরে শুতিয়া আছে।
নরহরি হেন দশা হবে কবে সে সমে রহিব কাছে॥১॥

---

* সুবাস

যথারাগ

মরি মরি গৌরগণের চরিত বুঝিতে শকতি কার।
শয়নে স্বপনে গৌরাঙ্গ বিহনে কিছু না জানয়ে আর ॥
ও চান্দ মুখের মৃদু মৃদু হাসি অমিয়া গরব নাশে।
তিল আধ তাহা না দেখি কলপ অলপ করিয়া বাসে ॥
কি কব সে সব শয়ন বিচ্ছেদে অধিক আকুল মনে।
কতক্ষণে নিশি পোহাইব বলি চাহয়ে গগন-পানে ॥
ময়ূর কপোত কোকিলাদি নাদ শুনিতে পাতয়ে কাণ।
নরহরি কহে প্রভাত উপায় চিন্তিতে ব্যাকুল প্রাণ ॥২॥

যথারাগ

কো বরণব পরিকরগণ-লেহ।
নিরখি নিশান্ত নিশান্ত-সুঅন্তর।
অন্তরহিত অতি পুলকিত দেহ ॥ ধ্রু ॥
সাহস করি কত করত মনোরথ
যাত রজনী অব হোত বিহান।
গৌর সুশয়নোত্থান-ভঙ্গি নব
নিরখি করব ইহ তৃপিত নয়ান ॥
মৃদু মৃদু হসিত বদনে বচনামৃত-
শ্রবণ চসক ভরি পিয়ব ভুরি।
করযুগে যুগপদ পরশি প্রচুরতর
অন্তর খেদ করব অব দূরি ॥
ঐছে আশা কত উপজত হিয়মধি
অধিক মগন গুণগণ করি গান।
নরহরি ভণ ঘন চাতক-সম চিত
উৎকণ্ঠিত (নাহি) সমুঝত অনিদান ॥৩॥

যথারাগ

কি কহব আজুক সুখ নাহি ওর।
রজনিক শেষ শয়ন মন্দিরমধি
শুতি রহু সুন্দর গৌরকিশোর॥
লসত ললিত সুরচিত পরিযঙ্ক
সুমৃদুল ধবল পয়ঃফেন সমান।
তা'পর গৌরাঙ্গ ঝলমল করু
নিরসত কত কত মদনক মান॥
কুন্দ-সুকুসুম সমূহ সহ চম্পক
জনু জাহ্নবী জলে জলজ-বিকাশ।
পরিসর কপূর শ্বেতমধি অধিক
পীত লতিকা জনু করত বিলাস॥
জনু সতী যুবতী কিরতী অতি যতন হি
হাটক-হার হরষে উর ধারী।
ভণ ঘনশ্যাম মঞ্জু শোভা নব
তিরপিত নহু রহু নয়নে নেহারি॥৪॥

কালিন্দী ছন্দঃ

কো বরণব বর গৌর তনু।
ঝলকত কাঞ্চন মুকুর জনু॥
অনুপম প্রতিবিম্ব সুবিলসে।
স্থির কর চরণাদিক অলসে॥৫॥

রঙ্গিণী ছন্দঃ

নিশি শুতি রহু সুখকন্দ সুন্দর গৌরচন্দ্র অমন্দ
মন্দির মধ্য বর পরিযঙ্ক-অঙ্ক নিশঙ্ক শঙ্কর-বন্দিত।

কত লক্ষলক্ষ বিপক্ষ অক্ষি বিমুগ্ধ-কৃত সুগবাক্ষ নির্ম্মল-
রঙ্গগতিঃ গতি মন্দ মলয় সমীর পরশ সুমন্দিত ॥
জন-নেত্র নিমিষ-বিভঙ্গ, অঙ্গ অভঙ্গ, ভঙ্গি সুধঙ্গ
রঞ্জন দীপ্ত কান্তি-কদম্ব বিস্তৃত বেশ অদ্ভুত ভ্রাজয়ে।
পুর প্রচুর সৌরভ রমতা চিক্কণ চারু রচিত কচ প্রচয়
বর বন্ধ বিলুলিত কুন্দ-কলি জনু জলদ পরি উড়ু রাজয়ে ॥
জিতি প্রাতররুণ সুরঞ্জিতাধর ওষ্ঠ চামল-বিম্ব-ফল-
মিব লম্ব ললিত লসচ্চিবুক রুচির এ জগত বিমোহয়ে।
চলক অলক গুচ্ছ সুস্বচ্ছ রোচক চুম্বিতানন মঞ্জুতম-
ক্রমপথ-প্রান্ত সুপ্রান্ত জনু মধুমত্ত ষট্‌পদ শোহয়ে ॥
শশি-গর্ব্ব-পর্ব্বত খর্ব্বকৃত বর ভাল ভালয় ভাতি চন্দন-
তিলক কিঞ্চিদলপ লোপ করত যুবতী ধৃতি ধর্ম্ময়ে।
অতি সুজন মন সম কর্ণ কুণ্ডল গণ্ডমণ্ডল মণ্ডিত
স্বয়রাম গুরুবর কামধনু হীনগুণ গুণাধিক কর্ম্ময়ে ॥
নব কঞ্জদল দলমক্ষি মুদ্রিত নিদ্রয়া লস লোভ নিজ-
বল বৈরিজয় বিশ্রাম কৃত শরতূণ যুগ অনুমানিয়ে।
পরিসর বিলক্ষণ বক্ষ বিলসদলক্ষ লক্ষণ যুক্ত তহি
বহু শাস্ত্র অনুপম অস্ত ব্যস্ত সমস্ত কৌতুক দানিয়ে ॥
সূত্র ক্ষীণ কটি-তট চীন অম্বর নীল মলিন-বিহীন শুচি
শৈথিল্য অল্প অনল্প শোভীনকল্প উদর সুঠানয়ে।
শুভ শেজ গতভুজ বামপার্শ্ব অতুক্ত কিঞ্চিত দত্ত
ন অসব্য কর উরু পর চরণ পরি চরণ নরহরি ধ্যান রে ॥৩॥

ললিত রাগ

কি কহব গোর শয়ন অনুপাম।
সুবলিত অঙ্গ অঙ্গ ঝলকত তনু
বিলসিত সোই মুরতিময় কাম ॥ধ্রু॥
কনক ক্ষীরোদোদধি মন্থন নব
নবনী-পিণ্ড সম কোমল কায়।
অতি অপরূপ ইহ তপন তাপ
বিনু সেজ উপরি জনু যাত মিলায় ॥
অলসে অবশ মৃদু চলত নিশাসহি
উচ নিচ হোয়ত উদর উজোর।
মলয় পবন জনু পরশ সুমেরু সু
সরিত তরঙ্গ বহত বহু থোর ॥
বচনক দূর বিরচব কৌন পুনি
নিরখত নয়ন তৃপিত নহি হোয়।
নরহরি ভণ মধু হৃদয় তল্প কব
বিল-সব ঐছে দেয়ব সুখ মোয় ॥৭॥

যথারাগ

কি কব অনল্প তল্প ঝলকত অতি
শরদ কালসম বিরহিত মলিনা।
সুরপতি-স্বপন অগোচর অপরূপ
রাজ মনোজ্ঞ মনোভব-বলিনা।
আলস-ধর জন লালস-কর বর
বালিস বিলসত জগত অদৃশ রে।
হরগিরি-খণ্ড অখণ্ড সত্ত দধি-
পিণ্ড গঙ্গ-থির-তরঙ্গ সদৃশ রে ॥

তহি বন্ধুর করবীর কুন্দ কেতকী
কনকাম্বু জাতি কৃত নয়না।
তনু অব যব সব সুমনগণ ঝটিত
অনুভব ন হোই গৌরহরি-শয়না ॥
বুঝি শশিকর পটে বিরচি চিত্র বিহি
মন্দির দেবে দেয়ল বহু যতনে।
নরহরি ভণব সুমতি উরথিত ইহ
রজত-চতুষ্কি জটিত হেম রতনে ॥৮॥

ভারতী ছন্দঃ

শয়ন শেজ সুধঙ্গ পরিসর।
রঙ্গ কর অতি মঞ্জু মৃদুতর ॥
হেরি হিয়মধি হোত বহু ভ্রম।
লসত মন্দির মধ্য অনুপম ॥৯॥

রাগ ললিত

জন-মনময় মদন-ময় মন্দির কোনে গঢ়ল অনুভব নাহি হোই।
রজনীক শেষ অশেষ শোহে তছু লস ন বরণি শকত কবি কোই ॥
দ্বার বেদ বসু বিহিত গবাক্ষ বিরাজত বিহি সম সব সুখকারী।
ললিত লাস্য নব কুঞ্জ কেলি বহু চিত্রিত ভীত ভীত ভ্রমহারী ॥
পরিসর গর্ভ রুচির সুরধনি জনু অনুপম রতন দীপ চহুঁ ওর।
ঊর্দ্ধ অতুল চন্দ্রাতপ তর পরিবর মধ্য লস গৌরকিশোর ॥
তাকর প্রতি অঙ্গকিরণ অদ্ভুত ঝলকত অন্তর বহিরনুপাম।
মন্দির নহ ইহ স্বর্ণপুঞ্জ মণি জটিত সুসম্পুট ভণ ঘনশ্যাম ॥১০॥

তরঙ্গিনী ছন্দঃ

কো বরণব অতি সুচার।
মন্দির ঝলকত অপার ॥
জনু ভূ-ভূষণ বিশেষ।
তত্র শয়ন-সুখ অশেষ ॥১১॥

রঙ্গমালা ছন্দঃ

শেষ রজনী শোভি মলয় মারুত-গতি মন্দ মন্দ
শয়নরগ-বিভোর গৌরচন্দ্র রসিক ইন্দুরে।
মন্মথমদ-ভঙ্গ অঙ্গনাধৃতিহর অঙ্গ রুচির
গন্ধভূরি পূরিত দিশ-নন্দিত প্রিয়বৃন্দরে ॥
নন্দন-বন তেজি মধুপ ধায়ত বহুমত্ত তুরিত
পৈঠত বর মন্দির মধি চঞ্চল ভ্রম ভ্রমতহি।
গুঞ্জত মৃদু মঞ্জুল জনু মঙ্গলময় বাদ্য শুনত
টুটত কছু নিঁদনেত্র মুদ্রিত মন রমত হি ॥১২॥

ললিত রাগ

কুন্দক ঘোরে ভোর শচীনন্দন কো সমুঝব তছু প্রেম-বিলাস।
পুরুব নিকুঞ্জ শয়ন-সুখ নিমগন বোলত আধ আধ মৃদু ভাষ ॥
জাগহু রমণী-শিরোমণি সুন্দরি কতহি ঘুমায়সি রজনীক শেষ।
তব বচনামৃত সীৎকৃতপান বিনু চঞ্চল শ্রবণ রহিত সুখলেশ ॥
মুদ্রিত তেজি তরল নয়নাঞ্চলে ললিত ভঙ্গী করিকর সম মান।
মম মন বঙ্ক নিশঙ্ক কহই তোহে হাসি রতন মোহে দেহহ দান ॥
মঝু অভিলাস সমুঝি উঠি বৈঠহ নিজকরে বেশ বিরচব তোহারী।
ইহ বিধি কত কহত নরহরি পঁহু বহু বিনিদগত কথন বিসারী ॥১৩॥

যথারাগ।

আজু কুঞ্জগত গৌরস্বপনময় ঘুমঘোর কছু বরণি ন যাত।
রাইক রুচির জাগরণ ভঙ্গী সুন্দরশ আশে কহে আতুর বাত ॥ধ্রু॥
এ ধনি রজনী রজনী-কর কুঞ্চিত চক্রবাকী উলসিত পতিসঙ্গ।
প্রেমকর দরশে হসত নলিনীগণ কুমুদে মধুপ মধুলুবধ বিভঙ্গ ॥
নিজ নিজ কাজে পথিক পথগত ইহ সময় সুকুঞ্জে শয়ন অনুচিত।
অলখিত বেগি চলহ নিজ মন্দিরে গুরুজন চতুর চরিত বিপরিত ॥
দারুণ দৈব দুখদ কি করব অব দগধব মঝু অন্তর অবিরাম।
ইহ মৃদু বচনহি শুনত গদাধর জাগি অথির থির করু ঘনশ্যাম ॥১৪॥

চতুষ্পদী ছন্দঃ

সুঘর গদাধর ধৈরজ-ধারী।
শেষ রজনী মন মনহি বিচারী ॥
উঠি বৈঠত হিয় হরষ নিশঙ্ক।
নিরখত গৌর-শয়ন-পরিযঙ্ক ॥১৫॥

চারুমালা

দুগ্ধ-সায়র মধ্য চারু সুমেরুশৃঙ্গ সমান গৌর
কিশোর দেহ সুলেহমণ্ডিত চণ্ডকর-মদ-ভঞ্জনা।
শ্রীগদাধর ধীর পরম উলস অন্তর তরল পুলকিত
হেরি অনিমিখ অক্ষিরঞ্জিত লক্ষস্মর-কৃতগঞ্জনা ॥
মঞ্জু চরণ-সরোজ সেবন করত লঘু লঘু জাগি কিঞ্চিত
গাত্র মোটন বিরমি পহুঁ পুন শয়ন কর উত্তান হি।
ভণত নরহরি সুঠু পুষ্টু অতর্ক্য বক্র কনক লতা জনু
পবন পরশ সুচলিত মৃদু থির থির সুজন কৃত প্রাণহি ॥১৬॥

যথারাগ

অপরূপ পহুঁকর শয়ন-বিলাস।
অলসযুত যুগনেত্র রুচিরতর তারককর কুঞ্চিত পরকাশ ॥ধ্রু॥
রজত পাত্র মধি শোহত জনু জনু তিমির শরদ শশিকিরণ মাঝার।
কুন্দ কুসুম মধি অতসী পুষ্প জনু কর্পূরপুর মধি মৃগমদসার ॥
দুগ্ধসিন্ধুমধি অসিত দীপ জনু নীলমণি মণ্ডপ সিত ক্ষিতি মাঝ।
হরগিরি পর নব মেঘ খণ্ড জনু বিশদ কুমুদমধি মধুপ বিরাজ ॥
নির্ম্মল যশ সুপতাক মধ্য জনু যুবতী-নয়ন অঞ্জন জিতকাম।
পদ্মরাগ মণি আসনে জনু বিলসত রস মধুর ভণত ঘনশ্যাম ॥১৭॥

যথারাগ

কো বরণব বর গৌর সরস উত্তান শয়ন শোভা সুখকারী।
ঝলকত অঙ্গ সুবলিত ললিত থির দামিনীপুঞ্জপুঞ্জ-মদহারী ॥
শরদ সুধাকর-নিকর বিনির্জ্জিত যুবতি বিজয় মুখ মধুরিম জোতি।
শ্রুতি অতি বিমল গণ্ডমণ্ডিত নব কুণ্ডল অতুল জটিত মণি মোতী ॥
বিম্ব অরুণ কর করন বরন ছদ কিঞ্চিদমিলন রুচির রুচিপুর।
বিকসত দন্ত কিরণসিত সুন্দর তারকবৃন্দ কুন্দ রহু দুর ॥
প্রসর বক্ষ পরি হার প্রচুর তহি কর করযুক্ত লসত অনিবার।
নরহরি ভণ অনুভব ন হোত বুঝি মানিনী নিকট করত পরিহার ॥১৮॥

কুমারী ছন্দঃ

আজ-রজনি শেস শয়ন কৌতুক নহি ওর।
জাগত জনু জাগত নহি লাগত সুখ জোর ॥
মঞ্জুল পরিযঙ্ক মধ্য গৌর কনক ধাম।
মন্মথ-মদ-ভঞ্জন তনু চিকণ অনুপাম ॥

অদ্ভুত উহ শোভাচয় লোচন-রুচিকারী।
দরশ হেতু নিজ-জন-মন উতকণ্ঠিত ভারি ॥
জানি সময় সুন্দর খগবৃন্দ মুদিত ভূরি!
সচকিত চিত তেজি অলস বিলসত রসপুরি ॥
হংস সরস সারস সুরসরিত সমীপ তীর।
পক্ষী সনিধ নিধরক করকেযু নিকর কীর ॥
কোকিলকুল আম্র তাম্রচূড় ভূরি বিভোর।
নব্যনীপ বৃক্ষ উপরি লক্ষ লক্ষ মো'র ॥
পরিত শত কপোত পংক্তি উপমা কহুঁ নাহি।
পুঞ্জ পুঞ্জ খঞ্জন বহু মঞ্জু কুঞ্জ মাহি ॥
ইহ বিধি বহু ভাতি কৌন বরণব নহু ওর।
প্রকটিত নিজ নিজ গুণ নরহরি রটতহি থোর ॥১৯॥

মালাচ্ছন্দঃ

শ্রীনবদ্বীপ-পুরবাসী সুখরাশি নর।
ভ্রমর পশুপক্ষ তৃণ তরু বীরুধ আদি কর ॥
গৌরচন্দ্র সুচরিত চিত্ত পরপ্রেমগতি।
পরম অপ্রাকৃত হি প্রাকৃত সমতুল অতি ॥২০॥

ভৈরব রাগ

আজু রজনি শেষ সময় সুখ সমাঝ সাজে।
কিন্নর কুল চুলহতান, কীর নিকর করত গান
কোকিলকুল কলিত ললিত পঞ্চম সুর রাজে ॥ধ্রু॥
বিকসিত নব কুসুম কুঞ্জ, তহি মধুকর পুঞ্জ পুঞ্জ,
গুঞ্জত অতি মঞ্জুল জনু মধুর যন্ত্র বাজে।

ষড়্জ যুগ্মক সুধঙ্গ উঘটত ধিধিকিটি ধিলঙ্গ,
নৃত্যতি শিখী নিরখত সুরনর্ত্তকীগণ লাজে ॥
হংস করত সাধু ধ্বনি ক্রৌঞ্চ ধৈর্য্য তেজত শুনি
অঙ্কুর ছল পুলক বল্লীভর ভূমি নমি তাজে ॥
অদ্ভুত উহ প্রেমে মাতি, লসত বহু (শত) কপোত পাতি
ঘু ঘু ইতি শব্দ ছদ্ম হুঙ্কৃতি ঘন গাজে ।
পবন মিশ সিঙ্গার হার, ধুনত পল্লব রিঝ অপার
কুসুম মিস প্রবাল মোতি ঝীঝ দেত ভ্রাজে ॥
ঝরস ওস-বিন্দু পড়ত, জনু আনন্দ অশ্রু ঝরত,
নরহরি ভণ অনুপম নদীয়াপুর মহিমাঝে ॥১৪॥

মোদক ছন্দঃ

শেষনিশি সময় সু-খগাদি ইহ ভাতি ।
স্বামি-সুখহেতু গুণ প্রসবে রস মাতি ॥
জাগি জাগত নাহি ঘুমি রহু থোর ।
ললিত পরিযঙ্কপরি গৌর চিত-চোর ॥
তাহি পহুঁ ভৃত্য-পালিত সুঘর কীর ।
লসত নব পঞ্জরে মঞ্জুগুণ ধীর ॥
পরম মুদ হৃদয় নরহরিক করি সঙ্গ ।
যত্ন পূর্ব্বক জগাওত নিরখি রঙ্গ ॥১৫॥

রাগ ভৈরব

জাগহ জগজীবন নব নদীয়াপুরচন্দ হে ।
মঙ্গলময় মদন ভূপ গোরোচন রুচির রূপ,
রসময় রস-বিবশ রসিক-ভূষণ রসকন্দ হে ॥

৩ সুন্দরবর কুন্দরদন, রঞ্জন মৃদু মঞ্জু বদন,
চারু চপল লোচন জন-লোচন-মন-ফন্দ হে।

৪ বন্ধুর উর মধুর দাম, চঞ্চল ললনাভিরাম,
ধৃতিভর-হর ধৈর্য্যধাম কাম দলত মন্দ হে ॥

৫ শোভাকর কুটিল কেশ, নিরুপম ধৃত-ললিতবেশ,
ভক্তহৃদয়-সরসি হেম-সরসিজ-কৃতদ্বন্দ্ব হে।

৬ সিংহগ্রীব বিমল কর্ণ তিলকিত চন্দন সুবর্ণ,
মেঘাম্বরধর নটেন্দ্র নন্দিত-প্রিয়বৃন্দ হে ॥

৭ গুণমণি-মন্দির মনোজ্ঞ, গতিজিত-কুঞ্জর কৃতজ্ঞ,
ভব-ভঞ্জন পদ বৃন্দারক-বন্দ্য হে।

৮ নরহরি প্রিয় হিয়াকি বাত, কি কহব কছু কহি ন জাত,
আজু তোহারি শয়ন হেরি লাগত মোহে ধন্দ হে ॥১৬॥

পুনর্যথারাগ

জেজহ শয়ন গৌর গুণ-ধাম।
চান্দ মলিন গত যামিনী যাম ॥
পুরুব দিশা সখি সব ভুলি গেল।
অনুরাগ হি রক্তাম্বরি ভেল ॥
মুদিত কুমুদ তঁহি মধুপ-নিবাস।
বিকসিত কমল চলত তছু পাশ ॥
চক্রবাকী উলসিত পতিসঙ্গ।
নরহরি হেরি হসত বহু রঙ্গ ॥১৭॥

পুনর্যথারাগ

নিশি গত শশিরূপ হরে।
অতিশয় দুঃখে চকোর ফিরে ॥

পতি-বিড়ম্বন লজ্জিত মনে।
লুকাইল তারা গগন-বনে॥
নদীয়ার লোক জাগিল ত্বরা।
তেজিঞা বলি শেজ তেজহ গোরা॥
মোরে না প্রতায় করহ যদি।
তবে পুছহ নরহরির প্রতি॥১৮॥

পুনর্যথারাগ

জাগ জাগ ওহে জীবন গোরা,
জগজন-মন-নয়নচোরা,
না জানিয়ে কিসে হইয়া ভোরা,
ঘুমায়া রয়াছ—বিয়ান বেলে।
আঁখি খুলি দেখ পোহাইল নিশি
জাগিল এ সব পড়স-বাসী
তেজি দুখ সুখ-সায়রে ভাসি
হাসি করে তারা কতেক ছলে॥
আর বলি এই নদিয়া পুরে
কতরূপে সভে প্রশংসা করে,
ধাইয়া আইসে তারা তোমার ঘরে,
ইথে কিছু লাজ না বাস মনে।
একি বিপরীত অলস ধর,
প্রভাত হইলে উঠিতে নার,
বল দেখি রাতে কি কাজ কর,
সুঘর হইয়া এমন কেনে॥
ময়ূর ময়ূরী পৃথক আছে,
কেহো না আইসে কাহারো কাছে,

বিরস হইয়া রৈয়েছে গাছে,
তুমি না দেখিলে না নাচে তারা।

ভ্রমরা ভ্রমরী রুচির কুঞ্জে,
ভুলি না বৈসয়ে কুসুম-পুঞ্জে,
কারে শুনাইব বলি না গুঞ্জে,
ফিরয়ে বিপিনে ব্যাকুল-পারা॥

চকোর ও মুগ্ধ শশির ছান্দে,
রত হৈয়াছিল গগন-চান্দে,
সে হইল ম্লান এ পড়িয়া ধান্দে,
কান্দে অতি দুঃখে বলে কি হবে।

তারে সুখী কর সুখের রাশি,
উঠি আঙ্গিনাতে দাঁড়াও আসি,
নহিলে বিষম মনেতে বাসি,
নরহরি দোষ ধুলে না যাবে॥১৯॥

পুনর্যথারাগ

জাগ জাগ ওহে গৌরশশি কত ঘুম যাও পোহাইল নিশি।
গৃহ পরিহরি তুয়া পরিকর তুরিতে আঙ্গিনা বেড়ল আসি॥

এ সভার মন কারে না দেখি, চান্দ বিনা যেন চকোর পাখি।
তাহে শীঘ্র শেজ তেজি দেখা দিয়া তিরপিত কর তৃষিত আঁখি॥

কি কহব চারু চরিত কথা, নীরব হইয়া আছয়ে এথা।
সুধামাখা মৃদু বচন বারেক শুনাঞা ঘুচাহ হিয়ার বেথা॥
চারি পাশে চাহে চঞ্চল মতি, অতিশয় খিণ বুঝিনু রীতি।
আলিঙ্গন দিয়া দেহ দুখ দূর করি নরহরি-পরাণপতি॥২০॥

পুনর্ধথারাগ

পোহাইল নিশি পাইল পরাণ পরস্পর নারীপুরুষগণে।
তুয়া সুচরিতচয় চারু চিন্তি গৃহকর্ম্ম কারু নাহিক মনে॥
অতি ত্বরাত্বরি তিরপিত হৈতে আইল সকলে তোমার কাছে।
না জাগহ তুমি এ বড় বিষম না জানি কি সুখ ঘুমেতে আছে॥
নদীয়ার যত দ্বিজ নিজ কাজে সুরধনী-তীরে চলিল ধাঞা।
তারা পরস্পর করে হাসি দেখ নিমাই পণ্ডিত রৈয়াছে শুয়া॥
তাহে বলি শেজ তেজি প্রাতঃক্রিয়া কর ওহে গোরাগুণের মণি।
নহে তুয়া অপযশ সবে গাবে পাবে লাজ নরহরি তা শুনি॥২১॥

পুনর্ধথারাগ

উঠ উঠ আজু একি অদভুত ঘুম ঘুমায়াছ চতুর ওহে।
এরূপ কখন না দেখি যে তুয়া রীতি আর কত বুঝাব তোহে॥
এ সময়ে এত অলসে কি সুখ আনে হাসি করে তোমার কাজে।
পূরবের মত হইলে এখন জাগাতে না হৈতো পালাইতে লাজে॥
তেমতি তোমার গদাধর নরহরি আদি সব আছয়ে শুয়া।
সে সকল ভয় নাহি তেজি ভাল নহিলে পালাইত তোমারে থুয়া॥
কি বলিব নিজ প্রিয়গণে লৈয়া শুয়া থাক ইথে কিসের যাবে।
বেলাধিক হৈলে নরহরি প্রতি পাছে কিছু দোষ দিতে না পাবে॥২২॥

পুনর্ধথারাগ

জাগহ জন-মন-চোর চতুরবর সুন্দর নদীয়া-নগর-বিহারী।
রাধা রমণী-শিরোমণি রসবতী তাকর হৃদয়-রতন-রুচিকারী॥
কি কহব পুন পুন নিশি ভেল ভোর।
কৈছন অলস কিছুই নাহি সমুঝিয়ে হৃদয়ে সন্দেহ রহত বহু মোর॥ধ্রু॥

ব্রজপুর চারু চরিত গুণ শুনইতে ভোজন শয়ন করহি নাহি ভায়।
ভণইতে দিবস রজনি বহি যাওহে তাকে কৈছে অব ঘুম সোহায়॥
প্রাণ অধিক করি মানহ অনুখণ নিরুপম সংকীর্ত্তনসুখকন্দ।
তা বিনু পলক কলপ সম অনুভব ইথে নরহরি চিতে লাগয়ে ধন্দ॥২৩॥

মঞ্জুমুখী ছন্দঃ

কীর অতি সুন্দর বহু কহল ইহ ভাতি;
নিঁদগত গৌর কছু শুনল রস মাতি॥
তুখিত পরিষঙ্ক লখি অখিল সুখকারী।
যোড়ি তনু মোরি রহ ছোড়ি নাহি পারি॥২৪॥

যথারাগ

অলস অবশ পহুঁ রসিক-শিরোমণি কহত স্বপনসম রসময় বাত।
রাধারমণ-দরশরস বিরহিত জর জর জীউ জীউ জরি যাত॥
শুনহ গৌরি হরিদাস ধনঞ্জয় সঞ্জয় বিজয় মুকুন্দ মুরারি।
মাধব বাসুদেব পুরুষোত্তম শ্রীধর কৃষ্ণদাস সুখকারি॥
শ্রীনিধি মধুসূদন বক্রেশ্বর সত্যরাজ কবিচন্দ্র সুধীর।
শঙ্কর গরুড় ভাগবত নন্দন চন্দ্রশেখর সারঙ্গ গভীর॥
শুক্লাম্বর যদুনাথ নকুল বনমালি মহেশ শ্রীনিধি গুণধাম।
বিহি অতি সদয় সমুঝি মঝু অন্তর তুয়া সব সঙ্গ দেয়ল অবিরাম॥
তাহে মানি মম বিনতি বাণী উহ ব্রজজন-চারুচরিত-রসপুর।
মধুর রাগ পরভাগ গাই ইহ দারুণ হৃদয়-তাপ কর দূর॥
মরমক বাত বেকত কত করব এ প্রবল খলহ রিপু করল অধীন।
ধরিনু দেহ বিফল কছু না বুঝলু হোয়লু প্রেমভকতি পথহীন॥
পুন কর যোড়ি কহিয়ে সুখসঞে সভে পুরহ নিজ জন মন অভিলাষ।
জনম জনম অবিরোধে হইয়ে জনু গোপীপতিক পদপঙ্কজ-দাস॥

ঐছন বচন ভণত পুন কিঞ্চিত ঘুমে নীরব ভেল দ্বিজকুল-ভূপ।
নরহরি ধন্দ ন বরণে শকত কছু সুরগণ-দুলহ সুচরিত অনূপ ॥২৫॥

চতুষ্পদী ছন্দঃ

লীলা ললিত কোন কহু ওর।
শুতি রহল যব গৌরকিশোর ॥
নরহরি নিরত করই অভিলাস।
হেরব কব নিশিশেষ-বিলাস ॥২৬॥

ইতি শ্রীশ্রীগৌরচরিত্র-চিন্তামণৌ নিশান্তকালীয়চরিত্র-বর্ণনে শয়নবিলাস-বর্ণনং নাম দ্বিতীয়ঃ কিরণঃ।

অথ প্রাতকালীয় চরিত্র—

কমলা ছন্দঃ

গৌর শশী রসিকবর সুঘর শির মোর।
শেষনিশি সময় সুখ-শয়ন রস-ভোর ॥
রুচির পরিযঙ্ক পরি পরম রুচিধাম।
সব সরস অলসযুত লসত অনুপাম ॥
চরিতচয় চারু অতি অতুল ঘুম ঘোর।
স্বপন সম ভণত বহু বচন নহু ওর ॥
কো কবি বিরচব সো সব অমিয় ধার।
শ্রবণ ভরি পরিকর সুপিবই অনিবার ॥
তেজি নিজ নিজ শয়ন শেজ বহুরঙ্গ।
বিপুল নব পুলক-কুল-বলিত প্রতি-অঙ্গ ॥
রস-পর বিহসি ভাষ মধুরতর বাত।
দাস নরহরি পর্য্যঙ্ক শয়ন যব যাত ॥১॥

কমলা ছন্দঃ

গৌর-পরিকর পরম রসিক সুঘর শিরোমণি ধীর ।
কোন সমুঝব ভাব উহ নবরঙ্গ হৃদয় অধীর ॥
গমন মন্দ আনন্দ মন্দির নিয়রে সব উপনীত ।
ঠাট বহু শুভ ভীত কৃত অবলম্ব অনুপম রীত ॥
করি সুভঙ্গি গবাক্ষ পরি ধরি অক্ষি অধি উচ্ছাহ ॥
শেজ বিলসত গৌর রূপ-সমুদ্র করু অবগাহ ॥
তুরিত তনু নিরমঞ্ছি মন-অভিলাষ বহু নহু ওর ।
পরসপর পুন ভণত কছু নরহরি সুকৌতুক-ভোর ॥২॥

কুমারী ছন্দঃ (কোপ্যাহ)

(প্রত্যুন গোঁসাইর)

পঞ্চ পঞ্চ সুন্দর বর গৌর নবকিশোর ।
মন্মথ-মদ-ভঞ্জন যুবতি-চিত-চোর ॥
বিদ্যুত-থির শোণ কেতকী চম্পক ভূপ ।
মর্দ্দিত ঘন কুঙ্কুম কনকাচল জিনি রূপ ॥
অঙ্গ বলনি অদ্ভুত রস রমই ভঙ্গি ভারী ।
বিবিধ রত্নভূষণ-ভর-ভূষিত ধৃতিহারী ॥
কঞ্জ-পুঞ্জ গঞ্জই মুখ মঞ্জু মধুর জ্যোতি ।
ওষ্ঠ অধর বিম্বদমন কুন্দ-রদন মোতি ॥
স্বক্কণি অনুপাম চিবুক চারু তৎ প্রকাশ।
কুণ্ডল ফুল-মণ্ডিত শ্রুতি গণ্ড সদ্বিলাস ॥
নাসা লস ললিত নেত্র প্রবর তরুণি-রাম * ।
ভুরু ভুজঙ্গ ভ্রমর ভাল ভ্রাজত ছবিধাম
চন্দ্রসদৃশ চন্দন-তিলকালকা উজোর ।
কেশ কেশ-দুলভ নব বেশ শিথিল গোর ॥

---

* বরুনিবাস, অরুণিরাম (?)

ত্রিবলি-বলিত কণ্ঠ উন্নত অংশ সুভগ ভূরি।
বাহু বিপুল অর্গল গজ-শুণ্ড-দরপ দূরী॥
অতি অলক্ষ্য লক্ষণযুত বক্ষ পরম পীন।
নাভি গভীর কৃশ কটিতট নীলবসন পীন॥
জঙ্ঘা জনু জনিতশোভ রম্ভা গত-গর্ব্ব।
নিন্দি হেম সম্পুট গঠনাদ্ভুত উরু পর্ব্ব॥
মৃদুতর-যুগ গুল্‌ফ পার্ষ্ণি শোভাধিক ভেল।
পদতল থলপদ্ম তরুণ অরুণোদয় কেল॥
ঝলমল নখ-তারক মণিদর্পণ-সম সাজ।
নরহরি নিরমঞ্ছন নিতি ধ্যায়ত হৃদি মাঝ॥৩॥

কোপি চ—বিভাষ রাগেণ

মরি মরি গৌর-মূরতি অপরূপ।
ভুবন-বিমোহন মনমথ-ভূপ॥
কি করব অগণিত নয়ন না ভেল।
দারুণ দৈব দরশে দুখ দেল॥
রাখি হৃদয়ে ভরি ইহ অভিলাষ।
অমূল রতন সম না করি প্রকাশ॥
কোনে গঢ়ল তনু-বলনি সুঠাম।
মঝু সরবস এ জগতে অনুপাম॥
অনুদিন রজনী-শেষে হাম পেখি।
ঐছন শয়ন কবহুঁ নাহি দেখি॥
তাহে বুঝলু নব ঘুম বিরাজ।
নরহরি ইথে কি জাগাওব আজ॥৪॥

(কোপিচ—ভৈরব রাগ*)

ধনি ধনি আজু রজনী ধনি লেখি।
সংকীর্ত্তন-রসলম্পট পহুঁকর ঐছন শয়ন কবহি নাহি দেখি ॥ধ্রু॥
যো নিজ পুরুব ভাবভরে উনমত অনুখন ভণই সুব্রজপুর বাত।
লোচন পলক অলপ নাহি লাগত যামিনী জাগি করই পরভাত ॥
সো অব অতুল নীদগত অতিশয় জাগব কিএ অরু অধিক বিলাস।
অদ্ভুত ঘুমক রীত স্বপন সম অমিয় সদৃশ করু বচন প্রকাশ ॥
নিশি চলি যাও প্রাত ভেল উপনীত তবহি ন জাগত নদীয়াবিহারী।
বুঝব কি নরহরি নাথ চরিত ইহ ঘুমক জাগব বলি নাহি পারি ॥৫॥

কোপিচ—রাগ ললিত

পেখহ অপরূপ পঁহুক বিলাস।
শয়ন সুছন্দ অমন্দ মধুর উপজাওত তনমন-নয়ন-উলাস ॥ধ্রু॥
যাকর তনুরুচি কিঞ্চিত স্ফুর হিয়ে নহ পরকাশ যতন কত ভাঁতি।
সো রুচিপুঞ্জ স্ফুরতি ইহ মন্দিরমাঝ ঝলকে জিনি দিনকর-পাঁতি ॥
মুনিগণ হৃদয়-সুতলপে কলপয়িতে করু কত কলপ কলপ ভরি যাগ।
তাকর দুলভ সুলভ এ তলপ পরিকলপন কবি কি রচব তছু ভাগ ॥
যিহি ভব-বচনে হরষ নহ অব নব পিঞ্জরে শুক বহু ভণ শুনি প্রীত।
নরহরি নাথ গুপত কত করব সুপ্রকট হোত উহ পুরুবক রীত ॥৬॥

কোপিচ—রাগ ললিত

হের চায়া দেখ গৌরাঙ্গ পানে।
এরূপ শয়ন কেবা বা জানে ॥
কিবা কর-পদ-ভঙ্গিমা খানি।
ঘুমে কি এরূপ কভু না জানি ॥

---

* আগরতলা পুস্তকে এই পদটি নাই।

লোচন সুভাঁতি ভঙ্গিমা তাহে।
অলসে এমতি হইবে কাহে॥
মুখ-শশি-শোভা অধিক হেন।
মৃদু হাসি সুধা খসিছে যেন॥
নিদ অনিদ না চিনিতে পারি।
মনে যাহা তাহা কহিতে নারি॥
নরহরি ইথে কত বা কবে।
বুঝি জাগাইতে বিষম হবে॥৭॥

কোপিচ—রাগ ললিত

শুন শুন ওহে কিছু না বুঝিয়ে কি রসে হৈয়াছে ভোরা।
নিশি ভোর তনু ঘুমায়া রৈয়াছে ভুবন-মোহন গোরা॥
আর দেখ গদাধর আঁখি দিয়া গৌরাঙ্গচান্দের মুখে।
চরণ-নিকটে বসি হাসি হাসি চরণ চাপয়ে সুখে॥
নরহরি সুখ-সায়রেতে ভাসে চাহিয়া গৌরাঙ্গ-পানে।
অপরূপ ভঙ্গি করি কিবা কথা কহে গদাধর-কাণে॥
কেহ কেহ ঢুলি পড়ে গোরা-রসে মাতিয়া হৈয়াছে ধন্দ।
নরহরি প্রাণনাথে জাগাইতে কেহ করে অনুবন্ধ॥৮॥

যথারাগ

গৌরাঙ্গ চান্দের রজনি-শয়ন।
হেরি হেরি সভে জুড়ায় নয়ন॥
পরস্পর অতি আনন্দ হৃদয়।
কত ভাঁতি কথা কৌতুকে কহয়॥
তাহা কি রচিতে পারে কবিজন।
অনুপম গৌরাঙ্গের গুণগণ॥

পুনপুন নিরীখয়ে আঁখি ভরি।
নরহরি পহুঁ শয়ন-মাধুরী ॥৯॥

যথারাগ

শুতি রহুঁ সুন্দর গৌরকিশোর।
দিনকর পূরব দিশাগত গতি পর জাগত জন যামিনী ভেল ভোর ॥ধ্রু॥
কোউ মধুরতর পদ্য পদ্য করু পাঠ নিরত পরমাদ্ভুতরীত।
কোউ যন্ত্রকুল-মিলিত সুগাওত পহুঁ কর প্রীতি-চরিতময় গীত ॥
কোউ রুচির রচনা করু নিয়মিত উচরত নাম উচ্চ করি কোর।
কোউ বৈষ্ণব-কৃত মাতি ভক্তিরসে শবদ ঘটাপটতর নাহি হোয় ॥
গরজত গাভী লেই ভর আতুর নিজ নিজ বতস পিয়াঅন লাগি।
তাকর শবদ শুনত অতি তুরিত হি শেজ উপরি পহুঁ বৈঠল জাগি ॥
পুন তনু মোড়ি চারু কর যুগে যুগ লোচন ঝাঁপি জিম্ভাঅত থোর।
মন্দির তেজি চলত চিত চঞ্চল মাগত ঘন ঘন ছাঁদন ডোর ॥
নিরখি গৌরিদাসাদিক জনে জনে পূরব নাম লই বদত উলাস।
নরহরি ভণ সুচরিত্র চিত্র ইহ ঘুম ঘোর কি এ প্রেমবিলাস ॥১০॥

যথারাগ

গুণমণি গৌরচন্দ্র দ্বিজরাজ।
অপরূপ পূরব ভাব পরকাশত, হরখিত হিয় পুন উপজত লাজ ॥ধ্রু॥
মৃদু মৃদু হাসি বদনকু সঙ্গ চায়ত ভঙ্গি অনুপম মহি বিসাই।
পরম অমৃতময় বাত কহত কত গুপত করত শত ছরি চতুরাই ॥
লোচন-কমল অগোল লগিত অতি ভূমি নিরখি রহু অবনত মাথ।
প্রিয়জন-মন হরি লেত নিত নব শোভা অধিক বরণি নাহি জাত ॥

শিথিল সুকেশ বেশ বসন স্রজ ছুটি পড়ত মৃদু গমনক বেরি।
তুরিত হি পাদপীঠ পরি বৈঠল নরহরি দীঠ সফল ভেল হেরি ॥১১॥

যথারাগ

পেখহ গৌরচন্দ্র অপরূপ।
ঝলমল ললিত সুরতন পীঠ পরি বিলসত নিরুপম মনমথ-ভূপ ॥
সুরগিরি-শিখর-দর-হর বরতনু তেজ প্রবল ত্রিভুবন ভরি পূর।
নিজজন-হৃদয় উদয় করু অবিরত রবিশশিকোটি-গরব করু চুর ॥
মৃদু মৃদু হাস মিলিত মুখ মঞ্জুল বিকসিত কঞ্জ-বিপিন নহ তুল।
ঘুম ঘোরে ঢুলু ঢুলত অরুণ দিঠি নাশত যুবতি-লাজভয়-কুল ॥
শিথিল কেশ তহি গিরত কুন্দ জনু গগন তেজি উড়ু পড়ু খিতি মাহি।
কো কবি রচব ভঙ্গি অতি অদভুত নরহরি নিরমঞ্ছন বহু তাহি ॥১২॥

প্রভাকর ছন্দঃ

বৈঠল পাদপীঠ-পর সুন্দর।
জনু অমরাবতীমধ্য পুরন্দর ॥
হেরব নরহরি গৌরচন্দ্র কব।
মেটব হৃদয়ক তিমির তাপ সব ॥১৩॥

ইতি শ্রীমদ্গৌরচরিত্র চিন্তামণৌ প্রাতঃকালীয়-চরিত্র বর্ণনে শয্যোত্থান-বর্ণনং নাম তৃতীয়ঃ কিরণঃ ॥৩॥

পুনঃ প্রাতঃকালে নিজাঙ্গনোপবিষ্টস্য সৌন্দর্যাদি-বর্ণনং—

চতুর্ভঙ্গী ছন্দঃ

আজু নিশি ভোর অতি জোর কৌতুক নব্য ভবন-সম পরম রমণীয় পরিপাটি তহ্যা বিলসবিপুল পরিকর-ঘটা। শ্রীগদাধর পণ্ডিত শ্রীনিবাস

হরিদাস রঘুনন্দন মুকুন্দ নরহরি গদাধর পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি শ্রীগর্ভ বিজয় রবি-করচ্ছটা ॥ শ্রীমান্ পণ্ডিত হিরণ্য জগদীশ বক্রেশ্বর শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত বাসুদেব দত্তাচার্য্য ভাগবত সঞ্জয় ধনঞ্জয় জগন্নাথ জগত-বিদিতা। শ্রীচন্দ্রশেখর পুরন্দর সদাশিব শ্রীমান সেন শুক্লাম্বর শ্রীধর শ্রীকৃষ্ণদাস পণ্ডিত ভগবান্ পুরুষোত্তম মুরারি গুপ্ত প্রচুর প্রেম-মুদিতা ॥ শ্রীলবনমালী পণ্ডিত গরুড় বুদ্ধিমৎখান, গোবিন্দ গঙ্গাদাস নন্দন নারায়ণ শিবানন্দ নন্দনাচার্য্য রত্ন শ্রীমুকুন্দ দত্ত শ্রীকরা। শ্রীসত্যরাজ রামানন্দ, রাম বিদ্যানন্দ শঙ্কর শ্রীল যদুনাথ বাণীনাথ মিশ্র মধুসূদন জগন্নাথ আচার্য্য গৌরসেবন-তৎপরা ॥ শ্রীল কবিচন্দ্র ষষ্ঠীবর জগন্নাথ মিশ্র গোপীকান্ত পণ্ডিত মহেশ গোবিন্দ মাধব বাসুদেব ঈশান গোপাল সারঙ্গদাসাভিরামা। শ্রীনাথ রামদাস শ্রীশুভানন্দ কৃষ্ণদাস শ্রীনিধি শ্রীজগন্নাথ দাস কাশীশ্বর শ্রীগোপীনাথাদি ভণ ঘনশ্যাম শোভানুপামা ॥১॥

ললিত রাগ

শ্রীশচী-ভবনে অধিক সুখ আজ।
অনুপম পাদপীঠ পরি বিলসত সুন্দর গৌরচন্দ্র দ্বিজরাজ ॥ধ্রু॥
পহুঁ চহুদিশ প্রিয় পরিকর-মণ্ডল মণ্ডলী অতি অপরূপ রুচিকারী।
জনু সুমেরুগিরি বেষ্টিত সুরগণ শোভা শেষ বরণি নাহি পারি ॥
কাহুক করে কর করি অবলম্বন চিত্রক পুতরি সদৃশ রহু কোয়।
কাহুক বসন খসত নাহি সম্বরু কৈছন ভাব ন অনুভব হোয় ॥
কোই সচকিত শেজ তেজি উপনীত ঘুম ঘোরে ঢুলু ঢুলই নয়ান।
নরহরি ভণ উহ মুখ পঙ্কজ-মধুপানে মত্ত মধুকর অনুমান ॥২॥

যথারাগ

আজু আনন্দ পরভাত শচী-অঙ্গনহি ভক্ত নহ নেহ নবরঙ্গ বহু ভাঁতি রে।
কোউ আও যাত কোউ গাওত ললিত রাগ অদ্ভুত নিরত কিরত রসমাতি রে।
কোউ কাহুক কর্ণ লাগি কহু বচন মৃদু পড়ত হসি হসি তনু ন জাত ধরণে।
কোউ কাহুক পকারি করত আলিঙ্গন হি কোউ পরণাম করু কাহু চরণে॥
কোউ কাহুক পুছত রজনী-মঙ্গল কোউ কহত অব মঙ্গল সুপহুঁক দরশে।
কোউ কাহুক কহত ধন্য তুহু ধন্য তুহু দুখ মিটল তব অঙ্গ-পবন-পরশে
কোউ নব পদ্য গদ্যাদি উচ্চার করু কোউ ফুতকারি তৃণ ধরত বদনে।
পরিকর অসংখ্য অতি জনু সুউথলল সিন্ধু নরহরি কি রচব ইহ এক বদনে॥৩॥

যথারাগ

কি কহব আজুক অপরূপ রঙ্গ।
পরিসর অঙ্গনমধ্য গৌরহরি প্রিয় পরিকরগণ লসত অভঙ্গ।ধ্রু॥
উড়ুগণ-বিহীন বিমল আকাশ কিয়ে উড়ুপতিবৃন্দ বিমল পরকাশ।
জগত তাপত্রয় ঘোর কঠিনতম তম নিশ্চয় বুঝি করব বিনাশ॥
ভব-ভয়-ভর-হর রঙ্গ-ভূমি কিয়ে প্রবল মল্লকুল ললিত সমাজ।
পহুঁ-পদ-বিমুখ অসুর অতিদুর্জ্জয় জয় করি বুঝি সাধব নিজ কাজ॥
বাঁধ করি রহিত বিহিত খেত কিয়ে প্রকট কলপতরু প্রফুল্লিত হোই।
বিতরব অতুল অমূল ফল নরহরি ভণ বুঝি বঞ্চিত না রহব কোই॥৪॥

ত্রিবিক্রম ছন্দঃ

চারু অঙ্গন বিহিত প্রসর পরিমাণ মানব তহি অসংখ্য গত তদপি বহ বিরল দুর্লক্ষ্য শক্তি প্রকাশাক্ত-সুষমা। গৌর শোভা ভূরি নিবিড় বান্ধব ধর ন নিরত বর বরমদানন্দ রস রসিকজন জনিত উল্লাস বহল

সদনুপমা ॥ ভাব উপজত কতহি ভাঁতি ধৃতি-ধরণ অসমর্থ অতিমত্ত অনিবার বারণ-তুলা করু মনোরথ বিবিধ কৌন বরণে। দণ্ড-বিরহিত খণ্ড-সদৃশ চণ্ডপ্রবর ভণ্ড নরহরি কি ভণব প্রচুর চাহ বহু রুচির উহ সময় উহ ধ্যান ধরণে ॥৫॥

সুধামুখী ছন্দঃ

শচী-অঙ্গন-অলিন্দ। তন্মধ্য প্রিয়-বৃন্দ ॥
বিলসত অধিকরঙ্গ। জন-ধৈর্য্য করু ভঙ্গ ॥৬॥

চিত্রা ছন্দঃ

পহুঁ শ্রীল নিত্যানন্দ চন্দ্র আনন্দ-কন্দ প্রচুর ধন্দহারক কঞ্জনেত্র সুরবৃন্দ বন্দ্য প্রবর ধীর বিদিতা। প্রিয়ভক্ত-মণ্ডলমণ্ডলী মধ্য গৌরগোবিন্দ মুখচন্দ্র অবলোকি লুব্ধাতিশয় হসত মৃদু মন্দমন্দাতিমুদিতা ॥ হরষ মেহ শুভ গেহ উহ নেহযুত সেহ নব পুলক পরিপূর্ণ চেষ্টাদ্ভুত সুহস্ত বিক্ষেপ কুরুখে। লস কসিত দশবাণ সুসুবর্ণ-প্রতিমাসদৃশ ঠাট বহু গাঢ় অনুরাগ ডগমগ জোর বরণব কি তুচ্ছ ঘনশ্যাম মুরুখে ॥৭॥

বেলাবলী

নিত্যানন্দ হরষ হিয় মাহ।
অনুজ নিহারি বিসারি সকল উহ শোভা-সায়রে করু অবগাহ ॥ধ্রু॥
মনহি বিচার করত হাম পূরবহি পেখনু অপরূপ শ্যামর দেহ।
তদধিক চিত হরি লেত গৌরতনু কি বুঝব অতয়ে গূঢ় রস এহ ॥
এ অতি দুলহ অবহুঁ কোউ ভাতিক করি প্রসন্ন বরণে অবমাগি।
কবহু ন হই বিচ্ছেদ সতত মম লোচনযুগে জনু রহে ইহ লাগি ॥

ঐছে আশ কত উপজত অন্তরে প্রেমক গতি অতুল অপার।
চাহত বিহিক নয়ন-ময় তনু পুন আতুর নরহরি পহুঁ অনিবার ॥৮॥

বেলোয়ার

ভাইক ভাবে মত্ত গতি-বিরহিত পদ্মাবতী-সুত অতিশয় ধীর।
ঘন ঘন কম্পত জনু শম্পাবলী লসত পুলককুল ললিত শরীর ॥
ছুটি পড়ত উর-হার চারু কত ভূষণ বসন ন সম্বরু তায়।
গৌর-বরণ-বরতস্কর অলখিত বুঝি তুরিত হি সব লেত চুরায় ॥
উপজত কত আনন্দ চিত্তমধি ঝরঝর ঝরত সুলোচন লোর।
ও মুখচন্দ-সুধাতি পান করি বমন করত বুঝি লুবধ চকোর ॥
অঙ্গুরি পর ভর করি রহু ঠাড়হি উর্দ্ধ করত করযুগ অনুপাম।
কনক-ধরাধর ধরণী ত্যজি বুঝি গগন গমন করু ভণ ঘনশ্যাম ॥৯॥

বেলোয়ার

অপরূপ প্রেম বলিহারী।
গরগর অন্তর তরল অঙ্গ গতি অথির চরণ ধৃতি ধরণ ন পারি ॥
দূরহি দূর অবলোকি তুরিত গতি আওল নিয়ড়ে সুঘর অভিরাম।
অধিক অবশ বশ নাহি বসন পরি তাকর কন্ধে ধরল কর বাম ॥
গৌরচন্দ্র-মুখচন্দ নিরখি ঘন হাসত মৃদু মৃদু অধর উজোর।
অনুপম ভঙ্গি ভূরি শোভা শেষ শারদ বরণ শকত নাহি থোর ॥
ইহ নিতাই বিহু গৌর বিমল পদপদ্ম পাওব বলি যো করু আশ।
সো ত্রিজগতমধি মুরুখ এক সব বিফল নিচয় ভণ নরহরি দাস ॥১০॥

রাগ বেলোয়ার

বিলসে নিতাই-চাঁদ রস-ভূপ।
অরুণমিলিত-কনকাচল-কুমকুমপুঞ্জ গঞ্জি জগ-বঞ্চন রূপ ॥ধ্রু॥

ঝলমল অঙ্গ বলনি অতি অদভুত কোমল শিরীষ কুসুম বহু দূর।
কুলবতী-যুবতী-ধরম-ভয়-ভঞ্জন তনু-সৌরভ দশ দিশ ভরি পুর ॥
মধুরিম অধরে মধুর মৃদু হাসনি বরিখে সুধা বিধুবদন উজোর।
মোতিমদাম-দমন দ্যুতি দশনক বসন সুরুচির চিবুক চিতচোর ॥
বিমল বিশাল কমলদল-লোচন ডগমগ রঙ্গে ভঙ্গি কত ভাঁতি।
বঙ্কুর ভুরুবর বক্র অতনুধনু নিন্দই ভুজগ-ভৃঙ্গকুলপাঁতি ॥
তিলকিত ভাল চপল শ্রুতি-কুণ্ডল নাসা গরুড়-চঞ্চু রুচিকারী।
সুগঠন গণ্ড গীম গরবিত গুরু ভুজযুগ দ্বিরদ-শুণ্ড-মদহারী ॥
ত্রিভুবন-বিজয় বক্ষবর পরিসর কঠিন কপাট কি পটতর হোয়।
নাভি-সরসি শৈবাল-লোম লস ত্রিবলি ত্রিবেণী কো ধরু ধৃতি যোয় ॥
ধৈরজ ধরি কো সিরজল সুন্দর কেশরী-গরব-খরব কটি খীণ।
জনমন-নয়ন লোভায়ত অপরূপ পহিরণ নীল বসন অতি চীন ॥
পীন জংঘ-যুগ মৃদুল সুশোভিত গুরু উরু গর্ব্ব সুথল পরকাশ।
রাতুল চরণ চারু নখ-কিরণ এ নরহরি হৃদয়ক তম করু নাশ ॥১১॥

পুনঃ বেলোয়ার

রজনী প্রভাত প্রভাকর সম অদ্বৈত মহাশয় পরম উলাস।
করত কক্ষযুগ-বাদ্য নিরন্তর নিরখি গৌর-মুখচন্দ প্রকাশ ॥
তুন্দিল দেহ দিশা জয়কৃত অতিশোভিত তহি নব পুলক বিরাজ।
ইতি উতি করত গতাগতি অদভুত অধিক মত্ত জিতি কুঞ্জররাজ ॥
লহু লহু হসত লসত দশনাবলী শ্বেত কিরণ নিকসত অনিবার।
অপরূপ কুন্দকুসুম চহু দিশ বুঝি বরখত সুঘর লোভ রিঝ আর ॥
টলমল নয়নযুগল-জল ছলছল চলত চারু বারণ নাহি মানি।
মুক্তাদাম-সদৃশ করু ঝলমল নরহরি পহুক পরাখব জানি ॥১২॥

যথারাগ

সীতাপতি অতিশয় সুখে ভোর।
মনহি বিচার করত মৃদু হসি ঐছে মদন-মদ ন রহল থোর। ধ্রু॥
অতি অপরূপ ইহ গৌর বরণ বর মাদক অমৃত অলপ করি পান।
মাতল ত্রিজগত সকল বিসারল সার করল শচীতনয় পরাণ॥
জনমন-প্রবলতাপ-তম-হারণ করুণালয় সুপারিষদ চন্দ।
দুঃখ-শবদ মহি হোত শ্রবণ-গত ভরল ভুবনমধি অধিক আনন্দ॥
মিটল হরষ বিপরীত ভেল অব পরিকর সহ কুণ্ঠিত কলি পাপ।
হরি হরি কো অধিকার হীন করু নরহরি ভণ পহুঁ তব পরতাপ ॥১৩॥

যথারাগ

অচ্যুত-জনক অনাশ্রয় জগমধি বিদিত উদার দীন-দুখহারী।
করতহি কত কত মনহি মনোরথ অথির হোত পুন রহত সম্ভারী॥
প্রবল লোভ রঙ্গসন নিঃশঙ্কহি রজনীক বেশ সহিত দ্বিজরাজ।
লোচন-পন্থে লেই বহু যতন হি বৈঠায়ল হিয়-আসন মাঝ॥
ভাব-কদম্ব-কুসুম দেই পূজত তনু মন নিরমঞ্ছন করু তায়।
জয় জয় শব্দ উচরি অলখিত মৃদু নাচত জন-মন লেত চোরায়॥
খণে খণে জিতলু জিতলু বলি প্রফুলিত আপহি আপ সরস রস ভোর।
অনুপম ভঙ্গী নিরখি নরহরি হরিদাস আদি সুখ কো কহু ওর ॥১৪॥

যথারাগ

পেখলু পঁহু অদ্বৈত-মুরতিবর কো নিরজল কছু বুঝন ন গেল।
চম্পক-শোণ-কুসুম-চয় কি এ প্রতি অঙ্গে অনঙ্গ শরণ বুঝি নেল॥
বিকসিত-পঙ্কজবিপিন-মদ-ভঞ্জন মঞ্জু বদন মৃদু মধুরিম হাস।
অবর সুবঙ্গ রঙ্গ কর নিরুপম কনক জ্যোতি অতুল পরকাশ॥

লোচন বিমল বিশাল সুরসময় ভঙ্গি ভুবন-জয় ভুরু রুচিকারী।
নাসা সরস ভাল ললিত শ্রুতি গণ্ড কনক-মুকুর-দরপ-হারী ॥
সুগঠন কণ্ঠ কম্বুসম সুন্দর ভুজযুগ জানু-বিলম্বিত চারু।
ঝলমল পীন বক্ষ পরিসর হেরি ধৈরজ ধরইতে শকতি ন কারু॥
অপরূপ নাভি গভীর সুতনুরুহ কপূর-বল্লী জনু শোভত অশেষ।
চীন বসন পহিরণ সুরীতি অতি বিলসিত সিংহ-দমন কটিদেশ।
উলট কদল উরু পরম মনোহর সুখদ সুগুল্‌ফ যুগল অনুপাম।
পদতল অরুণ কমল ফুলদল লয়ে নখমণি কিরণ নিছনি ঘনশ্যাম ॥১৫॥

রঙ্গমালা ছন্দঃ

গৌরচন্দ্র-সমীপ শোভিতাদ্ভুত সুখকন্দ মাধবাত্মজ-
রুচি রুচির কিঞ্চিদপি বরণি ন জাত রে।
সুন্দর বর ভঙ্গী ভুবন-মাদক নিশি বেশ বিমল
ঝলমল পুলকালি শিরীষ কুসুম গাত রে॥
আলসযুত কিঞ্চিদরুণ নয়নাম্বুজ মঞ্জুবদন
রদনচ্ছদ স্বচ্ছ নিরত জনু মৃদু মুসিকাত রে।
ভ্রাজত সরসাংশুক ঘন কুন্তলকুল অল্প শিথিল
শিথিলীকৃত ধৃতি নরহরি ধায়ত নিত প্রাত রে ॥১৬॥

যথারাগ

গদাধর পরম সুঘর রসধাম।
রুচির গৌর-তনু তনু-রুচি রুচিকর তছু নিরমঞ্ছন করু কত কাম ॥ধ্রু
ও মুখ-কমল কমলবন-বিজিত সুচারু মরন্দ-সদৃশ মৃদুহাস।
ঘন ঘন নয়ন-চকোর ভরি ভরি পরি পীয়ত তিয়মনি অধিক উলাস॥
ও মৃদু মধুর বচন-রচনা নব নিন্দিত জগ-বশীকরণ সুমন্ত্র।
শুনত লুব্ধ শ্রুতি শ্রুতি বাঞ্ছিত বহু বিসরিত বেদ শ্রবণ শ্রুতিতন্ত্র॥

পুরুব চরিত চিত চিন্তি অথির ধৃতি-গতি বিরহিত অতিশয় সুখে ভাসি।
ভূরে রহু হেম প্রেম নিরুপম বর নরহরি গুপত বেকত হেরি হাসি ॥১৭॥

যথারাগ

শ্রীনরহরি সুচতুর-কুলরাজ।

মাধব-তনয়ক নিয়ড়ে বিরাজত ভঙ্গী সুসদৃশ অদৃশ জগমাঝ ॥ধ্রু॥
গৌর-বদনবিধু মধুর হাসযুত তহি যুগল নয়ন সঁপি বহু রঙ্গ।
নাসা তন্থ-সৌরভে সুকর্ণ বচনামৃত-শ্রবণে চাহ নহ ভঙ্গ ॥
পরম রুচির নিশি-বেশ শিথিল ঘন নিরখত হিয়মধি অধিক উলাস।
প্রেমক গতি অতিচিত্র ন অনুভব মানি পুরুব ব্রজবিপিন-বিলাস ॥
ধৈরজ ধরইতে করত যতন কত রহত ন ধিরজ অথির অবিরাম।
মৃদুতর দেহ নেহভরে গংগর নিরুপম চরিত নিছনি ঘনশ্যাম ॥১৮॥

যথারাগ

আজুক সুখ কছু বরণি ন জাত।

রসিক সুধীর সুধর শ্রীবাস পঁহু রঙ্গ হেরি মৃদু মৃদু মুসিকাত ॥ধ্রু॥
সুবলিত দেহ নেহভরে টলমল ললিত ভঙ্গি নিরুপম ছবি ভারি।
অবিরল পুলক-কদম্ব লসত জনু পহিরল কঞ্চু পরম রুচিকারী ॥
বাতাতুর লতিকা-সম কম্প ন শকত সম্ভারি বিবশ রসপুর।
দীনবন্ধু কত বদত নিরন্তর অন্তর তরল রহল ধৃতি দূর ॥
সুন্দর গুণগণ গাওত লঘু লঘু নাচত নয়নে বহত জলধার।
নরহরি ভণ অনুভব ন হোত হিয় উপজত কত কত ভাব-বিকার ॥১৯॥

যথারাগ

সুন্দর সুঘর গদাধর দাস।

গুণমণি গৌর-সমীপ বিলসত জনু চন্দ-নিকট হি চন্দপরকাশ ॥ধ্রু॥
মৃদুতর দেহ নেহময় মধুরিম মাধুরী কয়ল চম্পক-মদ খীণ।
ধৃতিভর-ভঞ্জনকারী ভঙ্গী মুনিরঞ্জন করু-চরণ গতিহীন ॥

আলসযুত যুগ নেত্র রুচিরতর তরল কিঞ্চিদপি নিমিখ বিভঙ্গ।
নিরমল গণ্ড যুগল ঝলমল কত ললিত হাস সহ অধর সুরঙ্গ ॥
অনুভব ন হোই নিরন্তর অন্তর উপজত পূরব ভাব বহু ভাঁতি।
গুপত করত কত যতন ন গোপন নরহরি হেরি হসত সুখে মাতি ॥২০॥

যথারাগ

কি কহব পরিকর পরম উদার।
নিরুপম গৌর-বদন-অমৃতাকর তাকর অমিয় পিয়ত অনিবার ॥ধ্রু॥
কত কত যতন করত ধৃতি ধরইতে অনুখণ অথির বিবশ রসে মাতি।
অপরূপ ভাব ভূরি ভূষণবর ভূষিত শুভ শোভা বহু ভাঁতি ॥
কাহুক পুলকিত গাত বাত নহি নিকসত গদগদ কণ্ঠ সুধার।
কাহুক কম্প কাঁপাওত জন-মন কাহুক নয়নে বহত জলধার ॥
কোউ ফিরত ভুজ ভঙ্গী করু কোউ মধুরিম নাম উচরি বেরি বেরি।
কোউ হসত মৃদু নাচত ঘনঘন নরহরি সফল হোয়ব কব হেরি ॥২১॥

শোভা ছন্দঃ

ইহ পরকার সুবর পরিকরগণ।
নিরখত গৌরবদন-বিধু ঘনঘন ॥
উপজত কৌতুক পরম মুদিত মন।
বিবিধ মনোরথ করু নরহরি ভণ ॥২২॥

ইতি শ্রীমদ্গৌরচরিত্র-চিন্তামণৌ প্রাতঃকালীয়-চরিত্র-বর্ণনে ভক্তাবলী-বেষ্টিতাদি-বর্ণনং নাম চতুর্থঃ কিরণঃ ॥৪॥

পুনঃ প্রাতঃকালে বৃদ্ধগণানাং প্রেমোৎকর্ষঃ—

রাগ বিভাষ

আহা মরি মরি গৌরাঙ্গচান্দের চরিতে কেবা না ঝুরে।
নদীয়ানিবাসী নিশি অবশেষে পরাণ ধরিতে নারে॥
শুতিয়া স্বপনে আন নাহি জানে মানে সরবস গোরা।
রজনী প্রভাতে গোরাগোরা বলি জাগিয়ে সে রসে ভোরা॥
বৃদ্ধ বৃদ্ধ যত পুরুষ প্রকৃতি উপমা নাহিক কারু।
কত না যতনে কেবা সিরজিল স্বভাব চরিত চারু॥
নরহরি পহু নিছনি সে সব বৃদ্ধ পরিজন পাশে।
গোরা-স্নেহ-ভরে গরগর কিছু কহে সুমধুর ভাষে॥১॥

কোপ্যাহ—বিভাষ

শুন ওহে সখি! হে সুমতি অতিনিরজনে কহিয়ে গুপত কথা।
বরজে বরজপতি-সুত বুঝি প্রকট হইল এথা॥
নদীয়া-নগরে হেন নাহি কেহ না ঝুরে উহার গুণে।
শ্রীবাস মুরারী আদি যত তারা না জিয়ে দরশ বিনে॥
শান্তিপুরবাসী অদ্বৈত তপসী সতত এথায় রহে।
কিবা সে মধুর গুণ যারে তারে কত না যতনে কহে॥
আহা মরি মরি হেন অপরূপ বালক হবে কি আর।
নরহরি সরবস গোরাচান্দে করহ গলার হার॥২॥

কোপি চ—বিভাষ

শুন ওহে সখি-নদীয়া! বসতি সফল হইল মোর।
এ বুড়া বয়সে বিহি সকরুণ সুখের নাহিক ওর॥
এ দুটি নয়ান ভরি নিরখিল শচীর নিমাই চান্দে।
তিল আধ তারে না দেখি বিষম সদাই পরাণ কান্দে।

বালাই লইয়া মরি যেন হেন না দেখি না শুনি আর।
বিবিধ বিধানে দেব আরাধিয়ে মানাবে মঙ্গল তার॥
অনেক যতনে দিবে ধন গ্রহ পূজিব দৈবজ্ঞগণে॥
শচীর মন্দিরে করহ মঙ্গল যাহ নরহরি সনে॥৩॥

যথারাগ

শুন মোর বাণী না জানি কি হবে হইনু নিপট্ট বুড়া।
আমাদের প্রাণধন সরবস নিমাই পরাণ-জুড়া॥
ওহে সদাই দেখিতে সাধ।
চলিতে শকতি নাহি তেঁই দুখ বিধাতা করিলে বাদ॥ধ্রু॥
পূজহ দেবতা, দ্বিজে দেহ দান, চিন্তহ সদাই হিত।
নানা উপহার পাঠাহ যতনে যাহাতে তাহার প্রীত॥
নরহরি সহ যাইয়া শচীরে শিখাহ মঙ্গল ক্রিয়া।
নিমাইর বড় বিষম আঁখুটি ঘুচাবে শপথ দিয়া॥৪॥

যথারাগ

গৌর-স্নেহ ভরে গর গর গাত। মুদিত বৃদ্ধগণ নিশি পরভাত॥
নিজ নিজ পরিজন কহল বিশেষ। শুনইতে সো সব উলস অশেষ॥
গৌর-দরশ বিনে রহই ন পারি। তেজল শেজে বাঢ়ল বল ভারি॥
করল লগুড় কর কাঁপই অঙ্গ। নিরখত নরহরি নিরুপম রঙ্গ॥৫॥

বিভাষ

রজনী প্রভাত ত্যজি নিজ নিজ গৃহ বৃদ্ধ বৃদ্ধ বর পুরুষগণে।
সুরুচির শচী-অঙ্গনে সবে উপনীত উপজত কত কত রঙ্গ মনে॥
ঠাড় রহত কর লগুড়কৃতাশ্রয় ঘনঘন নিরখত গৌরতনু।
চির দিনসান্তর অতি যতন হি বপে রতন বহু মিলল জনু॥

স্নেহ-সুবিবশ কোউ কহু বিহি প্রতি পূরণ কর মনরথ-সগরে।
মদধিক হউ পরমায়ু সতত রহু সুন্দর ইহ নদীয়া-নগরে॥
কোউ কহত করযোড়ি বিষ্ণু প্রতি করহ কটাক্ষ মিশ্রতনয়ে।
কাহুক নহু বহিরঙ্গ সকলে করু প্রীতি নিরত জনু গুণ ভণয়ে॥
কোউ কহত কৈলাসনাথ প্রতি বৃদ্ধি করহ প্রতি অঙ্গ-ছটা।
জগভরি রহুক কীর্ত্তি হউ সম্পদ দূর কর দুর্জ্জয় অশুভ ঘটা॥
কোউ কহত সরস্বতী প্রতি পণ্ডিত করহ অজয় জনু ন হই কদা।
কোই কহত ভগবতী প্রতি নরহরি প্রাণ নিমাইক নিরখে সদা॥৬॥

রসিকা ছন্দঃ

ইহ বিধ সব বৃদ্ধ মগন। করতহি আশিষ ঘনঘন॥
কৌতুক বহু কৌন গণব। নরহরি শোভা কি ভণব॥৭॥

যথারাগ

গৌর-বদন সুখ-সদন সুধাময় ঘনঘন বৃদ্ধ পুরুষগণ হেরি।
কত কত জনম সুফল মানি নিজ নিজ তনু নিছনি করত কত বেরি॥
টলমল করু নয়নে জল ছলছল বিপুল পুলক-কুলে মণ্ডিত গাত।
কাহুক করে কর করি অবলম্বন কোউ কহত মৃদু মধুরিম বাত॥
মিশ্র-তনয়ে কহ কো নিরমাওল হরল শ্রবণ-মন-লোচন মোর।
পলক ন হেরি কলপ সম লাগত অথির করই ধৃতি রহই ন থোর॥
অনুখণ সঙ্গ ভ্রমণে বহু সুখ ইথে পাগল বলি সবে করে পরিহাস।
সো সব বচন শ্রবণ-পথে আওত পাওত মন পুনঃ অধিক উলাস॥
ভোজন গমন শয়ন বচন ক্রম স্মৃতি নহু সকল হোই বিপরীত।
গৃহ-পরিপাটী নিপট কুটময় আপন তনয়ে করহু নহু প্রীত॥
ঐছে বাণী ভণি বিরাম মগন পুন অন্তরে করত বিবিধ অভিলাষ।
গরগর পরম স্নেহভর ভণব কি মূর্খ-শিরোমণি নরহরি দাস॥৮॥

রূপমালা ছন্দঃ

গৌরশশি-মুখ-অমিয় পান করি পুলক তনু।
বৃদ্ধগণ হোত ষোড়শ বরষ সদৃশ জনু॥
দূর রহু লগুড় বল বিপুল মুদ মত্ত গতি।
দাস নরহরি রঙ্গ নিরখি আনন্দ অতি॥৯॥

ইতি শ্রীমদ্গৌরচরিত্র-চিন্তামণৌ প্রাতঃকালীয়-চরিত্র বর্ণনে বৃদ্ধানাং স্নেহাদি-বর্ণনং নাম পঞ্চমঃ কিরণঃ ॥৫॥

পুনঃ প্রাতঃকালে পরমস্নেহবতীনাং চেষ্টাদিকং—

বিভাষ রাগ

x yy আজি শুভক্ষণে পোহাইল নিশি। আনন্দে মগন নদীয়াবাসী।
দেখিতে গৌরাঙ্গচান্দেরে স্নেহে। ধায়া আইসে সবে শচীর গেহে॥
আঙ্গিনার মাঝে বিলসে গোরা। জগজন-মন-নয়ন-চোরা॥
পরিকর শোভে সকল দিশে। উডু মধি বিধু উপমা কিসে॥
কিছু স্মৃতি নাই কাহারু মনে। সবাকার আঁখি ও মুখপানে॥
নরহরি এক মুখে কি কবে। নিজ নিজ রসে উলসে সবে॥১॥

একতালী

যথারাগ

x y y অদ্বৈত ঘরণী, সীতা ঠাকুরাণী, কেবল রসের রাশি।
অনিমিখ আঁখে, নিরিখে সুন্দর, গৌর-মুখের হাসি॥
ও নব চরিত ভাবিতে ভাবিতে, হইলা পুলক পারা।
ধৈরজ ধরিতে নারয়ে যুগল নয়নে বহয়ে ধারা॥
কত কত কথা উপজয়ে চিতে স্নেহেতে আতুর মতি।
যতন করিয়া করে উপদেশ সেরূপ শচীর প্রতি॥
অশেষ আশিষ দিয়া প্রশংসয়ে সুখের নাহিক পার।
নরহরি কহে এসব চরিত্র বুঝিতে শকতি কার॥২॥

বিভাষ রাগ

শ্রীবাস-বনিতা অতি সুচরিতা স্নেহের মুরুতি যেন।
সতত লজ্জিতা সতী পতিব্রতা জগতে নাহিক হেন॥
প্রফুলিত তনু অনুপম আধ বসন ঝাপিয়া মুখে।
সীতার সমীপে দাঁড়াইয়া ঘন নিরিখে মনের সুখে॥
আঙ্গিনার মাঝে প্রিয় পরিকর-বেষ্টিত বসিয়া গোরা।
সুন্দর বদনচান্দ ঝলকয়ে গাথানি সোণার পারা॥
নব নব সব কি কব মালানী (?) সে শোভা-সায়রে ভাসে।
অপরূপ প্রেম বালাই লইয়া মরু নরহরি দাসে॥৩॥

যথারাগ

রজনী-প্রভাতে শচীদেবী-চিতে আনন্দের নাহি ওর।
ওমুখ নিরখি নারে সম্বরিতে নয়ানে বহয়ে লোর॥
সীতার-চরণে ধরিয়া যতনে কহয়ে মধুর বাণী।
কেবল ভরসা তোমাদের ওগো ভাল মন্দ নাহি জানি॥
আপন জানিয়া নিমাইচান্দেরে সতত প্রসন্ন হবা।
চির আয়ু হৈয়া সুখে থাকে যেন এই সে আশিষ দিবা॥
কেহ নাহি মোর কত নিবেদিব এ শিশু আঁখির তারা।
এই করো যেন ঘরে থাকে সদা ঘুচয়ে চঞ্চল ধারা॥
আর বলি বিশ্বরূপ মোর এই নিতাই জীবন প্রাণ।
তিল আধ যেন না হয় বিচ্ছেদ এই বর দিবে দান॥
এইরূপ কত কহিয়া তুরিতে করয়ে মঙ্গল নীত।
নরহরি একমুখে কি কহিবে অতুল মায়ের প্রীত॥৪॥

যথারাগ

শচীর আলয় আলো হইয়াছে কি কব সুখের কথা।
বৃদ্ধা নারীগণ মনের হরিষে দাঁড়ায়ে দেখেন তথা॥

কেহ বলে ওগো কুলের প্রদীপ নিমাই গুণের রাশি।
আমাদের আঁখি সফল করিতে প্রকট হৈয়াছে আসি॥
কেহ বলে ওগো শচীর তনয় সতত কুশলে রহু।
মোর পুণ্য যত দিলাম ইহারে এড়াউক কণ্টক বহু॥
কেহ বলে ওগো ইহার লাগিয়া পূজিব কৈলাস-রাজে।
চির-আয়ু হইয়া এইরূপে যেন রহয়ে নদীয়া-মাঝে॥
কেহ বলে ওগো নিতি গঙ্গা পূজিয়া মাগিবে বর।
নিজ-জনে লইয়া শচীর দুলাল আনন্দে করুক ঘর॥
কেহ বলে চণ্ডী পূজিয়া মাগিব মনেতে যে আছে মেন।
ধন উপার্জ্জন লাগিয়া বিদেশে না যায় কখন যেন॥
কেহ বলে ওগো লক্ষ্মী পূজি আমি আছয়ে কারণ তার।
অনায়াসে ইহ হবে মহাধনী কভু না ঠেকিবে ভার॥
কেহ বলে ওগো আর শুন কিছু না বুঝি মনের গতি।
নিজ সুত হইতে শতগুণ স্নেহ উপজে ইহার প্রতি॥
কেহ বলে ওগো ঘর তেয়াগিয়া আসিয়ে ইহার তরে।
তিলেক ছাড়িয়ে যাইতে না জানি পরাণ কেমন করে॥
কেহ বলে ওগো শচী ভাগ্যবতী অনেক সুকৃতি কৈল।
তেঁই সবাকার প্রাণধন এই নদীয়াচান্দেরে পাইল॥
কেহ বলে ওগো সে বল সে বল বিধিরে এতেক চাই।
জনমে জনমে এ বালকে যেন নয়ানে দেখিতে পাই॥
এইরূপ কত প্রেমের আবেশে কহয়ে নাহিক ওর।
নরহরি কহে এ সবার স্নেহ কহি কি শকতি মোর॥৫॥

যথারাগ

আজ্ কি আনন্দ শ্রীশচী-ভবনে রজনী প্রভাত-কালে।
প্রিয়-পরিকর মাঝে বিশ্বম্ভর বিলসে ভঙ্গিমা ভালে॥
যার যেই ভাব সে ভাবে ভাবিত সবারে করয়ে সুখী।
ভুবনমোহন গুণমণি হেন সুঘড় কভু না দেখি॥
বৃদ্ধ নরনারী যত অতিশয় আতুর স্নেহের ভরে।
ও মুখ-চন্দ্রমা হেরি হেরি কেহ ধৈরজ ধরিতে নারে॥
নয়নেতে বারি বহে অনিবার পরম আনন্দ মনে।
নরহরি প্রাণ গৌরাঙ্গ চরিত পুনঃ পরস্পর ভনে॥৬॥

কাচিদাহ—যথারাগ

শুন শুন প্রাণসখি তোমারে বলিয়ে গো ধন্য এই নদীয়া-বসতি।
ত্রেতায় কৌশল্যাদেবী দ্বাপরে যশোদা গো কলিযুগে শচী ভাগ্যবতী
ধন্য জগন্নাথ মিশ্র জগতে বিদিত গো যার সুপুণ্যের সীমা নাই।
তার এ গৃহিণী পতিব্রতা স্নেহবতী গো যার হেন তনয় নিমাই॥
জগত-জননী যেন ইহারে বলিয়ে গো এরূপ স্বভাব আছে কার।
শিশু-উপদ্রব এত সহিতে বা পারে গো জগতে উপমা নাই যার॥
না জানিয়ে কোন দেব অনুগ্রহ কৈল গো তেই সে হইল এবে ভাল।
নহিলে এ নরহরি পরাণ নিমাই গো বড়ই বিষম খেপা ছিল॥৭॥

অন্যাচ—যথারাগ

নিমাই চান্দের কথা তোমারে বলিয়ে গো নিমাই খেপার শিরোমণি।
এমন আঁখুটি আর কোথাও না দেখি গো ধন্য যেন জনক জননী॥
ফাল্গুণ পূর্ণিমা তিথি গ্রহণের কালে গো জন্মিয়া কাঁদয়ে অতিশয়।
অনেক যতনে শিশু স্তন নাই পিয়েগো দেখিয়া সবারে লাগে ভয়॥

শান্তিপুরবাসী মহাতপস্বী গোসাঞি গো জানয়ে যে বালকের রীতি।
না জানি কেমন ছলে স্তন পিয়াইল গো সবার হইল স্থির মতি॥
কেউ কিছু বলে মোর মনে নাই ভয়গো মু এই বিচার কৈনু চিতে।
নরহরি প্রাণধন খেপা বড়ই হবে গো তাহার আরম্ভ জন্ম হইতে ॥৮॥

অন্যাচ—যথারাগ

পরাণ নিমাই মোর খেপা বড় বটেগো একদিন দেখিনু নয়ানে।
ধুলায় ধুসর তনু কিবা অপরূপ গো হামাগুড়ি ফিরয়ে অঙ্গনে॥
সুচান্দ বদনে হাসি মা বলিয়া ডাকে গো অমনি আইল শচী ধায়া।
কোলেতে চড়িয়া অতি কান্দিয়া বিকল গো তা দেখি বিদরে মেন হিয়া॥
কত যত্ন করে তবু প্রবোধ না মানে গো অঙ্গ আছাড়য়ে বারে বারে।
কি হৈল কি হৈল বলি কান্দে পুণ্যবতী গো কেহ স্থির হইতে না পারে॥
হেনই সময়ে এক নারী অতি খেদে গো হাতে তালি দিয়া বলে হরি।
তা শুনি চঞ্চল শিশু ক্রন্দন সম্বরি গো হাসয়ে তাহার গলা ধরি॥
সবাই হরষ হইয়া হরি হরি বলে গো নিমাই নামিয়া কোলে হৈতে।
দাঁড়াইতে নারে তবু নাচয়ে কৌতুকে গো হাত দিয়া জননীর হাতে॥
কি লাগি কান্দিল কেউ বুঝিতে নারিল গো সবাই ভাবয়ে মনে মনে।
নরহরি-পরাণ নিমাই এইরূপে গো খেপামি করিতে ভাল জানে॥৯॥

অন্যাচ—যথারাগ

নিমাই চঞ্চল খেপা কিছুই না মানে গো শুন এক দিবসের কথা।
মায়ের অঞ্চল ধরি ফিরয়ে অঙ্গনে গো আপনার ছায়া দেখি তথা॥
ছাড়িয়া অঞ্চল ছায়া সহিতে খেলায় গো তথাতে আছিল এক ফণী।
তাহার দারুণ ফণে শয়ন করিয়া গো কি আনন্দ কিছুই না জানি॥
হায় হায় করি সবে ধাইয়া আইসে গো পলাইতে নাগ পুনঃ ধরে।
কাঁপয়ে সকলে শচী ব্যাকুল হইয়া গো যতনে ধরিয়া কোলে করে॥

হেনই সময়ে এক পাখী উড়ে যায়গো কিবা সে ভঙ্গিতে তায় হেরি।
'দে মোরে ধরিয়া ইহা' বলি বারে বারে গো কান্দয়ে মায়ের গলা ধরি॥
নীলমণি হার-পারা ধারা দুনয়নে গো ঘুঁচিল সে কাজরের রেখা।
ও চাঁদ-বদনখানি মলিন হইল গো তাহা কিয়ে আঁখে যায় দেখা॥
কেউ কিছু কয় কারু কথায় না ভুলে গো প্রাণ ফাটে ক্রন্দন শুনিয়া।
নরহরি-প্রাণ শিশু আপনি ভুলিল গো তেঁইসে সুস্থির হইল হিয়া॥১০॥

অন্যাচ—যথারাগ

সোনার নিমাই মোর পরাণ পুতুলি গো হেন খেলা আছে কি জগতে।
যখন যা চায় তাহা নাহি দিলে বিষম গো কেহ না পারয়ে প্রবোধিতে॥
একদিন নিমাই নবনী দে বলিয়া গো মায়ের আচরে ধরি কান্দে।
প্রবোধিতে অধিক ধুলায় গড়ি যায় গো তিলেক ধৈরজ নাহি বাঁধে॥
না জানিয়ে কোথা হইতে নবনী আনিয়া গো নিমাইর করেতে দিল মায়।
নবনী খাইয়া বোলে মু' গোপ-তনয় গো ইহা বিনু কিছু নাই ভায়॥
চাহি মুখপানে মোরা হাসিয়া পুছিনু গো তুমি কোন্ গোপের ছাওয়াল।
নরহরি প্রাণ শিশু শুনি পালাইল গো লাজে শচী বলে ভাল ভাল॥১১॥

অন্যাচ—যথারাগ

শুনয়ে নিমাইয়ের কথা একদিন সুখে গো নানা দ্রব্য লৈয়া শচী মায়।
নিমাই চঞ্চল ভাল হবে এই হেতু গো যতনে পূজয়ে দেবতায়॥
হেনই সময়ে কোথা হইতে আসিয়া গো না দেখিতে নৈবেদ্য খাইয়া।
হাসিয়া বলয়ে মুই দেবের দেবতা গো মোরে না পূজহ কি লাগিয়া॥
হায় হায় করি শচী দাবাড়িয়া যায় গো মনেতে পাইয়া বড় ভয়।
ব্যাকুল হইয়া চিতে বিচার করয়ে গো পাছে না নিমায়ের কিছু হয়॥
হেথা শিশু মিশ্রের কোলেতে বসি কয় গো মা মোরে না দেন খাইতে।
নরহরি-পরাণ নিমাইয়ের কথা শুনি গো বাপের আনন্দ বড় চিতে॥১২॥

অন্যাচ—যথারাগ

এ মোর নিমাইচান্দ খাইতে চাহিলে গো তিলেক বিলম্ব যদি হয় ।
ঘর দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলায় মহাক্রোধে গো করয়ে অনেক অপচয় ॥
যদি কিছু বলে তবে দ্বিগুণ বাড়ায় গো না ডরায় গো এ বাপ মায়েরে
এ পাড়াপরশী কেউ নিবারিতে নারে গো একা বিশ্বরূপে ভয় করে ॥
এমন বালক আর কোথাও না দেখি গো একাকী ফিরয়ে নদীয়াতে ।
অলখিত যাব তার ঘরে প্রবেশিয়া গো নানা কর্ম্ম করয়ে হেলাতে ॥
যেথানে সেথানে শিশুগণেরে কান্দায় গো কি বলিব তা সবার মায় ।
নরহরি-প্রাণ বিশ্বম্ভরের চরিতে গো কেবা না ডরায় নদীয়ায় ॥১৩॥

অন্যাচ—যথারাগ

নিমাইচান্দের এ চরিত কত কব গো স্নানকালে সুরধুনী-তীরে ।
কি নারী পুরুষ কেউ স্থির হৈতে নারে গো তথা মহা উপদ্রব করে ॥
নানা উপহার অতি যতনে লইয়া গো দেবতা পুজিতে সেবা যায় ।
তা সনে কলহ যত লেখা নাই তার গো কিবা বা না করে নদীয়ায় ॥
যদি কেউ কভু শচী মিশ্রেরে জানায় গো তখন কিবা সে সাধু রীতি ।
সবাকার মনে অতি কৌতুক বাড়য়ে গো দেখিলে না রহে বুদ্ধি গতি ॥
যেরূপে নন্দের ঘরে কানুর ধামালি গো সেরূপ দেখিয়ে শচী-ঘরে ।
নরহরিপ্রাণ নিমাই এ বুঝি সেইগো নহিলে এরূপ কেবা করে ॥১৪॥

অন্যাচ—যথারাগ

নিমাই চান্দের কথা অতি অপরূপ গো এবে এ প্রসঙ্গ কুলদেবা ।
সে সব চঞ্চল ধারা কোথায় বা গেল গো এমন সুধীর আছে কেবা ॥
নদীয়ানিবাসী আর যতেক পণ্ডিত গো কেবা বা সমিহ নাই করে ।
শ্রীবাস মুরারি আদি যতেক বৈষ্ণব গো কেহ সঙ্গ ছাড়িতে না পারে ॥

এ মোর নিতাই প্রাণ সম স্নেহ করে গো কৃষ্ণে যেন করিল বলাই।
বুঝি বা হেতায় তাহা প্রকট হইল গো এমন কোথাও দেখি নাই॥
ধন্য পুণ্যবতী শচী জগতের মাঝে গো বুঝি এই সেই ব্রজেশ্বরী।
নিমাই নিতাই দুটী নয়নের তারা গো এ প্রেম নিছনি নরহরি॥১৫॥

যথারাগ

নদীয়ার যত বৃদ্ধ নারীগণে। এইরূপ পরস্পর সবে ভণে॥
কিবা অপরূপ সবাকার রীতি। কি দিব উপমা অতি স্নেহবতী॥
গৌরাঙ্গচান্দের চান্দ মুখ পানে। চায়া চায়া আপনাকে ধন্য মানে॥
কত বা আশিষ করে বারে বারে। নরহরি শুনি সে সুখে সাঁতারে॥১৬॥

ইতি শ্রীমদ্গৌর-চরিত্র-চিন্তামণৌ প্রাতঃকালীয়-চরিত্র-বর্ণনে বাৎসল্যবতীনাং প্রেমোৎকর্ষ-বর্ণনং নাম ষষ্ঠঃ কিরণঃ॥৬॥

পুনঃ প্রাতঃকালে তৎপ্রেমাবিষ্ট-শ্রীনবদ্বীপ-নাগরীণাং পরস্পর-প্রসঙ্গাদিকং।

বিভাষ

নিশি পরভাত সময়ে যেরূপ আনন্দ শচীর ঘরে।
শত শত যুগে সহস্র বদনে কিঞ্চিৎ বর্ণিতে নারে॥
নিজ জনে সুখ দিতে কত রঙ্গ জানয়ে গৌরচান্দ।
বুঝি আঙ্গিনার মাঝেতে ফান্দিল ভুবনমোহন ফান্দ॥
শেজ তেজি ধায়া ধায়া যত জন আইসে আনন্দভরে।
সে শোভা-সায়রে ডুবে পুনঃ ফিরি যাইতে নারয়ে ঘরে॥
অতি অপরূপ প্রীতি অনুক্ষণ উপজে সবার মনে।
ও রাঙ্গা চরণ সঁপে তনু মন দাস নরহরি ভণে॥১॥

যথারাগ

পীরিতি মুরুতি শচীর দুলাল কিরিতি জগত ভরি।
হেন জন নাহি না ভুলে বারেক স্বরূপ-মাধুরী হেরি॥
অতি অপরূপ রসিকতা কিছু না বুঝি কি গুণ আছে।
গৌরহরি-প্রতি পীরিতি না করি ভুবনে কেহ না বাঁচে॥
তায় এ নদীয়া-নাগরীগণের গৌরাঙ্গে যেরূপ নেহ।
সে কথা কহিতে শুনিতে ধৈরজ ধরয়ে এমন কেহ॥
গোরা জপ তপ ধিয়ান ভাবনা মনে না জানয়ে আনে।
তিল আধ গোরাচান্দ অদরশে সব শূন্য করি মানে॥
গোরা প্রাণ ধন জীবন জাতি সে গোরা নয়নের তারা।
শয়নে স্বপনে গোরা বলি বলি হইলা পাগলী পারা॥
ধৈরজ ধরম লাজ কুল-ভয় দিল তিলাঞ্জলি তায়।
গোরা-সুখে সুখ বাঞ্ছয়ে সতত দাস নরহরি গায়॥২॥

যথারাগ

মরি মরি হেন নদীয়ানাগরীগণের বালাই লৈয়া।
আজুক রজনী গোঁয়াইলা সবে অধিক আতুর হৈয়া॥
কেহ কেহ গোরাচান্দের চরিত্র গাইয়া জাগিলা নিশি।
কেহ কেহ সুখে শুতিয়া স্বপনে পাইলা গৌর শশী॥
পুনঃ সে শয়ন তেজিয়া উঠিলা নিশি পরভাত-কালে।
এ ঘর সে ঘর হইতে বাহির হৈলা কাজের ছলে॥
পরম চতুরা নাগরী চরিত কিছু না বুঝিতে পারি।
গুরুজন-সুখ যে কাজে সে কাজ করয়ে যতন করি॥
তা সবার অনুমতি মতে গতাগতি কি কহিব আর।
নিতি নিতি রীতি যেরূপে সেরূপে সুখের নাহিক পার॥

অলখিত অতি নিভৃতে বসি সুযুবতী জগত লোভা।
ক্রমে ক্রমে সবে মিলে তথা নরহরি নিরখয়ে শোভা ॥৩॥

X X যথারাগ

কি কব যুবতী-জনের যেরূপ পিরীতি পরস্পরে।
তনু ভিন মন এক এ নেহ কে বুঝিতে শকতি ধরে ॥
কোন রসিকিনী হাসিয়া হাসিয়া ধরয়ে কাহার গলা।
কেহ কারু প্রতি করে পরিহাস করিয়া কতেক ছলা ॥
কেহ কহে তেজি কপট কহগো কালিকার কথা শুনি।
কার বা কেমন বাধা কে কিরূপে দেখিলা গৌরমণি ॥
কেহ কহে ওগো আজুক রজনী কিরূপে বঞ্চিলে বল।
নরহরি কহে এ সব কাহিনী বিস্তারি কহিলে ভাল ॥৪॥

XX কাচিদাহ—যথারাগ

কি পুছহ সখি কালিকার কথা কহিতে উপজে হাসি।
লাজ তেয়াগিয়া বলিয়ে যেরূপে দেখিনু নভার শশী ॥
দিবা অবসানে শাশুড়ি ননদ আর বা কতেক জনা।
তা সবার পাশে বসিয়া আছিনু জানা'য়া সুজনপনা ॥
হেনই সময়ে আমাদের পথে আইলা পরাণ-পতি।
শুনিয়া চকিত চৌদিকে চাহিয়া হইনু অথির অতি ॥
বিষম সঙ্কটে পড়িনু বিচার কিছু না মনেতে স্ফুরে।
আন চান করে প্রাণ কি করিব নিস্বত নয়ন ঝুরে ॥
আমারে বিমনা দেখিয়া শাশুড়ি কহয়ে মধুর কথা
কি লাগিয়া বাছা এমন না জানি হৈয়াছে কোন বা ব্যথা ॥
এ বোল বলিতে বলিনু তাহারে গা মোর কেমন করে।
এতেক শুনিয়া অনুমতি দিল শুতিয়া থাকহ ঘরে ॥

শয়নের ছলে তুরিতে বাড়ীর বাহিরে দাঁড়ানু গিয়া।
ও মুখ-মাধুরী বারেক নিরখি জুড়ানু নয়ান হিয়া ॥
কেহ না লখিতে পারিল আমার আনন্দে ভরিল দে।
নরহরি কহে রসিক জনার চাতুরি বুঝিবে কে ॥৫॥

কাচিচ্চ—যথারাগ

কালিকার কথা কি কব সজনি কহিতে পরাণ কান্দে।
দেখিয়া দেখিতে না পাইনু প্রাণ জীবন নদ্যার চান্দে ॥
শুন সে কাহিনী একাকিনী অতি বিরলে বসিয়া ছিনু।
আচম্বিতে লোকগণ-মুখে গৌর গমন শুনিতে পানু ॥
তুরিতে যাইয়া দেখিনু সে নিজ প্রিয় পরিকর সাথে।
বিদ্যুতের মত চমকি চলিয়া গেলেন আপন পথে ॥
বিকল হইনু লাজ তেয়াগিয়া বারেক ওমুখ হেরি।
গুরুজন-ডরে ঘরে তরাতরি আইনু পরাণে মরি ॥
না জানিয়ে কেবা কহিয়া দিলেক সে কথা শাশুড়ি পাশে।
শুনি সে বিকট বদনে মো পানে ধাইয়া আইল রোষে ॥
কত কটু বাণী কহিল শুনিয়া ভয়েতে কাঁপিল গা।
না দেখিয়ে বলি শপথ খাইয়া ছুইনু উহার পা ॥
কত কত মিছা কহিয়া সুজন হনু সে প্রত্যয় গেল।
নরহরি কহে ইথে দোষ ইহা না মান এ নহে ভাল ॥৬॥

কাচিচ্চ—যথারাগ

নিলজ্জি হইয়া বলিয়ে সজনি শুনহ আমার কথা।
নিকরুণ বিধি গত দিন মোরে দিলেক দারুণ ব্যথা ॥
অনেক দিনের পরেতে মাসৈস আইলা আমার বাড়ী।
মনের উলাসে তার পাশে গিয়া বসিনু সকল ছাড়ি ॥

হেনই সময়ে গৌর নাগরের গমন শুনিতে পাই।
দুয়ার বাহিরে যাইবার লাগি অধিক আতুর হৈনু ॥

যদি বা উঠিতে মনে করি ওগো সে পুনঃ মো'পানে চায়।
আঁচরে ধরিয়া বসায় যতনে মাথার শপথ দিয়া ॥

এ সব কিছু না বুঝিয়ে তাহার কপট-রহিত চিত।
কত কত মতে যতন করিয়া পুছয়ে ঘরের রীত ॥

মোর প্রাণ আনছান করে তাহা শুনিয়ে না শুনি কাণে।
কি কথা কহিতে কিবা কহি ভাল মন্দ না থাকয়ে মনে ॥

সে করে পিরীতি যথোচিত মোরে লাগয়ে বিষের প্রায়।
বাহিরে প্রকাশ না করি সঙ্কোচে অন্তর দহিয়া যায় ॥

বিষম সঙ্কট জানি মনে হেন শরীর ছাড়িয়া দি।
নরহরি কহে না জান চাতুরী মাসৈসে ভুলা'তে কি ॥৭॥

কাচিচ্চ—যথারাগ

শুনগো সজনি সুরধুনী ঘাট হইতে আসিয়ে একা।
নদীয়াচান্দের সহিতে আমার পথেতে হইল দেখা ॥

কিবা অপরূপ মাধুরী মধুর গমন কুঞ্জর জিনি।
না জানিয়ে কেবা গড়িল কিরূপে পিরীতি মুরুতিখানি ॥

উপমা কি দিব মনে হেন নব বেশের সহিতে গোরা।
হিয়ার মাঝারে রাখিয়ে অথবা করিয়ে আঁখির তারা ॥

ও মুখ হেরিতে দৈবজ ধরম মরম রহিল দূর।
কাঁখের কলসী ভূমেতে পড়িয়া হইল শতেক চুর ॥

কি করিব প্রাণ-পিয়ারে জীবন যৌবন সঁপিয়া সুখে।
গুরুজন-ভয়ে ঘরেতে আসিয়া বসিনু মনের দুখে ॥

কলসী-ভঞ্জন কথা না জানি কে ননদে কহিয়া দিল।
দাবানল সম বিষম কোরধ আবেশে ধাইয়া আইল॥
কিছু ছল নাহি চলয়ে তাহার বিকট স্বরূপে দেখি।
দুটি হাত মাথে ধরিয়া অধিক কান্দিয়া ফুলানু আঁখি॥
বিপরীত মোর কান্দন নিরখি তাহার কোরধ গেল।
স্থির হৈয়া পুনঃ পুছে বারে বারে তাহে না উত্তর দিল॥
খানিক থাকিয়া মনেতে বিচার করিয়া ধরিয়া করে।
ধীরে ধীরে কহে কিসের লাগিয়া না কহ মরম মোরে॥
অনেক যতনে গদ গদ ভাষে তা সনে কহিলুঁ কথা।
মনের দুখেতে কান্দিয়ে এ সব কি লাগি পুছহ বৃথা॥
যা সবারে তুমি প্রাণ সম জান সে করে দারুণ কাজ।
ঘাটে মাঠে পথে নিন্দয়ে তোমারে শুনিয়া পাইয়ে লাজ॥
মনে করি গলে কলসী বান্ধিয়া পশিয়ে গঙ্গার জলে।
তাহা না করিতে পারিয়ে পাছে বা কলঙ্ক রটয়ে কুলে॥
কি করিব আমি তা সবার সনে করিতে নারিয়ে দ্বন্দ্ব।
যত অপযশ পাইল সে সব শুনিয়া হইনু বন্দ্য॥
কাহাকে কহিব সখী সেথা কেহ না ছিল আমার সাথে।
তা সবার প্রতি কোরধ করিয়া কলসী ভাঙ্গিনু পথে॥
এত শুনি চিতে হরষিত অতি পিরীতি করিয়া মোরে।
কত কত মতে বুঝাইয়া মুখ মোছাল আপন করে॥
এইরূপে কালি বিষম সঙ্কট এড়ানু সাহস করি।
নরহরি কহে তুয়া চাতুরীর বালাই লইয়া মরি॥৮॥

কাচিচ্চ—যথা রাগ

কি কব সজনি ননদের কথা কহিতে উপজে হাসি
তেঁহ পতিব্রতা তার লেখে সব অসতী নদিয়াবাসী॥

আর বিপরীত কারু সনে কথা কহিতে না দেয় মোরে।
সতত তর্জ্জন করে একা কোথা যাইতে নারিয়ে ডরে ॥
মন-দুখে দিন রজনী মরিয়ে শুনিয়ে নিন্দন-ভাষ।
বিধি প্রতি করি প্রার্থনা ইহার দরপ হউক নাশ ॥
না জানিয়ে কোন গুণে নিবেদন শুনিল সদয় বিধি।
মনেতে করিনু যাহা তাহা যেন তুরিতে হইল সিধি ॥
শুন গো সে কথা গত দিন তেঁহ চলিলা কলসী ল'য়া।
তার পাছে পাছে চলিনু মো পুনি তার অনুমতি পা'য়া ॥
সুরধনী ঘাট যাইতে আমরা দুজনে যাই যে পথে।
সেই পথে গোরা দাড়া'য়া আছেন প্রিয় পারিষদ সাথে ॥
ওরূপ-মাধুরী হেরিয়া ননদী ধৈরজ ধরিতে নারে।
হইল বিষম থরহরি তনু কাঁপয়ে মদন-ভরে ॥
কাঁখের কলস ভূমেতে পড়িল আউলাইল মাথার কেশ।
অঙ্গের বসন খসে অনায়াসে স্মৃতির নাহিক লেশ ॥
কতেক যতনে ধৈরজ ধরিল অধিক লজ্জিত হ'য়া।
দুই করে ধরি ধীরে ধীরে কহে মোর মুখপানে চায়া ॥
নিশ্চয় জানিহ গুণবতী বধূ পরাণ অধিক তুমি।
কহিয়াছি কত দোষ না লইবে তোমার অধীন আমি ॥
যখন যে কাজ কর তাহা মোরে কবে নিঃসঙ্কোচ হ'য়া।
প্রাণ ধন দিয়া সহায় করিব বলিয়ে শপথ খা'য়া ॥
আনে না কহিও সে সব কাহিনী রাখিহ গোপন করি।
ঠেকিনু এ রসে কি কব পাগলী করিলে গৌরহরি ॥
এইরূপ বহু কহিল শুনিয়া বাড়িল অশেষ সুখ।
পুরবের কথা বিচার করিতে উঠিল অনেক দুখ ॥
মনেতে হইল এ সকল কথা বেকত করিলে কাজ।
নরহরি কহে সাধুরীতি যার সে রাখে পরের লাজ ॥৯॥

কাচিচ্চ—যথারাগ

শুন শুন ওগো পরাণ সই। বেথিত জানিয়ে তোমারে কই॥
দেশের বাহির ঘরের রীত। সে কথা কহিতে কান্দয়ে চিত॥
গোরা বলি যদি নিশ্বাস ছাড়ি। শুনিয়া কোরধে জ্বলয়ে বুড়ী॥
ননদী বিষম বিষের প্রায়। তার গুণে প্রাণ দহিয়া যায়॥
পড়সি কেবল কুলের কাঁটা। দিবস রজনী দেয় এ খোঁটা॥
কারে দিব ওগো ইহার সাখী। ঘরে থাকি যেন পিঞ্জরে পাখী॥
সে সব কাহিনী কি কব আর। কহিতে দুখের নাহিক পার॥
গত দিন বিধি সদয় মোরে। আকাশের চাঁদ দিলেক করে॥
দিবা অবসানে গৌর রায়। আমাদের পথে চলিয়া যায়॥
তরাতরি গিয়া গবাক্ষ দ্বারে। অলখিত হইয়া দেখিনু তারে॥
কিবা সে মধুর বদন-চান্দ। তরুণীগণের হৃদয়-ফান্দ॥
ভুরুযুগ বর ভঙ্গিম ছান্দে। কে আছে এমন ধৈরজ বান্ধে॥
খঞ্জন জিনিয়া নয়ান নাচে। বুঝিনু তাহাতে কেহ না বাঁচে॥
গলায় দোলয়ে কুসুম-দাম। তা হেরি মুরুছে কতেক কাম॥
শোভা অপরূপ কি কব আর। ভুবন-মোহন গমন তার॥
তিলেক দেখিতে পাইনু সেথা। বাড়িল দ্বিগুণ হিয়ার বেথা॥
নরহরি কহে দুঃখ না রবে। মনের মতন সকলই হবে॥১০॥

কাচিচ্চ—যথারাগ

কি বলিব ওগো ঘরের কথা। সে সব শুনিলে পাইবে ব্যথা॥
কালি সুপ্রভাত হইল নিশি। বিরলে দেখিনু গৌর শশী॥
মরুক এখন লাজে কি করে। সে কাহিনী কিছু কহি তোমারে॥
আমারে রাখিয়া ননদী স্থানে। শাশুড়ী গেলেন সে পাড়া পানে॥
এথা ননদিনী করিল দ্বন্দ্ব। কহিল আমারে অনেক মন্দ॥

নিজ হিত লাগি সকল ছাড়ি। রুষিয়া গেলেন পরের বাড়ী ॥
একাকিনী মুই রহিনু ঘরে। বসিনু যাইয়া গবাক্ষ-দ্বারে ॥
গৌররূপ-গুণ ভাবিয়া মনে। চাহিয়া রহিনু পথের পানে ॥
হেনই সময়ে গৌরাঙ্গ একা। আমাদের পথে দিলেন দেখা ॥
অলখিত লখি ও চাঁদ-মুখ। বিসরিনু কিছু হিয়ার দুখ ॥
ত্বরিতে মলিন কুমুদ-কলি। গবাক্ষের পথে দিলাম ফেলি ॥
তা দেখিয়া গোরা চতুর অতি। করে লৈয়া কহে কুমুদ প্রতি ॥
চিন্তা নাহি শশী উদয় হবে। দিনকর তাপ দূরেতে যাবে ॥
এত কহি হাসি নয়ান-কোণে। বারেক চাহিল আমার পানে ॥
অমনি অবশ হইল তনু। বিষম সাপেতে দংশিল জনু ॥
যতনে ধৈরজ ধরিতে নারি। মন হয় গিয়া পরশ করি ॥
ঘন ঘন কাঁপি ঘামিল গা। উঠিয়া চলিতে না চলে পা ॥
কি কহিব চিতে প্রবোধ দিয়া। রহিলাম অতি আতুর হৈয়া ॥
হেনকালে ঘরে শাশুড়ী আইলা। মোরে পুছে কেনে এমন হইলা ॥
মো অতি কাতরে কহিনু তারে। ননদী রহিতে না দিবে ঘরে ॥
আপনি রহিলে কিছু না বলে। অনলের সম অন্তরে জ্বলে ॥
তুমি গেলা ঘর ছাড়িয়া সেথা। মো সনে কন্দল করিল হেথা ॥
সে কথা কহিতে নাহিক ওর। ইথে কিছু দোষ না ছিল মোর ॥
যদি মনে কোন সন্দেহ থাকে। তবে পুছ এই পড়সি লোকে ॥
কি কহিব একা রাখিয়া মোরে। ননদিয়া গেলা পরের ঘরে ॥
তার বুদ্ধি যত ইহাতে জান। মো কেনে এমন সে কথা শুন ॥
একে একা ভয় হৃদয় মাঝ। আর তাহে ভাবি ঘরের কাজ ॥
কি করি শ্রম অনেক হইল। তাহাতেই ভ্রমি হইয়াছিল ॥
গদগদ বাণী শুনিয়া স্নেহে। নিজ কর দিল আমারি মাথে ॥
আপন বসনে পবন করি। বুঝাইল কত করেতে ধরি ॥

ননদে ডাকিয়া তর্জ্জন কৈল। তা শুনিয়া মোর আনন্দ হৈল॥
নরহরি কহে তুমি সে ধন্য। এরূপ চাতুরী জানে কি অন্য॥১১॥

কাচিচ্চ—যথারাগ

শুন গো সজনি বলিয়ে তোরে। না জানিয়ে কিবা হইল মোরে॥
ত্বরিতে পরিয়া নবীন শাড়ী। একাকী চলিনু ভাইয়ের বাড়ী॥
পথে গোরা-সনে হইল দেখা। কি কব রূপের নাহিক লেখা॥
বারেক চাহিয়া আমার পানে। না জানি কি কৈল নয়ন কোণে॥
ধৈরজ ধরম সরম যত। তা যেন তখনি হইল হত॥
কেমন কেমন করয়ে হিয়া। সম্বরিতে নারি প্রবোধ দিয়া॥
চলিতে অধীর না চলে পা। কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠয়ে গা॥
সঘনে অঙ্গের বসন খসে। এ সব হেরিয়া সে পুন হাসে॥
কি করিব গুরুজনের ডরে। ধরমে ধরমে আইনু ঘরে॥
পুনঃ আনচান করয়ে তনু। সে গৌরসুন্দর দরশ বিনু॥
হেনই সময়ে শাশুড়ী আসি। পুছয়ে আমার নিকটে বসি॥
আজু কি লাগিয়া এমন দেখি। জলে টলমল করয়ে আঁখি॥
কাতর হইয়া কহিছ কথা। না জানিয়ে কিবা হৈয়াছে ব্যথা॥
এতেক শুনিয়া কহিনু তারে। গিয়াছিনু মুই বাহির দ্বারে॥
তথাতে দেখিনু বিষম সাপ। অন্তর কাঁপিল মিটিল দাপ॥
সে পুনঃ মো পানে আইল ধাইয়া। পলাইনু মুই ব্যাকুল হইয়া॥
সে পুনঃ যাইয়া সাঁধাল্য খালে। মু বাঁচিনু তুয়া চরণ বলে॥
ইহা শুনি অতি বিকল হৈলা। চোখে মুখে জল আপুনি দিলা॥
নিজ কর ধরি আমার শিরে। মানে শিবে কত মনের ডরে॥
নরহরি কহে কিছু না মানো। শাশুড়ী ভুলাতে তুমি সে জানো॥১২॥

কাচিচ্চ—যথারাগ

শুন শুন সই শাশুড়ী আদেশে রন্ধন করিতে গেনু।
অতি তরাতরি অনেক যতনে উনান জ্বালিয়া দিনু॥
করে ছিল মোর কনক কঙ্কণ হঠাৎ দেখিনু তায়।
অমনি মনেতে পড়িল কনক-বরণ গৌররায়॥
কিছু না রহিল স্মৃতি ভূমিতলে পড়িয়া মুদিনু আঁখি।
একি হৈল বলি সামালে শাশুড়ী আকুল আমারে দেখি॥
হেন বেলে মোর পিসৈস আইল তা সনে কহয়ে কথা।
অনেক সাধের বধূ তাহে দেখ পাইয়ে দারুণ ব্যথা॥
অখন তখন এইরূপ ওগো ইহাতে লাগয়ে ডর।
কত ধন ব্যয় করিব কত না যাইব রোঝার ঘর॥
এতেক শুনিয়া পিসৈস বলয়ে চিন্তা না করহ তুমি।
কিছু ব্যয় নাহি হইবে সহজ উপায় বলিয়ে আমি॥
শচীর তনয় নিমাইয়ে সেদিন দেখিনু নয়ান ভরি।
তাহার চরণে কি গুণ আছে তা কিছুই বুঝিতে নারি॥
অনেক রোগেতে পীড়িত জনেক নিকটে আইল তার।
চরণ-পরশ দিয়া দুঃখ দূর করিল কি কব আর॥
যদি কোনরূপে তাহার চরণ পরশ করাতে পার।
তবে অনায়াসে ভাল হবে ইহা অবশ্য করিয়া কর॥
শাশুড়ী বলয়ে ভাল ভাল স্মৃতি করালে শুনেছি আমি।
এখন কিরূপে সেথা যাই ইথে উপায় বলহ তুমি॥
এইরূপ দোঁহে উপায় না দেখি ভাবে হাত দিয়া মাথে।
হেনই সময়ে গৌর শশী আসি উদয় হইলা পথে॥
লোক-মুখে শুনি শাশুড়ী ধাইয়া ধরিল গৌরাঙ্গ করে।
কাতর হইয়া কহিল বারেক চল হে আমার ঘরে॥

এত শুনি ত্বরা আইলা শাশুড়ী পুনঃ নিবেদিল তায়।
করুণা করিয়া এ রাঙ্গা চরণ ছোঁয়াহ বধূর গায়॥
কিছু না সঙ্কোচ করিহ নিমাই জগতে সুযশ হৈবে।
তোমার চরণ পরশে ইহার সকল আপদ যাবে॥
ইহা শুনি গোরা গুণের সাগর বসন ঝাঁপিয়া মুখে।
ধীরি ধীরি করি রুচির চরণ ধরিল আমার বুকে॥
তুরিতে চেতন পাইনু যুগল লোচন প্রকাশ করি।
সুখের সায়রে ভাসিনু সুচারু রূপের মাধুরী হেরি॥
উঠি তরাতরি সররি বসন রন্ধনে বসিনু গিয়া।
শাশুড়ী পিসৈস হরষ হইলা আমার পানেতে চায়া॥
গোরাচান্দে কত করিল আশিষ আনন্দে হিয়া না ধরে।
তেঁহ নিজগণে মিলিয়া গেলেন নন্দনাচার্য্যের ঘরে॥
পুন পুন দোঁহে প্রশংসা করিয়া গৌরাঙ্গে করিল সার।
সে সকল কথা শুনি মনে যাহা তাহা কি কহিব আর॥
নরহরি কহে তুমি সুচতুরা তাহে শাশুড়ীর প্রীত।
ননদী থাকিলে হইত বিষম নহিত এ সব রীত॥১৩॥

কাচিচ্চ—যথারাগ।

কালিকার কথা কত না কহিব শুন গো পরাণ সই।
ননদী আমার বিষম তাহার চরিত্র তোমারে কই॥
বিধি আরাধিয়া প্রভাত সময়ে লইয়া আপন গণে।
অনেক মন্ত্রণা করয়ে কন্দল করিতে আমার সনে॥
কিছু দোষ নাহি পাইয়া বিরলে কহয়ে শাশুড়ী পাশে।
নিশ্চয় জানিহ বধূর প্রতাপে রহিতে নারিবে দেশে॥

যখন যে কাজে পাঠাই তখন সেখানে বসিয়া রয়।
আপন পতির অশুভ বচন সতত সবারে কয়॥

তোমার আমার মরণ চিন্তয়ে হইতে চাহয়ে একা।
যেরূপ কন্দল করে আমাসনে নাহিক তাহার লেখা॥

বেশ বনাইয়া গরবে যেখানে সেখানে বেড়াইতে যায়।
কত জনে কত কহে শুনি মোর অনল জ্বলয়ে গায়॥

আর এক কথা কহিতে হইল রাখিতে নারিনু মনে।
নিতান্ত বধূর কলঙ্ক হইবে ব্রাহ্মণ-তনয় সনে॥

এত শুনি কহে শাশুড়ী বুঝিনু ইহা না চাহিলে পাব।
আপন নয়ানে দেখিব যখন তখন প্রত্যয় যাব॥
ননদী নীরব হইলা শাশুড়ী চলিলা আপন কাজে।
পুনঃ নিজগণে লইয়া মন্ত্রণা রচিল পড়িয়া লাজে॥
ভালই হইল এখন ইহার শাশুড়ী নাহিক ঘরে।
থাকুক একাকী ইহারে ছাড়িয়া যাইব জলের তরে॥
পথেতে যাইতে নবীন জনেক চিনাব পুরুষে পাব।
মায়ের নামেতে ত্বরাতরি তারে ঘরেতে পাঠাইয়া দিব॥
সে বসি রহিব ঘরে জল লৈয়া মো পুন তুরিতে আসি।
তারে নিরখিয়া কোরধে ডাকিয়া আনিব পড়সবাসী॥
তা সবারে তারে দেখাইয়া বধূ সহিতে করিব দ্বন্দ্ব।
পুরুষে বাহির করি দিব পুন কহিয়া কতেক মন্দ॥
বুড়ী প্রতি কব তুমি গেলে তথা মো গেনু জলের তরে।
এথা বধূ পরপুরুষ লইয়া বিলাস করিলা ঘরে॥
যদি না প্রত্যয় করিব তখন কহিব কোরধ মনে।
তোর বধূ বড় সতী বটে তাহা সুধাহ পড়সি গণে॥

এতেক শুনিয়া পড়সির প্রতি সুধায়া প্রত্যয় যাবে।
বধূর পরাণ বধিবে আমার পরম আনন্দ হবে॥
এরূপ বিচার করিয়া গরবে পরিয়া নবীন শাড়ী।
জল আনিবারে গেলেন আমারে ঘরেতে একাকী ছাড়ি॥
মনের হরিষে অতি তরাতরি ননদী যে পথে যায়।
সেই পথে নিজ পরিকর সনে আইসে গৌর রায়॥
ওরূপ মাধুরী হেরি বারে বারে ননদী পাগলী হৈলা।
মনের যতেক মনোরথ তাহা সকলি ভুলিয়া গেলা॥
সে পথে শাশুড়ী আসি নিরখিতে নিকটে দেখয়ে তারে।
কলসী কাঁখেতে করিয়া গৌরাঙ্গ চান্দের পাছেতে ফিরে॥
ভাল ভাল বলি অধিক কোরধে কলসী কাড়িয়া নিল।
কারে কি কহিবে ননদী অমনি মরমে মরিয়া গেল॥
এথা মুই প্রাণ-গৌরাঙ্গ সুন্দরে আপন পথেতে পায়া।
হিয়ার বেদনা মিটাইনু ও চান্দ বদন চায়া॥
কতক্ষণে আসি শাশুড়ী অনেক প্রশংসা করয়ে মোয়ে।
ননদের লাজ কি কহিব যেন থাকি না থাকয়ে ঘরে॥
নরহরি কহে মুরুখ হইলে কিছু না দেখিতে পায়।
আপনার দোষ আঁচলে বাঁধিয়া পরকে দূষিতে চায়॥১৩॥

কাচিচ্চ—যথারাগ

কি বলিব সখি কখন সফল না হৈল মনের সাধা।
তথ ভুঞ্জইতে বিধি নিকরুণ করিল অনেক বাধা॥
গত দিন যেন আমাদের পথে আইল পরাণ-পিয়া।
লোক মুখে শুনি সাহসে উপরদালানে দাঁড়ানু গিয়া॥
ওরূপ মাধুরী হেরিয়া আমার মজিল যুগল আঁখি।
মনেতে হইল নিকটে উড়িয়া যাইয়ে হইয়া পাখী॥

ললিত অঙ্গের সৌরভ আসিয়া নাসায় পশিল মোর।
অধিক অথির হইনু কি কব সুখের নাহিক ওর ॥
গোরা মোর পানে ফিরিয়া চাহিল হেনই সময়ে বুড়ী।
ঘন ঘন ডাকে কাঁপিল অন্তর আইনু সে সুখ ছাড়ি ॥
অনুমতি দিল জলকে যাইতে ভাসিনু আনন্দ-জলে।
নরহরি কহে এমন শাশুড়ী অনেক ভাগ্যেতে মিলে ॥১৫॥

কাচিচ্চ—যথারাগ

সজনি! কত না কহিব আমার দুঃখের কাহিনী কথা।
তাহে গত দিন সকরুণ বিধি ঘুচাইল কিঞ্চিৎ ব্যথা ॥
আমাকে রন্ধনে রাখিয়া শাশুড়ী বাড়ীর বাহিরে ছিলা।
গৌর-গমন শুনিয়া তুরিতে আমার নিকটে আইলা ॥
আমা পানে পুন চাহিয়া ঘরের দুয়ারে কপাট দিয়া।
আঙ্গিনার মাঝে বসিয়া চকিত চৌদিকে রহিল চায়া ॥
এথা মোর প্রাণ আনচান করে কিছু না উপায় দেখি।
অলপ গবাক্ষ আছিল তাহাতে সঁপিনু যুগল আঁখি ॥
পরিকর মাঝে রসিকশেখর কে বুঝে তাহার রীতি।
অতি অলখিত চারিভিতে চাহি চলয়ে কুঞ্জর-গতি ॥
সেরূপ মাধুরী বারেক নিরখি নয়ানে নয়ান দিয়া।
আমার যেরূপ দশা তাহা যেন জানানু ইঙ্গিত পায়া ॥
মোর পাশে আসি ঈষৎ হাসিয়া বলিলা চতুরমণি।
মো পুন রন্ধনে বসিনু কপাট খুলিল শাশুড়ী কানী ॥
তেরছ হইয়া বাম আঁখে মোরে দেখিয়া সুস্থির হৈল।
নরহরি কহে ও আঁখি আপদ গেলেই হইত ভাল ॥ ১৬॥

কাচিচ্চ—যথারাগ

কি কব সজনি আঙ্গিনার মাঝে বসিয়া আছিনু মোরা।
শুনিনু বাড়ীর নিকটে আইলা শচীর দুলাল গোরা॥
সেথা যাইবার তরে তরাতরি সারিনু ঘরের কাজ।
অধিক আতুর হইনু তখন কিছু না রহিল লাজ॥
বুঝিয়া শাশুড়ী দিলেক দাবুড়ী ভয়েতে কাঁপিল গা।
মাথায় ভাঙ্গিয়া বজর পড়িল বাড়াতে নারিনু পা॥
কাতর হইয়া অমনি রহিনু মুখে না সরিল কথা।
নরহরি কহে শাশুড়ী থাকিতে না যাবে হিয়ার ব্যথা॥১৭॥

কাচিচ্চ—যথারাগ

শুন শুন সই কালিকার কথা কি আর বলিব তোরে।
কুলবতী-সতী-ধরম শাশুড়ী শিখাতে বসিল মোরে॥
হেনই সময়ে অতি অপরূপ উঠিল কীর্ত্তন ধ্বনি।
পাগলীর পারা হইলা শাশুড়ী খোলের শবদ শুনি॥
তেজি নিজ কাজ তরাতরি সেথা যাইতে অথির পথে।
আতুর হইয়া মোর প্রতি কহে চলহ আমার সাথে॥
মো পুন কহিনু গৃহকাজ সব পড়িয়া আছয়ে এথা।
আর তাহে মুই কুলবধূ বলি কিরূপে যাইব সেথা॥
এতেক শুনিয়া কহে গৃহকাজ করিয়া নিতুই মর।
বারেক ও চাঁদ বদন নিরখি জনম সফল কর॥
ইহা শুনি সুখে তুরিতে যাইয়া দেখিনু নয়ান ভরি।
নরহরি কহে তুয়া শাশুড়ীর বালাই লইয়া মরি॥১৮॥

কাচিচ্চ—যথারাগ

শুন শুন সই দিবা অবসানে অধিক আনন্দ হৈয়া।
গৌরগমন শুনিয়া বাহির দুয়ারে দাঁড়ানু গিয়া॥

বিধি বিড়ম্বিল তথা সে শ্বশুর সহিত হইল দেখা।
কহিল যতেক কটুবাণী ওগো নাহিক তাহার লেখা ॥
অধিক কোরধে কহয়ে এখন ছাড়িব নদ্যার বাস।
সে কথা শুনিয়া পরাণ উড়িল মিটিল সকল আশ ॥
কাতর হইয়া রহিনু ব্যথিত কে আছে বুঝাতে তারে।
নরহরি কহে কিসের ভাবনা নদ্যা কে ছাড়িতে পারে ॥১৯॥

কাচিচ্ছ—যথারাগ

শুন শুন ওগো মনে ছিল আশা রহিব পরম সুখে।
কণ্টকের বনে বিহি বসাইল সতত মরিয়ে দুখে ॥
আমার শ্বশুর গুণের ঠাকুর সে দেয় অধিক ব্যথা।
শাশুড়ী মোর অতি সুজন তারে শিখায় কঠিন কথা ॥
নিভৃতে বসিয়া ধীরে ধীরে কহে ঘরেতে থাকত তুমি।
সেখানে যাইয়া কাজ সমাধিয়া তুরিতে আসিব আমি ॥
নদীয়া পাগল করিতে অখনি বাজিবে নিমাইর খোল।
বধূগণ যাবে ধাইয়া কেহ না মানিব কাহার বোল ॥
তাহাতে বাড়ীর বাহিরে কপাট দেঅল তুরিতে যায়া।
এইরূপ কত কহয়ে আমরা শুনিয়ে লজ্জিত হৈয়া ॥
ইহাতে কিরূপে দেখিব তাঁহারে বিষম হইল ঘর।
নরহরি কহে যে জন চতুর তার কি ইহাতে ডর ॥২০॥

কাচিচ্ছ—যথারাগ

দুখের কাহিনী কি কব সজনি! আর না সহিতে পারি।
পাড়াপড়শির গঞ্জনা-আনল তাহাতে পুড়িয়া মরি ॥

শাশুড়ী ননদ যেরূপ আমারে তাহা কি না জান সই।
শ্বশুরের গুণ কহিতে না হয় তথাপি তোমারে কই ॥
ঘরে বসি থাকে চলিতে শকতি নাহিক নিপট কুঁজা।
নানা দ্রব্য লইয়া বিবিধ বিধানে করয়ে শিবের পূজা ॥
গলায়ে বসন দিয়া দুই কর যুড়িয়া মাগয়ে বর।
থির হয়ে রহে বধূগণ যেন তিলেক না ছাড়ে ঘর ॥
এইরূপ কত প্রার্থনা করিয়া সাধয়ে আপন কাজ।
আড়ালে থাকিয়া শুনিয়ে সে সব পাইয়ে অধিক লাজ ॥
আর শুন যেই সময়ে কীর্ত্তন করয়ে গুণের মণি।
সে সময়ে বুড়া অতি সচকিত খোলের শবদ শুনি ॥
ডাগর নয়ানে চাহে চারি পানে দেখিতে লাগয়ে ভয়।
বিকট বদন করিয়া সবারে কঠোর বচন কয় ॥
আমাদের গতি বুঝিয়া সে করে বাহির দুয়ারে থানা।
নরহরি কহে খিড়কীর পথে যাইতে কে করে মানা ॥২১॥

কাচিচ্চ—যথারাগ

শুন গো সজনি ! শ্বশুরের কিছু চরিত কহিয়ে তোরে।
বিরলে অনেক বুঝাইয়া পুনঃ যতনে কহয়ে মোরে ॥
একে মোর বহু ভ্রম আরে তুমি ভাল মানুষের ঝি ॥
চরণ ছুইয়া বলহ ওদিগ রাখিব না হলে কি ॥
এত শুনি কত শপথ খাইয়া ঘুচাইনু তার দ্বিধা।
হেন কালে মোর শ্রবণে পশিল মৃদঙ্গশবদ-সুধা ॥
অমনি ধাইয়া চলিনু যেথানে বিলসে গৌরাঙ্গ রায়।
মোর এ চরিত শুনিয়া শ্বশুর হইলা অনলপ্রায় ॥
মোর পাছে পাছে ধাইয়া আইলা বিষম লগুড় লৈয়া।
কি করিব মোর পরাণ উড়িল শ্বশুর পানেতে চাঁয়া ॥

কোরধ নয়ানে সে পুনঃ বারেক হেরিল গৌরাঙ্গচান্দে।
আখি ফিরাইতে নারিল অমনি পড়িল প্রেমের ফান্দে॥
পরম হরষ হইয়া হাতের লগুড় ফেলায়া দিলা।
হরি হরি বলি তুলিয়া ভুবাহু নাচিয়া বিহ্বল হইলা॥
এইরূপ কত কৌতুক দেখিয়া মো পুনঃ চলিনু ঘরে।
কতক্ষণে তেঁহ যাইয়া কতেক প্রশংসা করিল মোরে॥
মোর করে ধরি আপনার দোষ কহিতে আতুর হৈলা।
দেখি বিস্ময়াকুল চরণ বন্দিনু তাহাতে আনন্দ পাইলা॥
নরহরি কহে এত দিনে মেন সকল সঙ্কোচ গেল।
তুয়া কৃপা-বলে বুড়ার বিষম হৃদয় হইল ভাল॥২২॥

কাচিচ্চ—যথারাগ

শুন শুন সই মোর শ্বশুরের কিবা অপরূপ রীতি।
শাশুড়ী অলপমতি মনে জানি কহয়ে তাহার প্রতি॥
কুজনের বাণী মানিলে বিষম বিপাকে ঠেকাবে মোরে।
সদা সাবধানে আন জনা মত কভু না জানিহ তারে॥
অতিজিতেন্দ্রিয় নিমাই কি কব গুণ অগণিত তাঁর।
মরি মরি যেন বালাই লইয়া এমন হবে কি আর॥
বুঝি এ নদীয়া নগরের কত পূরবে সুকৃতি ছিল।
তেঁই সবাকার প্রাণধন এই চন্দ্রমা প্রকট হৈল॥
তাহে আপনার বধূগণে কভু না কৈরো বারণ তুমি।
তাহারে দেখিলে হবে সুমঙ্গল ইহাত জানিয়ে আমি॥
যদি বল লোকে কলঙ্ক গাইবে তাহে না করিহ ডর।
অকলঙ্ক কেবা আছয়ে জগতে কলঙ্ক সবার পর॥

গোপিকাদি অতি পতিব্রতা সুখে কলঙ্ক লইলা মাথে।
তথা এ দারুণ লোকে রটাইল ব্রজেন্দ্রনন্দন-সাথে॥
এ সকল কথা কত না বলিব বুঝাবে সুজন জনে।
পরে দোষে যেই সেই দোষী দুখ ভুঞ্জয়ে জানিহ মনে॥
শুন শুন ওহে আর এক কথা তোমারে কহিয়া দি।
আপনি হইলে ভাল ভাল সব লোকের কথায় কি॥
প্রতিষ্ঠায়ে সব নাশয়ে, প্রতিষ্ঠা কভু না করিহ মনে।
প্রতিষ্ঠা গোপন করিতে উচিত কহয়ে সুজন জনে॥
এইরূপ বহু বুঝায়া শ্বশুর গেলেন যেথানে কাজ।
হেনই সময় আমাদের পথে আইলা রসিকরাজ॥
কোকিল জিনিয়া তাঁর সুমধুর বচন শুনিতে পালু।
গুরুজন কাজ লাজ তিয়াগিয়া অমনি বাহির হনু॥
উনমত হৈয়া দুয়ারে দাড়ায়া দেখিলুঁ সে চান্দমুখ।
সুখের সাগরে ভাসিলুঁ ঘুচিল অনেক দিনের দুখ॥
মোর এই রীতি দেখিল শাশুড়ী কিছু না কহিল মোরে।
নরহরি কহে শ্বশুর সহায় কে বা কি করিতে পারে॥২৩॥

কাচিচ্চ—যথারাগ

শুন শুন ওগো পরাণ সজনি কহিয়ে তোমার প্রতি।
শ্বশুর শাশুড়ী না জানি কি গুণে করয়ে অধিক প্রীতি॥
ননদী আমারে প্রাণসম জানে কখন না দেয় গাইল।
তেঁই পিসৈসের সনে গিয়াছিনু আইয়ের বাড়ীতে কাইল॥
আই মোরে স্নেহ করিল অনেক কি কব সে সব কথা।
গৌরাঙ্গচান্দেরে না দেখি অন্তরে বাড়িল দ্বিগুণ ব্যথা॥
খানিক থাকিয়া বিদায় হইয়া চলিনু মনের দুঃখে।
দেখিলুঁ সে পাড়াবাসী বধুগণ আছয়ে পরম সুখে॥

মনেতে হইল যদি এ পাড়াতে হইত সবার বাস।
তবে অনায়াসে সফল হইত যে ছিল মনেতে আশ ॥
ত্বরিত গমনে ঘর পানে ওগো যে পথে আসিয়ে মোরা।
সেই পথে প্রিয় পরিকর সাথে দাঁড়াইয়া আছেন গোরা ॥
পিসৈস নিকটে সঙ্কটে পড়িলু মুখে না নিঃসরে বাণী।
অলপ ঘুঁঘট ঘুচাইয়া দেখিনু ও চান্দ বদনখানি ॥
অঙ্গের বসন খসিয়া পড়য়ে কাঁপিয়া উঠয়ে গা।
ধরমে ধরমে ধীর ধীর করি বাঢ়াইতে লাগিলুঁ পা ॥
ফিরিয়া ফিরিয়া হেরিয়ে হৃদয় অধিক ব্যাকুল হৈল।
লাজ কুলভয় ধরম কিছু না রহিবে নিশ্চয় কৈল ॥
সে পথে পিসৈস দাঁড়াইল হেরি ধরিতে নারয়ে থে।
নরহরি কহে ওরূপ হেরিয়া না ভুলে এমন কে ॥২৪॥

কাচিচ্চ—যথারাগ

কি বলিব ওগো মনদ আমার কেবল বিষের ফল।
পরম চতুরা তার কাছে মোরা করিতে নারিয়ে ছল ॥
তোমাদের প্রতি অধিক বিশ্বাস কপট না যায় জানা।
বিহান বিকাল রজনী এথাতে আসিতে না করে মানা ॥
এই ছলে যেন গিয়াছিলুঁ কাইল দেখিতে গৌরাঙ্গচান্দে।
কে আছে এমন যুবতী তাহারে হেরিয়া ধৈরজ বান্ধে ॥
কিবা সে পিঠের উপরে দুলিছে চাচর চিকুর-ভার।
কিবা সে কপালে অলকা তিলক কি দিব উপমা তার ॥
কিবা সে ভুরুর ভঙ্গিমা চাহনি কিবা সে আঁখির ঠারা।
কিবা সে মুখের হাসি অপরূপ বচন অমিয় ধারা ॥
কিবা সে কাণের কুণ্ডল-দোলনি কিবা সে গণ্ডের শোভা।
কিবা সে নাসার মুকুতা কিবা সে রুচির চিবুক আভা ॥

কিবা সে ভুজের বলনি কিবা সে গলায়ে ফুলের হারা।
কিবা সে সরুয়া মাজাখানি উরু উলট কদলী পারা॥
কিবা সে সুচারু চরণ-নখর কিরণে পরাণ হরে।
নরহরি কহে ওরূপ হেরিয়া কিরূপে আইলা ঘরে॥২৫॥

কাচিচ্চ—যথারাগ

শুন শুন ওগো পরাণ সজনি নিবেদি তোমার আগে।
দিবস রজনী ভাবিয়ে মরিয়ে ঘর পর সম লাগে॥
ননদী কঠিন সে কথা কি কব কহিতে বাসিয়ে দুখ।
পরের বেদন কিছু না জানে সে জানয়ে আপন সুখ॥
যদি কার মুখে শুনয়ে গৌরাঙ্গ আইলা কাহার বাড়ী।
তবে কত ছল করয়ে তাহা না বুঝয়ে ঘরের বুড়ী॥
ধায়া যায় তথা এ বড় বিষম আমারে করয়ে মানা।
নরহরি কহে ইহাতে কি দোষ জানায় ননদপনা॥২৬॥

কাচিচ্চ—যথারাগ

সজনি তো সবে দেখে সুখ পাই তেঁই সে এথায়ে আসি।
কালিকার কথা পুছহ আমারে ইহাতে উপজে হাসি॥
বল বল দেখি কিরূপে আমারে সহিব এসব কথা।
জানিয়া শুনিয়া এরূপ বলহ ইহাতে পাইয়ে ব্যথা॥
রজনী দিবস কখন স্বপনে না জানি সুখের লেশ।
ভাবিতে ভাবিতে হিয়া জরজর শরীর হইল শেষ॥
যদি বল আশা পুরিল সবার কি লাগি তোমার নহ।
সে কথা কি কব করমের দোষে হৈয়াছি কোণের বহু॥
বাড়ীর বাহির যাইতে শাশুড়ী পাড়য়ে কতেক গালি।
সতীন অসতী পতি মতিহীন সে দেখে চোখের বালি॥

যদি কোন দিন সুরধুনী ঘাটে যাইয়ে সিনান কালে।
আনে না করে প্রতীত দারুণ ননদী সঙ্গেতে চলে ॥
কোন ছলে যদি কাহাকে বারেক দেখিতে বাসনা করি।
বিকট দপটে কাঁপে তনু ঘন ঘুবট ঘুচাইতে নারি ॥
সে অতি চতুরা তার কাছে ছল করিতে লাগয়ে ডর।
পরাণ কেমন করয়ে অমনি সিনায়া আসিয়ে ঘর ॥
গৌরাঙ্গসুন্দর কিরূপ কখন না দেখি নয়ান-কোণে।
শপথ খাইয়া নিবেদি তোমারে সে নাহি আমারে চিনে ॥
মরমে মরিয়া থাকিয়া কখন না যাই কাহার ঘরে।
তথাপি এ পাড়াপড়সি আমার কলঙ্ক গাইয়া মরে ॥
মিছা অপবাদ শুনিতে শুনিতে জলয়ে দ্বিগুণ আগি।
কারে কি কহিব যুবক-সময় কেবল দোষের ভাগী ॥
নরহরি কহে যে বল সে বল এ কথা কাণে না ধরে।
কিছু না থাকিলে মিছামিছি কেহ কারে কি কহিতে পারে ॥২৭॥

কাচিচ্চ—যথারাগ

বিধাতার মনে না জানি কি আছে মানুষ জনম দিয়া।
কি কব দারুণ দুঃখ দাবানলে সতত দহিছে হিয়া ॥
প্রাণধন গোরাচান্দেরে দেখিতে সেখানে গেছিনু কাইল।
সে কথা শুনিয়া পতি মতিহীন দিলে কত শত গাইল ॥
দেওর আছিল নিকটে সে মোরে বিরস দেখিতে নারে।
নিন্দা কুবচন শুনিয়া তখনি কত নিরসিল তারে ॥
বল বল ওগো ইহাতে কেমনে পূরিবে মনের আশ।
নরহরি কহে না ভাবিহ আর কুমতি হইবে নাশ ॥২৮॥

কাচিচ্চ—যথারাগ

মোর পতি অতি সুজন সজনি শুনলো তাহার রীতি।
গতদিন তেঁহ বিরলে বসিয়া কহয়ে পিতার প্রতি॥
নদীয়া নগরে নিমাই পণ্ডিত ঈশ্বর-শকতি তার।
কেবা সিরজিল না জানি এরূপ গুণের নাহিক পার॥
হেন জিতেন্দ্রিয় ধার্ম্মিক কখন না দেখি আপন আঁখে।
দুর্ম্মতি জনের প্রতি অতি দয়া ভাসয়ে কীর্ত্তন-সুখে॥
তাহে বলি নিজ বধূগণে কভু ভুলি না নিষেধ তুমি।
তাঁর দরশনে অশুভ বিনাশে নিশ্চয় জানিয়ে আমি॥
ভাগ্যবতী সব বধূ অধিক কি কহিব কহিতে নারি।
তাহে ধন্য এই নারী জনমের বালাই লইয়া মরি॥
মিছা অভিমানে মাতি রাতি দিন রহিয়ে অন্ধের পারা।
নদীয়ার মাঝে হেন অপরূপ চিনিতে নারি যে মোরা॥
ব্রজে ব্রজনাথে দ্বিজে না জানিল, পাইল দ্বিজের নারী।
সেইরূপ হেথা ইথে না সন্দেহ, বুঝিনু বিচার করি॥
এইরূপ পিতা পুত্র দুঁহে কথা কহয়ে অনেক মতে।
আড়ে থাকি তাহা শুনিয়া শুনিয়া হনু উলসিত চিতে॥
মনে হল হেন বেলে যদি গোরাচান্দেরে দেখিতে পাতু।
নয়ানের কোণে এ সব কাহিনী তাহারে কহিয়ে দিতু॥
এইকালে পাড়াপানে ঘন ঘন উঠিল আনন্দ ধ্বনি।
ত্বরাত্বরি পথে দাঁড়াইনু গিয়া গৌর গমন জানি॥
দূরে থাকি আঁখি ভরি নিরখিনু কিবা অপরূপ শোভা।
ঝলমল করে চারিদিক হেম জিনিয়া অঙ্গের আভা॥
তার বামে গদাধর, নিত্যানন্দ দক্ষিণে আনন্দরাশি।
চারিপাশে আর পরিকর তারা নিরিখে ও মুখশশী॥

নিজগণ সঙ্গে রসিক শেখর আইসে রসের ভরে।
সে চাহনি চারু হেরিয়া এমন কেউ আছে পরাণ ধরে॥
হাসি হাসি কথা ছলে সুধারাশি বরিখে নস্থার চান্দ।
অঙ্গভঙ্গী ভারি ভুলালে ভুবন যেন সে মদন-ফান্দ॥
প্রাণনাথ গতি জানি পাড়াবাসী যুবতী আইসে ধাঞা।
তা সবার শাশুড়ী ননদী দারুণ নিবারে অনেক কৈয়া॥
মোরে কেহ নাহি নিবারিল মুই পাইনুঁ মনের সাধা।
নরহরি কহে যার পতি অতি প্রসন্ন তার কি বাধা॥২৯॥

কাচিচ্চ—যথারাগ

শুন শুন সই বিধি অরসিক বুঝিলু কাজের গতি।
নহিলে এমন দুখ কি কারণে দিবেক দিবস রাতি॥
যদি গৌরপরিকর মাঝে কারু বসতি করাইত এথা।
তবে এ পাড়াতে নদীয়ার শশী আসিয়া ঘুচাইত ব্যথা॥
তাহে বলি ওগো কালিকার কথা গৃহেতে সকল ছাড়ি।
মাসৈসের সনে গেলাম সেপাড়া মুরারী গুপ্তের বাড়ী॥
তথা বধূগণ উলসিত অতি সুখের নাহিক পার।
প্রাণপ্রিয়া লাগি ঘষয়ে চন্দন গাঁথয়ে কুসুম হার॥
তা সবার মুখে শুনিতে পাইলু গৌরাঙ্গ আসিবে হেথা।
কাজ সমাধিয়া আইল মাসৈস রহিতে না পালুঁ তথা॥
ভাবিতে ভাবিতে কত দূরে আসি চাহিলু পথের পানে।
নদীয়ার নব-যুবরাজ সাজি আইসে স্বগণ-সনে॥
কিবা অপরূপ অধরের শোভা দশন তারক-ছটা।
হাসি সুধারাশি বরিষয়ে মুখ শরদ শশীর ঘটা॥
কিবা ভুরু ভঙ্গী, বঙ্কিম লোচন চাহনি অনেক ভাঁতি।
কপালে চন্দন চারু হেরইতে মজয়ে যুবতী-জাতি॥

গলে দোলে হেম-মণিমালা আলা করয়ে ভুবন ভালে।
মনোহর ছান্দে গতি তাহা দেখি জগতে কেবা না ভুলে॥
সে রূপ-সাগরে সিনাইনু সুখে রহিয়া মাসৈস কাছে।
ফিরিয়া দেখিলুঁ পড়ুয়ার সহ ভাসুর আইসে পাছে॥
ভাগ্য ভাল তেঁহ মোরে না দেখিল ছিল গোরাপানে চায়া।
ঘুঁঘটে মুখ ঢাকিয়া আখি সম্বরি চলিনুঁ যতনে ধায়া॥
নরহরি কহে ভাসুরে যে লাজ তাহা কিনা জানি আমি।
সে সকল কথা বেকত করিলে দেশে না থাকিবে তুমি॥৩০॥

সুরত সুরতী ছন্দঃ

ইহ ভাতি গত দিবস-সুখঃস্মরি নব নারী।
মন মানে নিজ নিজ রচন ভণত রুচিকারী॥
অতি মধুরতর তরল হিম পুলক ভরু অঙ্গ।
তহি হরষ নরহরি ন সমুঝত পরম রঙ্গ॥৩১॥

ইতি শ্রীমদ্গৌর-চরিত্রচিন্তামণৌ প্রাতঃকালীয়-চরিত্র-বর্ণনে শ্রীনবদ্বীপ-নাগরীনাং চরিত্র-বর্ণনং নাম সপ্তমঃ কিরণঃ॥

পুনঃ প্রাতঃকালে শ্রীনবদ্বীপ-নাগরীণাং স্বপ্নপ্রসঙ্গাদিকং—

রাগ বিভাষ

আজু রজনী প্রভাতকালে। কত কৌতুক সখীর মেলে॥
সবে গৌরাঙ্গের রসে ভাসে। কত ভঙ্গী করি রঙ্গে হাসে॥
কোন রঙ্গিনী কহয়ে ভাল। নিশি রঙ্গিণে কিরূপে বল॥
শুনি লাজ ত্যজি সুখে মাতি। ভণে পরস্পর নানা ভাতি॥১॥

XXX কাঢ়িদাহ—যথা

শুন শুন সই নিশির কাহিনী যতনে কহিয়ে তোরে।
সাঁঝের বেলাতে কাজ সমাধিয়া বসিয়াছিলাম ঘরে॥
গোরা রূপ-গুণ ভাবিতে ভাবিতে না জানি কি হৈল মনে।
শ্রীবাস পণ্ডিত ঠাকুরের বাড়ী গেলাম শাশুড়ী সনে॥
তথা নিরুপম পরিকর মাঝে বসিয়া আছেন গোরা।
কুলবতী সতী যুবতী জনের ধৈরজ-রতন-চোরা॥
ঝলমল হেন তনু তাহে মাহা সুচারু চন্দন রাশি।
সুমেরু পর্ব্বত লেপিয়াছে জনু বাঁটিয়া শরদ শশী॥
মালতীর মালা গলে দোলে যেন ভুবন-মোহন-ফান্দ॥
কত কত শত মদন মুরুছে নিরখি বদন-ছান্দ॥
হাসিয়া হাসিয়া গদাধর সনে কহয়ে মধুর কথা।
বরিষয়ে সুধা রাশি রাশি দূর করয়ে শ্রবণ-ব্যথা॥
মরি মরি যেন সে শোভা হেরিতে পরাণ কেমন করে।
কি কব ক্ষণেক দুটী আঁখি ভরি দেখিতে না পালুঁ তারে॥
মুই অভাগিনী কি করিব বিধি কৈল পরবশ নারী।
শাশুড়ীর ভয়ে রহিতে নারিলু আইলুঁ পরাণে মরি॥
মনের দুঃখেতে শুতিলু ননদ সুধাইলে কহিলু তারে।
ক্ষুধা নাহি মোর, মোরে না জাগাবে, গা মোর কেমন করে॥
সে অতি সরলা ফিরি গেল মুই রহিলু ব্যাকুল চিতে।
তনু আনছান করে ওগো নিন্দ আইল অনেক রাতে॥
স্বপনে শ্রীবাস ঠাকুরের বাড়ী যাইয়া দেখিলু তায়।
কত মন সাধে সুগন্ধি চন্দন মাখালুঁ গোরা গায়॥
বিবিধ ফুলের নবনব মালা যতনে দিলাম গলে।
নরহরি প্রাণ রসিকশেখর আলিঙ্গন কৈল ছলে॥২॥

অন্যা চ—যথারাগ

শুন শুন ওহে পরাণ সজনি কহিয়ে তোমার ঠাঁই।
আজুক যেরূপ স্বপন এমন কখন দেখিয়ে নাই॥
নিকুঞ্জ-ভবনে বসিয়া আছিলুঁ করিয়া বিবিধ বেশ।
ভাবিতে ভাবিতে দেহ ক্ষীণ মোর না ছিল সুখের লেশ॥
চঞ্চল নয়ানে চাহি চারিপানে না জানি কি হৈল মোরে।
তথা আচম্বিতে দেখিলুঁ জনেক আইল বাহির দ্বারে॥
কিবা অপরূপ বয়েস কিশোর রসের মুরুতি জনু।
নাগর গরিমা কি কব তাহার মেঘের বরণ তনু॥
অরুণ জিনিয়া কর-পদতল, নখর-নিচয় চান্দ।
অলকা তিলক ভালে শোভে যেন ভুবনমোহন ফান্দ॥
চূড়ার টালনি চারু নিরুপম উড়য়ে ময়ুর পাখা।
তাই সুকুসুম সৌরভে ভ্রমর ভ্রময়ে নাহিক লেখা॥
অধরের অধঃ ধরিয়া মুরলী রহিয়া রহিয়া পূরে।
জগতের মাঝে কে আছে এমন শুনিয়া ধৈরজ ধরে॥
গলায়ে দোথরি মুকুতার মালা সুরধুনী-ধারা প্রায়।
চলিতে কিঙ্কিনী কটি তটে বাজে সুন্দর নূপুর পায়॥
ভুরুযুগ বর ভঙ্গী করি মোর নিকটে আসিয়া সে।
কত কত ছলে করে পরিহাস তাহা বা বুঝিবে কে॥
হাসিয়া হাসিয়া আমাপানে চায়া ঠারয়ে আঁখির কোণে।
ঘুচয়ে ঘুঁঘট কপটে কি করে পরাণ সহিতে টানে॥
আর অপরূপ দেখিতে দেখিতে সে শ্যাম হইল গোরা।
কি দিব উপমা কত কত সতী যুবতী-পরাণ-চোরা॥
ধীর ধীর করি নিকটে আসিয়া বসিয়া আমার পাশে।
মধুর মধুর বচনে ভাষয়ে অঙ্গের পরশ আশে॥

মিছা ক্রোধে মুই মুখ ফিরাইনু সুখের নাহিক ওর।
ক্ষম অপরাধ বলিয়া সে পুনঃ আঁচরে ধরিল মোর॥
অঙ্গ পরশিতে অবশ হইয়া মজিল উহার সনে।
নরহরি প্রাণপতি সুরসিক কৈল যে আছিল মনে॥৩॥

অন্যা চ—যথারাগ

আজুক রজনী সুখময় সব স্বপন দেখিনু সই।
তোমরা পরম ধন্যা জগমাঝে শুনহে সে কথা কই॥
নিজ নিজ বেশ বিরচি চঞ্চল তোমরা বিরলে বসি।
গোরা-গুণগণ গাইয়া গাইয়া গোঁয়াইলা প্রহর নিশি॥
সময় জানিয়া দূতী পাঠাইলা গোবিন্দ আছেন যথা।
সে অতি তুরিতে যাইয়া গৌরাঙ্গে কহিল সকল কথা॥
পুন সে তুরিতে তোমাদের পাশে আইলা আতুর হৈয়া।
প্রাণপ্রিয়-কথা তার মুখে শুনি চলিল সকলে ধায়া॥
দূরে থাকি গোরা-রূপের মাধুরী হেরিয়া মোহিত হৈলা।
নিকুঞ্জ-ভবনে প্রবেশিয়া প্রাণনাথের নিকটে গেলা॥
সে অতি আদর করি বসাইল ধরিয়া সবার করে।
হাসিয়া হাসিয়া কত পরিহাস করিলা পরসপরে॥
গোরা সুচতুর নয়ানের কোণে হানিল বিষম বাণ।
তাহাতে বিবশ হইয়া রাখিতে নারিল যৌবন মান॥
তোমা সবাকার ভুরু-ভুজঙ্গমে সঘনে দংশন কৈল।
নদীয়াচান্দের যে ছিল ধৈরজ তা যেন তখনি গেল॥
দু বাহু পসারি করে আলিঙ্গন অতুল উহার লেহ।
মু বহু হরষে ঠারিনু বুঝিয়া অধিক মাতিল সেহ॥
তোমাদের মনে যে ছিল তা যেন করিল রসিকরাজ।
নরহরি কহে নিজ কথা কেন কহিতে বাসহ লাজ॥৪॥

অন্যা চ—যথারাগ

শুন শুন সই স্বপনে দেখিনু নিকুঞ্জকাননে গোরা।
তুয়া পথ পানে নিরখি কাতরে ঝরয়ে লোচন লোরা॥
মোর মুখে তুয়া গমন শুনিয়া কত না সাধিল মোরে।
অতি তরাতরি হেরি তার দশা আসিয়া কহিনু তোরে॥
শুনিয়া উলসে বেশ বনাইয়া ভেটিলা নিকুঞ্জমাঝ।
দূরেতে আদরি ধরি করে কোরে করিল রসিকরাজ॥
উপজিল কত কৌতুক ছলেতে মানিনী হইলা তুমি।
নরহরি পহুঁ করয়ে মিনতি জাগি বিয়াকুল আমি॥৫॥

অন্যা চ—যথারাগ

XX শুন শুন ওগো তোমারে বলিয়ে নিশির স্বপন কথা।
শ্রীবাস পণ্ডিত ঠাকুরের বাড়ী গেলাম গৌর যথা॥
কিবা সে শ্রীবাস অঙ্গনের শোভা দেখিয়া জুড়াল আঁখি।
মনের হরিষে নিভৃতে দাঁড়ানু ধৈরজে ধরম রাখি॥
তথা পরিকরগণ মনসুখে খোল করতাল লৈয়া।
গায়য়ে মধুর সুর সুধাময় অতি উনমত হৈয়া॥
সে মণ্ডলী মাঝে সাজে শচীসুত কিবা অদভুত বেশ।
নানা জাতি ফুলে রচিত রুচির চিকণ চাঁচর কেশ॥
শ্রুতিমূলে দোলে কুণ্ডল ললিত অতুল গণ্ডের ছটা।
ভালে সুচন্দন বিন্দু বিন্দু যেন শরদ শশীর ঘটা॥
সুহৃতর পরিসর উরঃপরি তরল বিবিধ হার।
পহিরল নব ভূষণ লসয়ে কি দিব উপমা তার॥
ভুজ ভঙ্গী করি নাচে সুচতুর চরণ-চালনি চারু।
হরি হরি বোল বলে তাহা শুনি ধৈরজ না রহে কারু॥

না জানিয়ে তার কি ভাব উঠিল সঘনে কাঁপয়ে তনু।
দুনয়নে ধারা বহে নিরন্তর নদীর প্রবাহ জনু॥
নিবিড় নিশ্বাস ছাড়ি বিয়াকুল ভূমিতে পড়িল সেহ।
সোণার কমল সম গড়ি যায় ধরিতে নারয়ে কেহ॥
তাহা দেখি মোর কাঁপিল অন্তর লাজে তিলাঞ্জলি দিনু।
কি হৈল কি হৈল বলি উচ্চ করি কাঁদিয়া বিকল হৈনু॥
হেনকালে নিঁদ ভাঙ্গিল জাগিয়া বসিনু শয়ন যথা।
কি কি বলি সবে ধাইয়া আইল পুছয়ে রোদন-কথা॥
কারে কি কহিব পুন মনোদুখে ঘুমা'নু চাতকীপারা।
ফিরিয়া স্বপন দেখিনু আমার অঙ্গনে আইলা গোরা॥
আইস আইস বন্ধু বলিয়া তুরিতে বসানু পালঙ্ক পরি।
শ্রম জানি নিজ আঁচরে বাতাস করিনু যতন করি॥
সাজাইয়া নব তাম্বূল হাসিয়া দিলাম সে চান্দমুখে।
নরহরি-প্রাণনাথেরে লইয়া শুতিনু মনের সুখে॥৬॥

অন্যা চ—যথারাগ

শুন শুন ওগো রজনী স্বপন কহি যে আছয়ে মনে।
জগতের লোক পাগল হইল গৌরাঙ্গচান্দের গুণে॥
কুমতি কুটিল কপটী নিন্দুক আদি যত যত ছিল।
ছাড়ি বিপরীত স্বভাব সকলে গৌর-অনুগত হৈল॥
এইরূপ কত দেখিতে দেখিতে বারেক জাগিনু সই।
পুন ঘুমাইতে আর অপরূপ দেখিনু সে সব কই॥
যমুনা-পুলিনে রাসবিলাসাদি যেরূপ করিল শ্যাম।
সেইরূপ গোরা সুরধুনী-তীরে রচিল রসের ধাম॥
লাজ কুল ভয় সব তেয়াগিয়া নদীয়া-নাগরী যত।
মনোরথে চড়ি চলে যুথে যুথে এড়ায়া কণ্টক শত॥

অন্যা চ—যথারাগ

শুন শুন ওহে পরাণ সজনি কহিয়ে তোমার ঠাঁই।
আজুক যেরূপ স্বপন এমন কখন দেখিয়ে নাই॥
নিকুঞ্জ-ভবনে বসিয়া আছিলুঁ করিয়া বিবিধ বেশ।
ভাবিতে ভাবিতে দেহ ক্ষীণ মোর না ছিল সুখের লেশ॥
চঞ্চল নয়ানে চাহি চারিপানে না জানি কি হৈল মোরে।
তথা আচম্বিতে দেখিলুঁ জনেক আইল বাহির দ্বারে॥
কিবা অপরূপ বয়েস কিশোর রসের মুরতি জনু।
নাগর গরিমা কি কব তাহার মেঘের বরণ তনু॥
অরুণ জিনিয়া কর-পদতল, নখর-নিচয় চান্দ।
অলকা তিলক ভালে শোভে যেন ভুবনমোহন ফান্দ॥
চূড়ার টালনি চারু নিরুপম উড়য়ে ময়ূর পাখা।
তাই সুকুসুম সৌরভে ভ্রমর ভ্রময়ে নাহিক লেখা॥
অধরের অধঃ ধরিয়া মুরলী রহিয়া রহিয়া পুরে।
জগতের মাঝে কে আছে এমন শুনিয়া ধৈরজ ধরে॥
গলায়ে দোথরি মুকুতার মালা সুরধুনী-ধারা প্রায়।
চলিতে কিঙ্কিনী কটি তটে বাজে সুন্দর নূপুর পায়॥
ভুরুযুগ বর ভঙ্গী করি মোর নিকটে আসিয়া সে।
কত কত ছলে করে পরিহাস তাহা বা বুঝিবে কে॥
হাসিয়া হাসিয়া আমাপানে চায়া ঠারয়ে আঁখির কোণে।
ঘুচয়ে ঘুঁঘট কপটে কি করে পরাণ সহিতে টানে॥
আর অপরূপ দেখিতে দেখিতে সে শ্যাম হইল গোরা।
কি দিব উপমা কত কত সতী যুবতী-পরাণ-চোরা॥
ধীর ধীর করি নিকটে আসিয়া বসিয়া আমার পাশে।
মধুর মধুর বচনে তোষয়ে অঙ্গের পরশ আশে॥

মিছা ক্রোধে মুই মুখ ফিরাইনু সুখের নাহিক ওর।
ক্ষম অপরাধ বলিয়া সে পুনঃ আঁচরে ধরিল মোর ॥
অঙ্গ পরশিতে অবশ হইয়া মজিল উহার সনে।
নরহরি প্রাণপতি সুরসিক কৈল যে আছিল মনে ॥৩॥

অন্যা চ—যথারাগ

আজুক রজনী সুখময় সব স্বপন দেখিনু সই।
তোমরা পরম ধন্যা জগমাঝে শুনহে সে কথা কই ॥
নিজ নিজ বেশ বিরচি চঞ্চল তোমরা বিরলে বসি।
গোরা-গুণগণ গাইয়া গাইয়া গোঁয়াইলা প্রহর নিশি ॥
সময় জানিয়া দূতী পাঠাইলা গোবিন্দ আছেন যথা।
সে অতি তুরিতে যাইয়া গৌরাঙ্গে কহিল সকল কথা ॥
পুন সে তুরিতে তোমাদের পাশে আইলা আতুর হৈয়া।
প্রাণপ্রিয়-কথা তার মুখে শুনি চলিল সকলে ধায়া ॥
দূরে থাকি গোরা-রূপের মাধুরী হেরিয়া মোহিত হৈলা।
নিকুঞ্জ-ভবনে প্রবেশিয়া প্রাণনাথের নিকটে গেলা ॥
সে অতি আদর করি বসাইল ধরিয়া সবার করে।
হাসিয়া হাসিয়া কত পরিহাস করিলা পরসপরে ॥
গোরা সুচতুর নয়ানের কোণে হানিল বিষম বাণ।
তাহাতে বিবশ হইয়া রাখিতে নারিল যৌবন মান ॥
তোমা সবাকার ভুরু-ভুজঙ্গমে সঘনে দংশন কৈল।
নদীয়াচান্দের যে ছিল ধৈরজ তা যেন তখনি গেল ॥
দু বাহু পশারি করে আলিঙ্গন অতুল উহার লেহ।
মু বহু হরষে ঠারিনু বুঝিয়া অধিক মাতিল সেহ ॥
তোমাদের মনে যে ছিল তা যেন করিল রসিকরাজ।
নরহরি কহে নিজ কথা কেন কহিতে বাসহ লাজ ॥৪॥

অন্যা চ—যথারাগ

শুন শুন সই স্বপনে দেখিনু নিকুঞ্জকাননে গোরা।
তুয়া পথ পানে নিরখি কাতরে ঝরয়ে লোচন লোরা॥
মোর মুখে তুয়া গমন শুনিয়া কত না সাধিল মোরে।
অতি তরাতরি হেরি তার দশা আসিয়া কহিনু তোরে॥
শুনিয়া উলসে বেশ বনাইয়া ভেটিলা নিকুঞ্জমাঝ।
দূরেতে আদরি ধরি করে কোরে করিল রসিকরাজ॥
উপজিল কত কৌতুক ছলেতে মানিনী হইলা তুমি।
নরহরি পহুঁ করয়ে মিনতি জাগি বিয়াকুল আমি॥৫॥

অন্যা চ—যথারাগ

শুন শুন ওগো তোমারে বলিয়ে নিশির স্বপন কথা।
শ্রীবাস পণ্ডিত ঠাকুরের বাড়ী গেলাম গৌর যথা॥
কিবা সে শ্রীবাস অঙ্গনের শোভা দেখিয়া জুড়াল আঁখি।
মনের হরিষে নিভৃতে দাঁড়ানু ধৈরজে ধরম রাখি॥
তথা পরিকরগণ মনসুখে খোল করতাল লৈয়া।
গায়য়ে মধুর সুর সুধাময় অতি উনমত হৈয়া॥
সে মণ্ডলী মাঝে সাজে শচীসুত কিবা অদভুত বেশ।
নানা জাতি ফুলে রচিত রুচির চিকণ চাঁচর কেশ॥
শ্রুতিমূলে দোলে কুণ্ডল ললিত অতুল গণ্ডের ছটা।
ভালে সুচন্দন বিন্দু বিন্দু যেন শরদ শশীর ঘটা॥
মৃদুতর পরিসর উরঃপরি তরল বিবিধ হার।
পহিরল নব ভূষণ লসয়ে কি দিব উপমা তার॥
ভুজ ভঙ্গী করি নাচে সুচতুর চরণ-চালনি চারু।
হরি হরি বোল বলে তাহা শুনি ধৈরজ না রহে কারু॥

না জানিয়ে তার কি ভাব উঠিল সঘনে কাঁপয়ে তনু।
দুনয়নে ধারা বহে নিরন্তর নদীর প্রবাহ জনু॥
নিবিড় নিশ্বাস ছাড়ি বিয়াকুল ভূমিতে পড়িল সেহ।
সোণার কমল সম গড়ি যায় ধরিতে নারয়ে কেহ॥
তাহা দেখি মোর কাঁপিল অন্তর লাজে তিলাঞ্জলি দিনু।
কি হৈল কি হৈল বলি উচ্চ করি কাঁদিয়া বিকল হৈনু॥
হেনকালে নিঁদ ভাঙ্গিল জাগিয়া বসিনু শয়ন যথা।
কি কি বলি সবে ধাইয়া আইল পুছয়ে রোদন-কথা॥
কারে কি কহিব পুন মনোদুখে ঘুমা'নু চাতকীপারা।
ফিরিয়া স্বপন দেখিনু আমার অঙ্গনে আইলা গোরা॥
আইস আইস বন্ধু বলিয়া তুরিতে বসানু পালঙ্ক পরি।
শ্রম জানি নিজ আঁচরে বাতাস করিনু যতন করি॥
সাজাইয়া নব তাম্বূল হাসিয়া দিলাম সে চান্দমুখে।
নরহরি-প্রাণনাথেরে লইয়া শুতিনু মনের সুখে॥৬॥

অন্যাচ—যথারাগ

শুন শুন ওগো রজনী স্বপন কহি যে আছয়ে মনে।
জগতের লোক পাগল হইল গৌরাঙ্গচান্দের গুণে॥
কুমতি কুটিল কপটী নিন্দুক আদি যত যত ছিল।
ছাড়ি বিপরীত স্বভাব সকলে গৌর-অনুগত হৈল॥
এইরূপ কত দেখিতে দেখিতে বারেক জাগিনু সই।
পুন ঘুমাইতে আর অপরূপ দেখিনু সে সব কই॥
যমুনা-পুলিনে রাসবিলাসাদি যেরূপ করিল শ্যাম।
সেইরূপ গোরা সুরধুনী-তীরে রচিল রসের ধাম॥
লাজ কুল ভয় সব তেয়াগিয়া নদীয়া-নাগরী যত।
মনোরথে চড়ি চলে যুথে যুথে এড়ায়া কণ্টক শত॥

গৃহ কাজ ত্যজি মু বড় চঞ্চল তথা যাইবার তরে।
আচম্বিতে পতি আসিয়া তুরিতে কপাট দিলেক ঘরে ॥
পড়িনু সঙ্কটে কারে কি কহিব অধিক বিকল হৈনু।
মনে হেন প্রাণ না রবে পিয়ারে পুনহুঁ দেখিতে পাইনু ॥
সে সময়ে ছলে কপাট খুলিল চতুর আমার মা।
ধরমে ধরমে ধীরে ধীরে গৃহ বাহিরে বাড়ানু পা ॥
প্রফুল্লিত হৈয়া ধাইনু কাহার পানে না পালটি দেখি।
লোহার পিঞ্জর হইতে যেমন পলায় নবীন পাখী ॥
যাইয়া তুরিতে নয়ান ভরিয়া দেখিনু গৌর রায়।
যুবতী-মণ্ডলী মাঝে সাজে ভাল কি দিব উপমা তায় ॥
নানা জাতি যন্ত্র বাজে চারিদিগে সুখের নাহিক পার।
গাওয়ে মধুর স্বর নারীগণ বরিষে অমিয় ধার ॥
ও মুখ-কমল মধুপানে মাতি মো পুনঃ নাচিনু সুখে।
নরহরি-নাথ তা দেখি হাসিয়া আমারে করিল বুকে ॥৭॥

অন্যা চ—যথারাগ

রজনী-স্বপন শুনগো সজনি বলি যে নিলজী হৈয়া।
ধীরে ধীরে গোরা মন্দিরে প্রবেশে চকিতে চৌদিগে চায়া ॥
হাসিয়া হাসিয়া বসিয়া বসিয়া আসিয়া সিথান-পাশে।
নিজ করে মোর অধর পরশি সুখের সায়রে ভাসে ॥
সুমধুর বাণী ভণে নানা জাতি মাতিয়া কৌতুক-ছলে।
ভুজে ভুজ দিয়া হিয়া মাঝে রাখি ভিজয়ে আঁখির জলে ॥
আপনার মনে মানে পানু নিধি তিলেক ছাড়াতে তার।
নরহরি-প্রাণপিয়া পিরীতের মুরুতি কি কব আর ॥৮॥

অন্যা চ—যথারাগ

শুন শুন নিশি স্বপন সই। লাজ তেয়াগিয়া তোমারে কই॥
প্রভাত-সময়ে সুচারু বেশে। আইলেন গোর আমার পাশে॥
সে চন্দ্রবদন-পানেতে চায়া। বলিনু কি কাজে আইলে ধায়া॥
সুখে গোয়াইলে রজনী যথা। তুরিত যাইয়া মিলহ তথা॥
গুপত না রহে বেকত রীতি। তা সহ জাগিয়া পোহালে রাতি॥
শুনি কত শত শপথ করে। পরশের আশে সাধয়ে মোরে॥
হেনকালে নিদ ভাঙ্গিয়া গেল। নরহরি জানে যে দশা হৈল॥৯॥

অন্যা চ—যথারাগ

শুন শুন ওগো সজনি! রজনী-স্বপন বলিয়ে তোরে।
অনেক যতনে নদীয়ার শশী আসিয়া সান্ধাইল ঘরে॥
হেনকালে মোর দারুণ ননদী দুয়ারে দাঁড়ায়া কয়।
পর পুরুষের সনে বিলসহ ইথে না বাসহ ভয়॥
ভাল ভাল ভাই আইলে প্রভাতে এ সব জানায়া তারে।
আপনার লাজ লইয়া যাইব না রব এ পাপ ঘরে॥
ইহা শুনি মনে বিচারিনু ভয় পায়া পোহাইলে নিশি।
না জানি পতি কি বিপরীত ক্রিয়া করিবে গৃহেতে আসি॥
মোরে সবে কত গঞ্জনা করিবে তাহে না পাইব ব্যথা।
পাপ লোক পাছে প্রাণ-পিয়ারে বা কহয়ে কলঙ্ক কথা॥
যদি বিহি ইহা বেকত করয়ে তবেত বিষম হব।
জনমের মত নদীয়াচান্দেরে আর না দেখিতে পাব॥
এ পাড়ার পানে না আসিব কভু মোরে না করিব মনে।
মুই অভাগিনী জানিনু নিশ্চয় নহিলে এমন কেনে॥
এত বলি কান্দি ব্যাকুল হইনু সঘনে সে নাম লৈয়া।
নরহরি জানে প্রাণে বাচাইনু তুরিতে চেতন পায়া॥১০॥

অন্যা চ—যথারাগ

সজনি রজনী-স্বপন শুনহ এ বড় হাসির কথা।
মোরে আগুলিতে শুতিলা ননদী আমার শয়ন যথা ॥
নদীয়ার শশী আসি প্রবেশিল অধিক মদন-ভরে।
আমার ভরমে বসিলেন ননদিনীর পালঙ্ক-পরে ॥
ধীরে ধীরে কর-পল্লবে চিবুক পরশে হরষ হৈয়া।
ননদী চেতন পাইয়া উঠে ঘন চমকি চৌদিকে চায়া ॥
মোরে কহে জাগ জাগহ তুরিতে ঘরে সামাইল চোরা।
ইহা শুনি ভয়ে পালাইলা দূরে দাঁড়ায়া রহিলা গোরা ॥
তার পাছে পাছে দারুণ ননদী ধাইল ধমক দিয়া।
কত দূরে যাই পাইল, পালাইতে নারিল পরাণপিয়া ॥
যৌবন-গরবে মাতি অতিশয় ধরিয়া হুখানি করে।
কত কটু বাণী কহি রহি রহি লইয়া আইসে ঘরে ॥
কিশোর বয়স রসময় গোরা চাহিয়া ননদী পানে।
বাধি ভুজপাশে করি পরাজয় কৈল যে আছিল মনে ॥
মোরে না দেখিতে পায়া গুণমণি বিমন হইয়া গেলা।
অবশ হইয়া ননদিনী পুন আমার নিকটে আইলা ॥
চাহি তার পানে পুছিনু এ বা কি আছহ হরষ চিতে।
তেঁহ অধোমুখে কহয়ে ঠেকিনু বিষম চোরের হাতে ॥
রাখিবে গোপনে নহে পরভাতে হইবে কলঙ্ক ধুম।
নরহরি সাথী তাহে আশ্বাসিতে ভাঙ্গিল আঁখির ঘুম ॥১১॥

অন্যা চ—যথারাগ

স্বপনের কথা শুন গো সজনি! পরাণ রসিক রায়।
অলখিত ঘরে প্রবেশিল কালি কম্বল উড়িয়া গায় ॥

তাহা দেখি মৃদু হাসিয়া পুছিনু এ সাজ সাজিলে কেনে।
পিয়া কহে তুয়া ননদিনী কালি পাছে বা আমারে চিনে॥
এইরূপ কত কহিল তা শুনি বসন ঝাঁপিয়া মুখে।
সুরুচির করে ধরি প্রাণনাথে বসানু পালঙ্কে সুখে॥
সে সময়ে মুখ-মাধুরী অধিক কি কব মনেতে বাসি।
কালিন্দীর জলে প্রফুল্লিত যেন কনক-কমল-রাশি॥
তাহা হেরি ধরি ধৃতি সে কম্বল খসায়া ফেলিনু মেন।
শরদের শশী ঘন ঘটা হইতে বাহির হইল যেন॥
হেনই সময়ে শাশুড়ী পুছয়ে ঘরেতে কিসের আলো।
তাহা শুনি তনু কাঁপিল অমনি পরাণ উড়িয়া গেল॥
তরাতরি গিয়া দাঁড়ায়া দুয়ারে চাহিয়া সভয় মনে।
সাহসে চাতুরী বচন কহিতে লাগিনু তাঁহার সনে॥
চন্দ্রব্রত মোর নিয়ম জানহ করিয়ে যতন পাইয়া।
কৃপা করি তেঁহো দেখা দিল আজি পূজায় প্রসন্ন হইয়া॥
বর দিতে চান কি বর মাগিব কিছু না জানিয়ে আমি।
আপনে যে কহ তাহা লেই তাহে এথা না আসিহ তুমি॥
ইহা শুনি ধীরে ধীরে কহে কত যতনে আনন্দ পায়া।
সম্পদ আয়ুবৃদ্ধি শুভ সবার এতেক লেয়হ চায়া॥
ইহা শুনি শীঘ্র ঘরে সামাইল অতি আনন্দাবেশে।
বসন-অঞ্চলে অঙ্গ মোছাইনু বসিয়া পিয়ার পাশে॥
নরহরি প্রাণনাথ মোরে কত আদরে করিল কোলে।
হেন কালে নিদ ভাঙ্গিল বিচ্ছেদে ভাসিনু আঁখির জলে॥১২॥

অন্যা চ—যথারাগ

শুন শুন ওগো বলিয়ে তোমারে স্বপনে নন্দার শশী।
হাসি মোর পাশে আসিয়া বসিলা যেন হেমাম্বুজ রাশি॥

মোরে কহে আজ্ নিজ করে মোর বেশ বনাঅহ তুমি।
শুনি সে চাতুরী বচন যে সুখ তাহা কি কহিব আমি॥
বাড়িল কৌতুক নদীয়ার নব যুবতী ভুলে যে চুলে।
নানা গন্ধ তৈল দিয়া বাঁকা ছান্দে বান্ধিনু সাজায়া ফুলে॥
ললাটে রচিনু রুচির চন্দনবিন্দু সুচন্দ্রের প্রায়।
শ্রুতিমূলে দিনু কুণ্ডল ঝলকে ভানু কি উপমা তায়॥
হাসিমাখা মুখকমল মুছায়া দেখি ভুরু ভৃঙ্গ-পাঁতি।
আঁখে আঁখি দিয়া নাসায় মুকুতা পরানু আনন্দে মাতি॥
সুললিত ভুজ গজ-শুণ্ড জিনি ধৈরজ ধরম হরে।
তাহে নানা ভূষা দিয়া পুনঃ সাধে বলয়া সঁপিনু করে॥
পরিসর উরে হার সাজাইনু অতুল উদর শোভা।
কিঙ্কিণী কটিতটে পিঁধাইনু লসখে জানুর আভা॥
নরহরি প্রিয় চরণে নূপুর পরানু যতন করি।
হেনকালে নিঁদ ভাঙ্গিল দেখিতে না পানু নয়ন ভরি॥১৩॥

অন্যা চ—যথারাগ

৭X শুন শুন ওগো পরাণ সই।
তোমা সবার পাশে নিলজী হইয়া নিশির স্বপন কই॥
হাসি হাসি সুখে ভাসি সে রঙ্গিয়া কত না আদরে মোরে।
ভুবাহু পসারি করি কত ভঙ্গী তুরিতে করয়ে কোরে॥
থির হৈতে নারে থরহরি তনু কাঁপয়ে বিজুরি ভাতি।
লুবধ মধুপ সম মঝু মুখ চুম্বয়ে মদনে মাতি॥
সে চান্দবদন কাজর কুঙ্কুম সিন্দূরে সুচারু সাজ।
তা হেরি করিনু পরিহাস শুনি বঁধুয়া পাইল লাজ॥
মনসাধে পুনঃ সে চান্দবদন মোছাইয়ে ঈষত হাসি॥

* * * *

উড়িল পরাণ কি করিব প্রাণ বঁধুয়া লুকাইল ডরে।
হেনকালে নিঁদ ভাঙ্গিল জাগিয়া হিয়া ধক্‌ধক্‌ করে ॥
পুনঃ ঘুমাইতে সে নব নাগর করয়ে আমার বেশ।
সিঁতির সিন্দূর সাজায়ে কত সে যতনে বান্ধিয়া কেশ ॥
উরোজে কাঁচলি দিতে মো কহিনু কাঁচুলি পরাহ কেনে।
পিয়া হাসি কহে পুরুষের বেশ নাহি কি তোমার মনে ॥
আর কি বলিব নাসায় বেসর দিতে সুচঞ্চল হৈয়া।
অমনি শুতয়ে মোরে পরিসর বুকের উপরি লৈয়া ॥
কত ভাতি রস-কাহিনী কহয়ে অমিয়া ঢালয়ে যেন।
নরহরি নাথ পিরীতি মুরতি যুবতীমোহন যেন ॥১৪॥

অন্যা চ—যথারাগ

কি কব স্বপনে কত পরিহাস করে গো, রসিক শেখর মোর গোরা।
কিবা সে নয়ন বাঁকা চাহনি বিষম গো, জীবন-যৌবন-ধন-চোরা ॥
মধুর মধুর হাসি ভাসি কত সুখে গো, মুখে মুখ দিয়া করে কোলে।
পুলকিত অঙ্গ অতি মদন তরঙ্গে গো, কত না রসের কথা তোলে ॥
সাধে সাধে নাসার বেসর দোলাইয়া গো, না জানি কি রসে হয় ভোর।
উরজ ঝাপিয়া করে বলে বারে বারে গো, এ হেম কমল দুটি মোর ॥
অঙ্গের বসন সব ঘুচাইতে চায় গো, নিবারিতে বাড়ে কত রঙ্গ।
নরহরি-প্রাণ-পিয় নিলজ এমন গো, যুবতী বরত করে ভঙ্গ ॥১৫॥

অন্যা চ—যথারাগ

স্বপনে বন্ধুয়া মোর পালঙ্কে বসিল গো বারেক চাহিনু আঁখি-কোণে।
পিরীতি মুরতি গোরা কত আদরিয়া গো আপনা অধীন করি মানে ॥
সে চান্দবদনে মোরে বারে বারে কয় গো পরাণ অধিক মোর তুমি।
ইহা বলি কোলেতে করিয়া সুখে ভাসে গো লাজেতে মরিয়া যাই আমি ॥

সাজাইয়া তাম্বুল মোর বদনে সঁপিয়া গো, মদনে বিভোর হয়্যা চায়।
সে কর-পল্লবে পুনঃ অধর পরশি গো পরাণ নিছিয়া দেয় তায়॥
মধুর মধুর হাসি অমিয়া বরিষে গো কিবা বাসে সুরসিকপনা।
নরহরি-প্রাণ-প্রিয়া হিয়ার পুতলি গো যুবতী মোহিতে এক জনা॥১৬॥

কাটিচ্ছ—যথারাগ

শুনয়ে স্বপন আমা পানে চায়া চায়াগো যুবতী-পরাণ-চোরা গোরা।
জিনিয়া খঞ্জন যুগ নয়ন নাচায় গো না জানি কি রসে হইয়া ভোরা॥
হাসিয়া হাসিয়া আসি নিকটে বসিয়া গো ঘুঘট ঘুচায় নিজ করে।
আহা মরি মরি বলি চিবুক পরশি গো বদন নেহারে বারে বারে॥
কিবা সে পিরীতি তার মনে এই হয় গো গলায় পরয়ে করি হার।
অঙ্গে অঙ্গ পরশিতে কত রঙ্গ বাড়ে গো নবীন মদন সাথী তার॥
অধরে অধর দিতে যত রসিকতা গো কি কব না শুনি কভু কাণে।
নরহরি-প্রাণ-পিয়া কোথায় শিখিল গো এত বা রসের কথা জানে॥১৭॥

অন্যা চ—যথারাগ

ওগো সই রসের ভ্রমর মোর গোরা।
কে জানে মরম নব নব যুবতীর গো বদন-কমল-মধুচোরা॥ধ্রু॥
স্বপনে আসিয়া মোর নিকটে বসিয়া গো হাসিয়া হাসিয়া কয় কথা।
না জানি কেমন সে অমিয়া রস ঢালে গো ঘুচায় শ্রবণ-মন-ব্যথা॥
কত না আদরে মোর চিবুক পরশি গো কিবা সে ভঙ্গিমা করে ছলে।
অধরে অধর রাখি আখি না পালটে গো উরোজ ঝাঁপয়ে করতলে॥
হিয়ায় ধরয়ে হিয়া কি আর বলিব গো সঘনে কাপয়ে হেম দেহা।
নরহরি-পরাণবন্ধুয়া কিবা জানে গো সুখের পাথার তার লেখা॥১৮॥

যথারাগ

স্বজনের কথা কহিতে কহিতে উঠিল প্রেমের ঢেউ।
অতি অনুপম প্রীতি রীতি ধৃতি ধরিতে নারয়ে কেউ॥

কেহ বলে ওগো দুখ ভুঞ্জাইতে বিধাতা করিল নারী।
হেন গোরা চান্দে কখন দেখিতে না পাহু নয়ন ভরি॥
কেহ বলে ওগো নারী হইলে না পূরে মনের আশ।
বিবিধ চাতুরী করি ঘুচাইব এ গুরুজনের ত্রাস॥
কেহ বলে ওগো মরুক এ গুরুজনেরে কিসের ডর।
প্রাণধন গৌরসুন্দর লাগিয়া নিশ্চয় তেজিব ঘর॥
কেহ বলে ওগো নদীয়ার লোক বড়ই বিষম হয়।
প্রাণনাথে কভু না দেখি, তথাপি কত কুবচন কয়॥
কেহ বলে ওগো নদীয়ানগরে হইবে কলঙ্ক-কথা।
তাহা না মানিয়ে পিয়া হিয়া মাঝে রাখিয়া ঘুচাব বেথা॥
কেহ বলে ওগো দিবস রজনী এই যে বাসনা মনে।
মোর পরিবাদ হউক নিশ্চয় শ্রীশচীনন্দন-সনে॥
কেহ বলে ওগো যে বল সে বল আর না রহিতে পারি।
তা বিনু পরাণ আনছান করে বল কি উপায় করি॥
কেহ বলে ওগো এ কুল-লাজের কপালে আগুনি দিয়া॥
চল চল প্রাণপতিরে তুরিতে মিলিব এখন গিয়া॥
কেহ বলে দেখ একি হৈল ওগো নাচয়ে এ বাম আঁখি।
নরহরি কহে ভাব কি লাগিয়ে এ সব শুভের সাখী॥১৯॥

যথারাগ

রজনী প্রভাতে অনেক মঙ্গল দেখিয়া যুবতীগণে।
বিসরিল কিছু হিয়ার বেদনা আনন্দ বাড়িল মনে॥
কেহ বলে ওগো বুঝিলাম আজি প্রসন্ন হইল বিধি।
যেবা অভিলাষ আছয়ে সবার সে সব হইবে সিধি॥
কেহ বলে ওগো নিতি নিতি এই জাহ্নবী পুজিয়ে আমি।
তার বরে প্রাণনাথেরে পাইব নিশ্চয় জানিহ তুমি॥

কেহ বলে ওগো অনেক যতনে গৌরী আরাধিয়ে নিতি।
তেঁহ দুখ দূর করিব মিলিয়া গৌরাঙ্গ পরাণপতি॥
কেহ বলে ওগো ভানু আরাধনা করিয়ে বিবিধ মতে।
তাঁর কৃপাবলে জুড়াইব হিয়া চিন্তা না করিহ চিতে॥
কেহ বলে যদি অবিরোধে আজু দেখিয়ে পরাণপিয়া।
তবে বুড়াশিবে পূজিব যতনে নানা উপহার দিয়া॥
কেহ বলে মোর মনে লয় হেন এখনি মিলিব তারে।
এইরূপ কত প্রেমের আবেশে কহয়ে পরস্পরে॥
শ্রীগৌরসুন্দর দরশন হেতু সবার চঞ্চল হিয়া।
নরহরি কহে মরি মরি হেন প্রেমের বালাই লইয়া॥২০॥

xXX কাচিচ্চ—যথারাগ

নদীয়া-নাগরীগণের যে রীতি। তাহা বিরচিতে কাহার শকতি॥
গোরা বিনু মনে আর না জানয়ে। গোরা সরবস জীবন প্রাণ হয়ে॥
গৌরশশী-কথা সুধারস-কূপ। তাহে নিরুপম গুণ সে অনুপ॥ উদ্ভাবয়িত্রি
নরহরি সদা এই আশা করে। নাগরী চরিত স্ফুরুক অন্তরে॥২১॥

ইতি শ্রীমদ্গৌরচরিত্র-চিন্তামণৌ প্রাতঃকালীয়-চরিত্র বর্ণনে স্বপ্নপ্রসঙ্গ-বর্ণনং নামাষ্টমঃ কিরণঃ॥৮॥

পুনঃ প্রাতঃকালে শ্রীনবদ্বীপ-নাগরীণাং গমনমনোরথদর্শনাদিকং—

XX

রজনী প্রভাতে আজু নব নব নাগরী যত।
প্রাণপ্রিয় গৌর দরশন আসে রচয়ে যুকতি কত॥
পরম চতুরা রসিকিনী সব সে রস-সায়রে ভাসি।
কেহ নানা ছল যোজনা করয়ে কেহ বা খণ্ডয়ে হাসি॥
কেহ নানা শঙ্কা নিবারিয়া চিতে চিন্তয়ে শাশুড়ী-রীত।
এথা তার শুভ দৈবজ্ঞ বচনে হইয়াছে অধিক প্রীত॥

মনের সুখেতে শুতিয়াছে বুড়ী ঘরের কপাট খুলি।
চমকি চমকি উঠে খেণে খেণে রজনী পোহাইল বলি॥
জাগিয়া দেখয়ে পুরুব দিশাতে অরুণ উদয় হৈলা।
শয়ন ত্যজিয়া তরাতরি বধূগণের নিকটে আইলা॥
মধুর বচনে পুছে বাছাসব কি কর বসিয়া এথা।
কেহ বলে ওগো লক্ষ্মীপূজা লাগি শিখিয়ে লক্ষ্মীর কথা॥
এতেক শুনিয়া ভাল ভাল বলি প্রশংসে কতেক বার।
নরহরি কহে ধনের বাসনা জগতে নাহিক কার॥১॥

বৃদ্ধাহ—যথারাগ

শুন শুন বধূ এতদিনে বিধি প্রসন্ন হইল মোরে।
গতদিন দিন-প্রহর-সময়ে দৈবজ্ঞ আইল ঘরে॥
কি কহিব তার গুণগণ যেন এমন না দেখি এথা।
যেবা যা পুছয়ে তাহা কহে সব জানয়ে মনের কথা॥
কিরূপে মঙ্গল হবে বলি মুই ধরিনু তাহার পা।
আমারে আতুর দেখি কহে কিছু চিন্তা না করিহ মা॥
তোমাদের গ্রামে শচীদেবী বৈসে না জান মহিমা তাঁর।
পরম পূজিতা জগতের মাঝে বিদিত চরিত যাঁর॥
অতি সুদুর্লভ তার পদরজ যে জন ধরয়ে শিরে।
ধন জন হবে এই কি বড় কথা তুরিতে ত্রিতাপ হরে॥
রজনী প্রভাতে উঠিয়া যে জন দেখয়ে তাহার মুখ।
জনমে জনমে সে সুখে ভাসয়ে কভু না জানয়ে দুখ॥
শচী মায়ে যেবা নিন্দয়ে সে দুখ-অনলে পুড়িয়া মরে।
নিশ্চয় জানিহ উগ্রচণ্ডাদেবী তাহারে সংহার করে॥
তাহে উপদেশ দিয়ে বধূগণে মনের কপট ছাড়ি।
নিশি পরভাতে যতনে পাঠাবে শ্রীশচীদেবীর বাড়ী॥

তেঁহ কৃপা করি করিবে আশিষ পূরিবে মনের আশ।
বাড়িবে সম্পদ সদা সুখ বহু বিপদ হইবে নাশ॥
পরদুখ-দুখী নিতান্ত জানিহ নিমাইচান্দের মায়।
এইরূপ কত কহি অন্য বাড়ী গেলেন দৈবজ্ঞরায়॥
এ সকল কথা শুনিয়া আমার পরম আনন্দ হৈল।
মনে অনুভব কৈনু হেন যেন সব অমঙ্গল গেল॥
তাহাতে তোমরা যাহ শীঘ্র করি সে হয় আমার ঘর।
দিদি বলি মোরে আদর করে সে কভু না জানয়ে পর॥
তথা গিয়া তারে প্রণাম করিয়া কহিয়ে বিনয় বাণী।
তাহার কৃপায় হবে সব সুখ ইহাতে নিশ্চয় জানি॥
তোমা সবা প্রতি তেঁহ কহিবেন এ বেলা থাকহ এথা।
তাহে কোন ছলে আসিবে সকালে আমি যে যাইব সেথা॥
শাশুড়ীর অতি আতুর বচন শুনিয়া অধিক সুখে।
আদর লাগিয়া ধীরে ধীরে কহে বসন ঝাঁপিয়া মুখে॥
প্রভাত সময়ে কেমনে ছাড়িয়া যাইব ঘরের কাজ।
নরহরি কহে আসিয়া করিবে এখন না সহে ব্যাজ॥২॥

যথারাগ

বধূগণে পুনঃ আদর করিয়া কহিল কতেক ভাঁতি।
তাহা কি কহিব উঠিলেন সবে গৌর-প্রেমেতে মাতি॥
ঘুঁঘটে বদন ঝাঁপি মৃদু মৃদু হাসিয়া রসের ভরে।
তেরছ নয়ন ভঙ্গী করি কত কহয়ে পরসপরে॥
উছলিল সুখ-সমুদ্রে সবার কত না কহিব তা।
পুলকিত তনু চঞ্চল হৃদয় ভূমে না পড়য়ে পা॥
ভাল ভাল নব বসন ভূষণ তুরিতে পরিয়া নিল।
শাশুড়ীর পদে প্রণাম করিয়া বাড়ীর বাহির গেলা॥

এই মত নিজ নিজ শাশুড়ীর আদেশ সকলে পায়া।
প্রভাতে গৌরাঙ্গচান্দেরে দেখিতে চলয়ে উলস হৈয়া॥
কেহ কারু প্রতি কহয়ে সজনি সেখানে বিষম হবে।
শচীদেবী-পদ প্রণাম করিয়া সুস্থির হইয়া রবে॥
কেহ বলে ওগো আমাদের প্রাণধন সে গৌরহরি।
লাজ তেয়াগিয়া মনের সাধেতে দেখিব নয়ান ভরি॥
কেহ বলে ওগো তথা গিয়া কেহ কিছু না কহিও মোরে।
নরহরি প্রাণপতিরে ছাড়িয়া পুনঃ না আসিব ঘরে॥৩॥

ললিত রাগ

যত যুবতী জন জন জনিত মোহ মহামধুরগত গতিরতা। (?)
পথি পন্থ বিপথ ন হেরি অন্তর তরল পুলকিত তনুলতা॥
অতি শিথিল কেশ অশেষ ঝলকত বেশ রচব কি কবিগণে।
নব বসন-অঞ্চল লুণ্ঠত ভূমি ন রহত কিঞ্চিত স্মৃতি মনে॥
বর গৌর-রুচিচয় রোচক চিন্তাহি সুখ অতিশয়ে। (?)
কর কর পকরি হাস পরসপর উহ চরিত কহত ন বিরময়ে॥
রস বিকস করু পরিহাস কৌতুক অবধি অধিক উমঙ্গতে।
কত কত মনোরথ করত নরহরি ভণব কিঞ্চিত রঙ্গতে॥৪॥

এতেষাং মনোরথানি ক্রমেণাহ—

কাচিদাহ—যথারাগ

শচীর ভবনে যাইয়া শচীর চরণে প্রণাম করি।
অতি সলজ্জিত হইয়া দাঁড়াব যতনে ধৈরজ ধরি॥
অলপ ঘুঁঘট ঘুচায়া বারেক হেরিব গৌরাঙ্গ-পানে।
অনায়াসে তার পরাণ হরিব বঙ্কিম নয়ন-কোণে॥

ধৈরজ ধরিতে নারিবে অথির হইবে নাগররায়।
তাহা দেখি মুই মুচকি হাসিয়া পড়িনু সইয়ের গায় ॥
আমা পানে পুন চাহি প্রাণপিয় হাসিয়া লজ্জিত হবে।
নরহরি ইহা বুঝিয়া সুখের সায়রে সাঁতার দিবে ॥৫॥

কাচিচ্চ—যথারাগ

সখীসহ সুখে শ্রীশচীদেবীর অঙ্গনে দাঁড়াব গিয়া।
অলখিতে তাঁরে বারেক নিরখি জুড়াব নয়ন হিয়া ॥
সে পুন মো পানে চাহিবে তাহার বিষম আঁখির ঠারে।
ধৈরজ ধরম কিছু না থাকিবে কাঁপিব মদন-ভরে ॥
ঘামেতে তিতিবে তনু ঘন ঘন আউলাবে মাথার কেশ।
খসিবে বসন বারে বারে আর না রবে লাজের লেশ ॥
গৌরাঙ্গচান্দেরে আলিঙ্গন দিতে অধিক উদ্যত হব।
আচরে ধরিয়া রাখিবেক সখী তাহার কথায় রব ॥
মোরে এইরূপ হেরি আনে আনে করিব কতেক হাসি।
সে সব বুঝিয়া থির হব চিতে কিঞ্চিত সঙ্কোচ বাসি ॥
বিমুখী হইয়া দাঁড়াইব পুন বসন ঝাঁপিয়া মুখে।
নরহরি-প্রাণনাথ তাহা দেখি হাসিবে মনের সুখে ॥৬॥

কাচিচ্চ—যথারাগ

সইয়ের সমীপে দাঁড়াইব পুনঃ সইয়ের ইঙ্গিত পায়া।
গৌরনাগরের পানে না হেরিব রহিব বিমুখী হৈয়া ॥
মোর মুখ নিরখিতে না পাইয়া অধিক ব্যাকুল হবে।
অলখিত মোর সখী প্রতি হেরি নয়ন-কোণেতে কবে ॥
কিছু না বুঝিয়া কি লাগিয়ে এত হইয়াছে দারুণ রোষ।
ক্ষেমা করাহ আপন জনের কেহ না লওয়ে দোষ ॥

বারেক ঘুঁঘট ঘুচাইতে বল আমার শপথ দিয়া।
ও মুখ-মাধুরী নিরখিয়া মোর জুড়াউক নয়ান হিয়া॥
এতেক বুঝিয়া সখী মোরে পুনঃ কহিবে বিনয় করি।
মুখের বসন ঘুচায়া দাঁড়াহ দেখুক গৌরহরি॥
এ কথা শুনি না শুনিব সে পুনঃ ঘুচাবে আপন করে।
তাহে নিবারিয়া অধিক কোরধে দাঁড়াব যাইয়া দূরে॥
ইহা নিরখিয়া নয়নের জলে ভাসিবে গৌরাঙ্গরায়।
তাহা দেখি সখী আতুর হইয়া ধরিবে আমার পায়॥
তখন হাসিয়া ঘুঁঘট ঘুচাইয়া তেরছ নয়ানে রব।
নরহরি-প্রাণপতি বঁধুয়ারে পরম আনন্দ দিব॥৭॥

কাচিচ্চ—যথারাগ

গৌর নাগর রসের সাগর হেরিয়া তাহার পানে।
মুচকি হাসিয়া রসের কাহিনী কহিব সইয়ের সনে॥
মোর অপরূপ ভঙ্গী নিরখিয়া সে পুনঃ ভাসিবে সুখে।
ঈষৎ ঈষৎ হাসিয়া হাসিয়া ঠারিব বঙ্কিম আঁখে॥
তাহা বুঝি মুই দশনে অধর দাবিয়া ঘুঁঘট দিব।
অলখিত ভুরু-সন্ধানে বন্ধুর ধৈরজ হরিয়া নিব॥
মোরে আলিঙ্গন করিতে আতুর হইবে রসিক-রাজ।
নরহরি তাহে যতনে রাখিবে বুঝায়া লোকের লাজ॥৮॥

কাচিচ্চ—যথারাগ

আই মোরে বহু যতন করিবে না রব আইয়ের কাছে।
অলখিত হইয়া দাঁড়াব আপন সইয়ের পাছে॥
পরম আনন্দ হইয়া মিটাব অনেক দিনের ক্ষুধা।
নয়ান-চকোরে পান করাব সে বদন-চাঁদের সুধা॥

আমি ত দেখিব আঁখি ভরি তেঁহ মোরে না দেখিতে পাবে।
আতুর হইয়া মোর সখী প্রতি নয়ান ইঙ্গিতে কবে॥
একাকিনী তুমি আইলে তোমার সঙ্গিনী রহিল কোথা।
তুয়া দুইজনে একত্র না দেখি অন্তরে পাইয়ে ব্যথা॥
ইহা বুঝি সখী ধরি করে মোরে আপন সম্মুখে নিব।
মিছা ক্রোধ করি ঈষৎ হাসিয়া আমি না আগেতে যাব॥
তথাপি আমার সখী আপনার সম্মুখে রাখিবে ধরি।

*　　　*　　　*　　　*

নয়ন-ইঙ্গিতে বন্ধু প্রতি কবে দেখহ আপন জনে।
আমাপানে চায়া রসিকশেখর কহিবে নয়ান-কোণে॥
ভাল ভাল ওহে এ সব চাতুরী কোথাতে শিখিলে তুমি।
বল বল দেখি তোমা না দেখিয়া কিরূপে বাঁচিব আমি॥
এইরূপ বহু জানাবে বুঝিয়া মানিব আপন দোষ।
রসিক-শেখর গোরা মোর প্রতি তথাপি করিব রোষ॥
নরহরি তাহে মানাব মানিয়া দেখাবে গলার হার।
ঈষৎ হাসিয়া কহেন এরূপ কভু না করিহ আর॥৯॥

কাচিচ্চ—যথারাগ

গৌরাঙ্গ চান্দের পানে নিরখিতে পড়িব বিষম ভোলে।
হইব অবশ খসিবে কুণ্ডল লোটাবে ধরণীতলে॥
তুরিতে অঞ্চলে ঝাঁপিব তাহাতে হাতের চালনি হবে।
ঝন ঝন কর-কঙ্কণ শবদ শুনি সে আনন্দ পাবে॥
তেরছ নয়ন-কোণেতে জানাব গৌরাঙ্গ ভুবন-লোভা।
বারেক বসন ঘুচাহ নিরখি কিরূপ কেশের শোভা॥
ইহা বুঝি মুই ঈষৎ হাসিয়া ঘুঘটে ঢাকিব মুখ।
লজ্জিত দেখিয়া সখী প্রতি পুনঃ জানাবে পাইয়া সুখ॥

সখী স্থচতুরা আমারে কহিবে দাঁড়াহবিমুখ হৈয়া।
নহিলে অধিক অথির হইবা গৌরাঙ্গ পানেতে চায়া॥
এতেক বচনে গোরা পানে পিছু করিয়া দাঁড়াব ভুলি।
নিজ করে সখী শীঘ্র মোর শিরে বসন দিবেক কেলি॥
সে সময়ে গোরা রসের আবেশে অধিক অবশ হৈয়া।
কিছু না থাকিবে স্মৃতি অনিমিখ নয়নে রহিব চায়া॥
মু অতি সঙ্কোচে তরাতরি মাথে বসন দিব যে তুলি।
বাহিরে কোরধ করিয়া সইয়েতে ভর্ৎসিব নিলজী বলি॥
সখীর সমীপ হইতে কিঞ্চিত দূরেতে দাঁড়াব গিয়া।
নিজ দোষ মানি টানিয়া রাখিবে মাথার শপথ দিয়া॥
আমার এ রঙ্গ হেরি পুন রঙ্গে ভাসিবে গৌরাঙ্গ রঙ্গী।
মনের মানসে হাসিবেক নরহরি বন্ধুয়ার সঙ্গী॥১০॥

অন্যা চ—যথারাগ

গৌরাঙ্গ চান্দেরে নিরখি সখীরে ঠারিয়া তেরছ আঁখে।
মধুর মধুর হাসিয়া মধুর কাহিনী কহিব স্থখে॥
রসভরে শির চালন করিতে আউলাবে চুলের খোপা।
মধুর মধুর দুলিবে নাসার বেসর, কাণের চাঁপা॥
পিঠের উপরে ঝাপার দোলনি তাহা না দেখিতে পাবে।
নয়ানের কোণে ঠারিয়া নাগর ঈষত হাসিতে কবে॥
কোন ছলেতে বাম করেতে বসন তুলিয়া দেখাব তায়।
অমনি অবশ হবে নরহরি-পরাণ রসিক রায়॥১১॥

অন্যা চ—যথারাগ

সইয়ের নিকটে দাঁড়াব ঘুঁঘটে ঝাপিয়া বদন আধ।
অলপ অলপ চাহি অলখিত পুরাব মনের সাধ॥

বন্ধুয়া যখন আধ আধ হাসি চাহিবে আমার পানে।
বুঝিয়া তখনি আঁখি ফিরাইয়া হেরিয়া রহিব আনে ॥
প্রাণপিয়া লাজে লোচন সঙ্কোচ করিবে মধুর ছান্দে।
তাহা হেরি পুন আড় নয়নেতে হেরিব বদন-চান্দে ॥
আঁখে আঁখি দিতে না পারে চঞ্চল তা হেরি রহিব চায়া।
নরহরি পঁহু ভাসিবেন সুখে নয়নে নয়ন দিয়া ॥১২॥

আঁইয়ের অঙ্গনে যতনে দাঁড়াব ধরিয়া সইয়ের করে।
গোরা গুণমণি মো পানে চাহিয়া কহিবে আঁখির ঠারে ॥
উরোজ বসন বারেক ঘুচায়া ঘুচাহ মনের দুঃখ।
এ কথা বুঝিয়া লজ্জিত হইয়া অমনি ফিরাব মুখ ॥
সখী মোর অতি চতুরা বুঝিয়া পসারি আপন কর।
ইকি ইকি বলি বুকের বসন ঘুচাবে দেখায়া ডর ॥
ইহা দেখি মুখ বসনে ঝাঁপিয়া হাসিবে রসিকরায়।
মদনে পীড়িত হবে নরহরি সুস্থির করিবে তায় ॥১৩॥

অন্যা চ—যথারাগ

সইয়ের সমীপে দাঁড়াব নাগর না চাবে আমার পানে।
হাসিয়া হাসিয়া সুখে ঠারাঠারি করিবে সইয়ের সনে ॥
কিছু না বুঝিতে পারিয়া পুছিব ধরিয়া সইয়ের করে।
কি দোষ আমার দেখিয়া তোমরা হাসহ পরস্পরে ॥
এতেক শুনিয়া কহিবেন সখী আছয়ে তোমার দোষ।
আলিঙ্গন দিতে চাহয়ে নাগর তাহাতে করহ রোষ ॥
ইহা শুনি কব সঙ্কেত করিয়া হাসিব অমিয়পারা।
নরহরি থির করিতে নারিবে অধীর হইবে গোরা ॥১৪॥

অন্যা চ—যথারাগ

গৌরাঙ্গ-চান্দের হাসিমাখা মুখ দেখিয়া রসের ভরে।
গলায় বসন দিয়া কর যুড়ি কহিব আঁখির ঠারে॥
ভাল ওহে রসিকশেখর কি লাগি কপট কর।
না জানিয়ে ইহা কোথায় শিখিলে এত বা ভাঁড়াতে পার॥
আর কিবা হবে বারেক আসিয়া দেখাটি না দেহ পথে।
বিধাতা করিলে নারী তেঁই দুখ নহিলে রহিতু সাথে॥
এতেক শুনিয়া নরহরি-প্রাণবন্ধুয়া লজ্জিত হবে।
অবশ্য যাইব বলিয়া নয়ন-কোণেতে শপথ খাবে॥১৫॥

অন্যা চ—যথারাগ

সখীর সমাজে রহিয়া বারেক চাহিয়া ও মুখপানে।
বিরস বদন হইয়া নাগরে কহিব নয়ান-কোণে॥
ভাল ভাল ওহে পিরীতি-মরম কখন না জান তুমি।
এ পাড়া সে পাড়া বেড়াইতে পার কেবল বঞ্চিত আমি॥
তুমি ত রসিক-শেখর সতত আনন্দে থাকহ ভোর।
মুই অভাগিনী তোমার লাগিয়া কিবা না হইছে মোর॥
গুরুজন প্রাণ-অধিক বাসিত তারা বিষসম বাসে।
যারে দেখি হাসি করিতু এখন সে মোরে দেখিয়া হাসে॥
ইহাতেও যদি আপন জানিয়া প্রসন্ন থাকিতা তুমি।
তবে এ সকল কলঙ্ক তৃণের অধিক গণিতু আমি॥
একে এ দিবস রজনী দারুণ জ্বালা না শরীরে সয়।
আর তাহে তুমি নিদয় ইহাতে কিরূপে পরাণ রয়॥
তাতে মোর মন-সন্দেহ ঘুচাহ কি লাগি হৈয়াছে রোষ।
এরূপ তোমার স্বভাব অথবা পা'য়াছ কোন বা দোষ॥

এতেক বুঝিয়া রসবশ হইয়া চাহিয়া আমার পানে।
অলখিত করযুগল যুড়িয়া কহিবে নয়ন-কোণে॥
মরুক আমার স্বভাব সকল দোষেতে দূষিত আমি।
অনুক্ষণ মনে জানিয়ে কেবল পরাণ-অধিক তুমি॥
ইহা বুঝি মুঞি মুচকি হাসিয়া ঠারিব সইয়ের প্রতি।
নরহরিপিয়া হিয়া থির হবে দেখিয়া হরষ অতি॥১৬॥

বিলাপ ছন্দ

ইহ ভাতি যুবতী-কদম্ব করত মনোরথাধিক উলসয়ে।
অতি সুখদ সুন্দর গৌরবর নব চরিতচয় চিত বিলসয়ে॥
তনু কম্প ঘন শম্পাসদৃশ অরু অম্বু বিগলত নয়নহি।
নব প্রেমগতি নব নবহি বরণি ন শকত শত শত বয়নহি॥১৭॥

রাগ ললিত

রজনী প্রভাত সময়ে সব সুন্দরী চলত ললিত গতি অতি রুচিকারী।
অপরূপ বেশ সরস রসনা মণিনূপুর-রব মুনিজন-মনোহারী॥
অনুভব নহই কৌনে সিরজল প্রতি অঙ্গ কিরণে করু ভুবন উজোর।
মনমথ শত শত মুরুছে হেরি তনু সৌরভে মধুপ ধাওত চহু ওর॥
হরষ পরসপর পরম রঙ্গ উর তুরিতহি রুচির গেহমধি গেল।
অঙ্গন সুখবর সরসি তাহি নব কমলবৃন্দ জনু প্রফুলিত ভেল॥
আইক নিয়রে যাই বহু যতনহি যূথ যূথ সব করু পরণাম।
চম্পককলি অঞ্জলি ভরি ভরি বিহি পূজত পদ বুঝি ভণ ঘনশ্যাম॥১৮॥

যথারাগ

যুবতীযূথ মতি গতি অতি অদভুত করত প্রণাম ভঙ্গী রুচিকারী।
নমত সুতনু জনু কনকলতা নব কুসুমসমূহ-ভারগত ভারী॥

* * * * * * *

সুরুচির চরণ উপান্ত ধরত শির শিথিল শিরোরুহ অসিত সুকাঁতি।
লঘু লঘু করপল্লব করু প্রেরণ দুর্লভ রেণু গ্রহণে চিত চাহ॥
ঝলকত নখ মরিযাদ হেতু জনু ভেটত মণিগণ অনুপ উছাহ॥
অম্বুজ-বদনে ঝাঁপি বসনাঞ্চল হাসত মৃদু মৃদু কিরণ প্রকাশ।
নব মকরন্দ ছানি জনু যতনহি সিঞ্চত ঘন ভণ নরহরি দাস॥১৯॥

মুক্তা ছন্দঃ

রাজত অপরূপ যুবতী ঘটা। অদ্ভুত তনু রুচি রুচির ছটা॥
চারু চরিত গুণ কো কবি বরণে। বিনয় পূর্ব্ব প্রণমই শচী-চরণে॥২০॥

তুড়ি রাগ

শচী জগত-জননী জননী-তত্ত্ববিদ বিদিত সুচারু চরিত রীতি।
নিজ প্রাণের অধিক বধূসম মনে সবাকারে করে পরম প্রীতি॥
প্রতি জনে জনে পুছি মঙ্গল শিরেতে কর ধরি করে আশিষ বহু।
সদা বাড়ুক সম্পদ পতি আদি সব চিরজীবী হৈয়া কুশলে রহু॥
ইহা শুনি বধূগণ মনে মনে হাসি সুখে ভাসি কহে মধুর কথা।
ওগো এ শুভ চরণ দরশনে বল কি লাগি অশুভ রহিবে এথা॥
অতি সঙ্কুচিত চিতে কিঞ্চিত কহি কর যুড়ি নিকটে দাঁড়ায়া রহে।
নরহরি-প্রাণপতি মাতা তা দেখিয়া আঁখি ছল ছল বিবশ স্নেহে॥২১॥

যথারাগ

নব নদীয়ানাগরী গো বিভোরি রয় থোরি কি চরিত বুঝিবে আনে।
অতি অলখিত পিয়া পানে চাহি হিয়া থরহরি কাঁপে মদন-বাণে॥
কেহ ভাবি মনে মনে ভণে আজু বুঝি নিলজী হইনু সবার পাশে।
কেহ কারু প্রতি ঠারি নারে সম্বরিতে অমনি ঈষত ঈষত হাসে॥
কেহ কারু করে ধরি ধীরে ধীরে সাধে অধিক আনন্দে উমড়ে হিয়া।
কেহ কারু প্রতি কহে পিরীতি-কাহিনী অলপ ঘুঁঘটে ঘুঁঘট দিয়া॥

কেহ কারু প্রতি করে করেতে সঙ্কেত কত কত কথা উপজে মনে।
কেহ কারু মতি স্থির করে কত ভয় দেখাইয়া চারু নয়ন-কোণে॥
কেহ নিজ ধৈর্য্য জানাইতে কারু মুখ মোছে পটাঞ্চল যতনে লৈয়া।
কেহ করি কাণাকাণি জানি বিপরীত এক ভিতে থাকে গুপত হৈয়া॥
এইরূপ যত কুলবতী সতী গৌর-প্রেমরসার্ণবে মগন হৈলা।
নরহরি কি কহিবে প্রাণ-নাথে প্রাণ জীবন যৌবন সঁপিয়া দিলা॥২২॥

যথারাগ

নদীয়া নাগরীগণের চরণে। মতি রহু মোর জীবনে মরণে॥
এমন কথন না দেখি না শুনি। পিয়া লাগি সব তিয়াগে অমনি॥
গোরা-প্রেমে তনু গঠিত সবার। কে বুঝিবে ইহা শকতি কাহার॥
এই আশা নরহরির হিয়ায়। এ সবার গুণ গাইয়ে সদায়॥২৩॥

ইতি শ্রীমদ্গৌর-চরিত্রচিন্তামণৌ প্রাতঃকালীয়-চরিত্র-বর্ণনে শ্রীনবদ্বীপ-নাগরীণাং মনোরথাদি-বর্ণনং নাম নবমঃ কিরণঃ॥৯॥

পুনঃ প্রাতঃকালে দেবরমণীনাং তদ্দর্শন-রসোৎসুক বিবিধ কৌতুকাদিকং—

মাতঙ্গ ছন্দঃ

নিশি ভোর ভুবনক ভূষণ হি শচীভবন অধিক সুহাঅই।
নদীয়া-নগর ঘর ঘর সুবর নরনারী চহুঁদিশ ধাঅই॥
কবি কৌন বরণব রঙ্গ-জলধি তরঙ্গ সদৃশ উমঙ্গয়ে।
পুররমণীগণ গণসহ গগনগত গতি সুলসত অভঙ্গয়ে॥
অতি বিমল অন্তর তরল খিতি উতরইতে করত বিচারহি।
কত কত যতনে ধৃতি ধরত গুরুতর কম্প তনু অনিবারহি॥

বর গৌর রুচিচয় চারু রোচক চপল লোচনে চাথয়ে।
বলিহারি নরহরি বিবশ সব পুনঃ পরশ পরবশ রাথয়ে ॥১॥

রঙ্গমালা ছন্দঃ

সুরনারী নিকর নিহারি পিয় হিয় উলস সোহে সুধঙ্গ।
নব ভূরি ভূষণ বসন ঝলকত বিপুল পুলকিত অঙ্গ ॥
সম যূথ যূথ অগম্য রম্য সুবেশ লস বহু ভাঁতি।
গত গগন মণ্ডল দীপ্ত কৃত জনু দিবা বিদ্যুত পাঁতি ॥
শুভ ভাবভর পরিপূর্ণ অনুপম ভঙ্গী গতি অতি মন্দ।
খণ খণ ঘুঁঘট পট লটকি পরু খণ খসত নব নীবিবন্ধ ॥
মৃদু হসত মধুরিম অধর দংশত দশন রুচি পরকাশ।
পরস্পর পর কর পুকরি কহ কছু মুদিত নরহরি দাস ॥২॥

কাচিদাহ—যথারাগ

সজনী! রজনি দিবস ভাবিয়া নিচয় জানিনু মোরা।
নদীয়ার লোক পাগল করিতে প্রকট হইয়াছে গোরা ॥
ক্ষণেক গৌরাঙ্গ-চাঁদেরে ছাড়িয়া কেহ না রহিতে পারে।
শয়নে স্বপনে সদাই খিয়ান মন না থাকয়ে ঘরে ॥
কি বলিব আর তার সাথী দেখ এ পাড়া সে পাড়া পানে।
শয়নে থাকিয়া গোরা গোরা বলি মুখে না আনয়ে আনে ॥
শুনহ শ্রবণ ভরি অপরূপ প্রভাতে মধুর ধ্বনি।
নরহরি-পহু চরিত গাইতে এ সব পরম গুণী ॥৩॥

কাচিচ্চ—যথারাগ

দেখ দেখ ওগো আজু কি আনন্দ সুন্দর নদীয়াপুরে।
জগতের যত শুভ শোভা সব নদীয়াবাসীর ঘরে ॥

মরি মরি এই সবার চরিত বুঝিতে লাগয়ে ধন্দ।
শয়ন তেজিয়া রজনী সহিতে করয়ে দারুণ দ্বন্দ্ব॥
কেহ কহে চল চলহ তুরিতে এখন না সহে ব্যাজ।
যে হবে সে হবে অমনি পড়িয়া থাকুক সকল কাজ॥
এইরূপ কত কথোপকথন হইছে পরস্পরে।
নরহরি-প্রাণনাথেরে দেখিতে কেহ না থাকয়ে ঘরে॥৪॥

কাচিচ্চ—যথারাগ

ধন্য ধন্য ওগো জগতের মাঝে যতেক নদীয়াবাসী।
নিশ্চয় সবার প্রাণ-সরবস গৌরাঙ্গ গুণের রাশি॥
যে হৌক সে হৌক তাহাতে নদীয়ানাগরী পরম ধন্য।
না জানি সে কত কত শত যুগে করিল কতেক পুণ্য॥
গৌরাঙ্গ-চাঁদের প্রতি দেখ দেখ কিবা অপরূপ নেহ।
রজনী-প্রভাতে ধায় চারিভিতে ধরিতে নারয়ে থেহ॥
মরি মরি যেন এ নব যুবতীগণের বালাই লৈয়া।
এ লাজ ধরম কিছু না গণয়ে কুলের রমণী হৈয়া॥
ধিক্ ধিক্ সুরপুরের বসতি ধিক্ এ শরীর ভার!
ধিক্ ধিক্ রহু নয়ন, এরূপ-যৌবনে কি কাজ আর॥
হেন ভাগ্য যদি থাকিত কখন নদ্যাতে হইত বাস।
তবে এ সকলে সঙ্গতি করিয়া পুরাইত মনের আশ॥
গোরা-সুখে সুখী এ সব ইহারা না জানে আপন সুখ।
তিলেক না দেখি ও মুখ মরণ অধিক মানয়ে দুঃখ॥
এ সবার গুণগানে মোর মন উলস দিবস নিশি।
নরহরি সাথী সতত এ সবে পরাণ অধিক বাসি॥৫॥

কাচিচ্চ—যথারাগ

নদীয়া-নাগরীগণের চরিত বুঝিতে শকতি কার।
পরম রূপসী রসিকিনী হেন জগতে নাহিক আর ॥
দেখ দেখ ওগো এ নব শোভার বালাই লইয়া মরি।
নদীয়ার পথ-নদী তাহে বুঝি ফুটল কমল-সারি ॥
গমন-চাতুরি কিবা অপরূপ চাহনি পরসপরে।
হাস পরিহাস রসের আবেশে কতেক ভঙ্গিমা করে ॥
ঝলমল নব বসন ভূষণ উপমা নাহিক যার।
না জানিয়ে কোন ভাবে অনুখণ দুলিছে হিয়ার হার ॥
শিরে সুকুণ্ডল শিথিল আয়লায়া পড়িছে কুসুম-ততি।
তিল আধ থির হইতে নারয়ে সবার তুরিত গতি ॥
নরহরি পহু ভেটিতে উলস প্রবেশে ভবন-মাঝে।
যৌবন সম্পদ দান দিবে জানি মঙ্গল নূপুর বাজে ॥৬॥

কাচিচ্চ—যথারাগ

মরি মরি ওগো নদীয়ার মাঝে কিবা অপরূপ শোভা।
না জানিয়ে কেবা গঠিল শচীর ভবন ভুবন-লোভা ॥
ঝলমল করে চারিদিগে নব কনক-মন্দির সারি।
কনক-অঙ্গনে বিলসয়ে কত কনক পুরুষ নারী ॥
আর অপরূপ দেখ কনকের নদীয়া নগর হৈল।
কনকের তরু কদম্ব কনকলতায় সাজিছে ভাল ॥
কনকের পশু-পক্ষী যত কীট পতঙ্গ কনকপারা।
শ্বেতবর্ণ কেবা হরিল জাহ্নবী হইলা কনকধারা ॥
কনক গগন হইল ইকি হের জগত কনকমত।
তাহে বুঝি এই নরহরিপহু-রূপের প্রতাপ এত ॥৭॥

কাচিচ্চ—যথারাগ

দেখ দেখ ওগো ভুবনমোহন গৌরাঙ্গ-রূপের ছটা।
কি এ ধারাধর তেজিয়া ধরণী উপরে বিজুরীঘটা॥
কি এ নিরমল সুন্দর কনক কমলকলিকা-রাশি।
কি এ অতিশয় মর্দ্দিত বিমল চারু গোরোচনা-রাশি॥
কি এ ব্রজ-নবযুবতী-কুচের নবীন কুঙ্কুমভার।
কি এ নবদ্বীপ-নাগরীগণের গলার চম্পক-হার॥
মনে হয় হেন সতত ইহারে হিয়ার মাঝারে রাখি।
নিরখিতে আঁখি নহে তিরপিত ইথে নরহরি-সাথী॥৮॥

কাচিচ্চ—যথারাগ

দেখ দেখ ওগো গৌরাঙ্গ-চান্দের ভুবনমোহন বেশ।
আউলায়া পড়িছে কুন্দ-কলি-বেড়া সুচারু চাচর কেশ॥
সুললিত ভালে তিলক-কুঙ্কুম চন্দনবিন্দু সুসাজে।
যেন উড়ুপতি উদয় হয়েছে কনক-গগন মাঝে॥
শ্রবণে কুণ্ডল ঝলকে উহার উপমা দিবেক কে।
বুঝিয়ে ধৈরজ-ধরম-সরম সকলি হরিব সে॥
যুবতী-মোহন মালা গলে অতি অনুপম ক্রমভঙ্গ।
নরহরি-নাথ দেখিয়ে কিরূপ না বুঝি এ কোন রঙ্গ॥৯॥

কাচিচ্চ—যথারাগ

শুন শুন ওগো প্রাণসম তুমি কহিয়ে তোমার কাণে।
তুমি যে বিচার করিয়াছ তাহা হইয়াছে আমার মনে॥
কেমন কেমন লাগে আজু যেন দেখহ চতুর তুমি।
রসের আবেশে অবশ এমন কভু না দেখিয়ে আমি॥

যদি কোন দিন দেখিয়ে তথাপি কিছু না লেখিতে পারি।
বল বল দেখি গৌরাঙ্গ-চান্দের মন কে করিল চুরি ॥
নরহরি চান্দ নাগর বটেন বুঝিতে পারিয়ে কাজে।
তবু দড় করি কারু কাছে ইহা কহিতে নারিয়ে লাজে ॥১০॥

কাচিচ্চ—যথারাগ

হের আইস ওগো তুয়া মন কথা সব বুঝিলাম আমি।
এতদিন গোরাচান্দের এ সব চরিত না জান তুমি ॥
তাহাতে নিশ্চয় বলিয়ে তোমরা আর না ভাবিহ চিতে।
মোহিত হইয়াছে গৌরাঙ্গ এ নব যুবতীগণের প্রীতে ॥
আজু কোন ভাগ্যবতীর সহিতে রজনী করিল বাস ॥
এ অঙ্গ পরশ দিয়া তার সব পুরাইল মনের আশ ॥
সে অতি রসিকা নাগরী বুঝিনু পরম আনন্দে ভাসি।
নদীয়ার নব নাগর-শেখর ঘুমাইতে না দিলে নিশি ॥
যদি বল ইহা কেমনে জানিব দেখহ তাহার সাথী।
অলসে অবশ ঢুলু ঢুলু চারু অরুণ যুগল আঁখি ॥
আর তাহে হেন বেশ বিপরীত ইথে কি সংশয় আছে ?
নরহরি-পঁহু গুপত বিহার বেকত রসিক-কাছে ॥১১॥

কাচিচ্চ—যথারাগ

কি বলিব ওগো অনুভবি ভাল নিশ্চয় করিলা তুমি।
গৌরাঙ্গ-চান্দের নাগরালী যত সকল জানিয়ে আমি ॥
তোমা সবাপাশে সে সব কাহিনী কহিতে সঙ্কোচ বাসি।
তাহে গৌরাঙ্গের চরিত হেরিয়া অন্তরে উপজে হাসি ॥
ইঁহো আপনাকে সতত বাসয়ে আমি সে চতুররাজ।
গুপত আমার অবতার আর গুপত সকল কাজ ॥

গুপত চলন বোলন গুপত গুপত নটন ভঙ্গ।
গুপত নদীয়ানাগরী সনে গুপত পিরীতি-রঙ্গ॥
গুপত করিয়ে নাগরালি ইহা কেহ না লখিতে পারে।
এইরূপ বহু মনে দিনকর-কিরণ ঝাঁপয়ে করে॥
চতুর উপরে চতুর যে জন তাহে কি চাতুরী রয়।
ইহা না বুঝিয়ে নরহরিপঁহু কাহারে করয়ে ভয়॥১২॥

অন্যা চ—যথারাগ

গৌরাঙ্গ-চান্দের এইরূপ সব ইথে না বাসিহ দুঃখ।
বেকত বিষয়ে বিষাদ ঘটয়ে গুপতে অধিক সুখ॥
পরাণ অধিক গুপত করয়ে পাইয়া অলপ ধনে।
যদি বল ইহা অসম্ভব তাতে দেখহ জগত জনে॥
পিরীতি পরম রতন ইহারে গুপত করিলে কাজ।
বেকত হইলে রসিক জনার অন্তরে উপজে লাজ॥
নরহরি-পঁহু সুঘরশেখর জানে কি এমন জনা।
গুপত বিহার করে অবিরত জানায় সুঘরপনা॥১৩॥

অন্যা চ—যথারাগ

যে বল সে বল পিরীতি গুপত করিতে অধিক ভার।
পিরীতি গুপত না থাকে কখন, বেকত স্বভাব তার॥
দিনকর-সম করে আচরণ ইহা কি গুপত মানি।
গুপত গুপত তোমরা জানহ আমি ত বেকত জানি॥
নদীয়া নগরে রসিকশেখর শচীর দুলাল গোরা।
যত কুলবতী যুবতী সবার ধৈরজ-রতন-চোরা॥
জগতের মাঝে দেখিনু এমন নাগর কোথাও নাই।
নিশ্চয় জানিহ কেহ এড়াইতে নারয়ে ইহার ঠাঁই॥

যদি কোন ধনী ধৈরজ ধরিয়া ধরম রাখিতে চায়।
বিষম নয়ান-কোণে নিরখিয়া মোহিত করয়ে তায় ॥
নিশিদিন নব নাগরী সহিত অশেষ বিলাস করে।
নরহরি-নাথ নাগরী-বল্লভ নাগরী লাগিয়া ঝুরে ॥

কাচিচ্চ — যথারাগ

শুন শুন ওগো নিশ্চয় বলিয়ে অধিক অবোধ মোরা।
বুঝিতে নারিয়ে হেন নাগরালি নদ্যাতে করয়ে গোরা ॥
বাহিরে যেরূপ দেখিয়ে ইহার পরম উদারপনা।
সেইরূপ মোরা জানিয়ে অন্তরে কি আছে না যায় জানা ॥
ধন্য ধন্য যেন তোমরা পরম রসিকিনী সুরপুরে।
এ সব বিহার তোমা সবা বিনা আনে কি বুঝিতে পারে ?
যে হৌক সে হৌক এতদিনে যেন মনের আঁধার গেল।
নরহরি পঁহু যুবতী অধীন জগতে প্রকট হৈল ॥

যথারাগ

গৌরাঙ্গ চান্দের নাগরালী যত। কহয়ে সকলে কত কত মত ॥
যেন বরিষয়ে অমিয়ার ধার। না জানি কি সুখ অন্তরে সবার ॥
আর এক নব যূথের রমণী। আইলেন তথা শুনিয়ে এ বাণী ॥
নরহরি তার রীতি না জানয়ে। এ সবার প্রতি সাহসে ভণয়ে ॥১৬॥

যথারাগ

কি বলিব ওগো তোমাদের প্রতি মুই সে পড়িনু ধন্দে।
কি লাগিয়া এত নিন্দহ এমন সুজন নদ্যার চান্দে ॥
পরম পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্র কেবা না জানয়ে তায়।
তার নিরমল কুলের প্রদীপ জগতে যাহারা গায় ॥
যে দিগ্বিজয়ী-জয়ী নদীয়ার পণ্ডিত অধীন যার।
সদা ধর্ম্মপথে রত বেদাদিক বিনা না জানয়ে আর ॥

প্রকৃতি-প্রসঙ্গ কভু না শুনয়ে, শুনিতে বাসয়ে দুখ।
ভুলিয়া কখন না দেখয়ে পর-রমণীগণের মুখ॥
যদি কভু সুরধুনী স্নানে নারী বসন ঠেকয়ে গায়।
তখনি উচিত করে পরাচিত তবু না সম্বিত পায়॥
তাহে সাধ করি মিছা অপবাদ দিলে অপরাধ হবে।
নরহরি-সাথী শিখাই সবারে এ কথা কভু না কবে॥১৭॥

মল্লাররাগ

আর এক নারী। অতি ভরাতরী॥
আসি সেই খানে। চাহে চারি পানে॥
কে বুঝে অন্তর। নাহি কিছু ডর॥
নিজ সখী করে। ধরি কহে তারে॥১৮॥

মল্লাররাগ

হের আইস ওগো ও সব সহিতে কি লাগি করিছ দ্বন্দ্ব।
সুরপুরে মিছা প্রপঞ্চ ঘটিল ইথে না বাসহ ধন্দ॥
যত সদাচার সব গেল দূরে কেহ না কাহুকে মানে।
এ বড় বিষম কিসে কিবা হয় তাহা না কিছুই জানে॥
দোষযুক্ত জনে দুষিতে নিষেধ এ কথা সকলে কয়।
দোষহীন জনে যে দোষে অবশ্য সে দোষী জগতে হয়॥
পরম সুজন শচীসুত ইহা বিদিত ভুবন-মাঝে।
কারু পানে কভু দেখিবে থাকুক, বদন না তোলে লাজে॥
কখন যে পর-প্রকৃতিগণের ছায়া না পরশে পায়।
না বুঝিয়ে কিছু অঙ্গ-পরশাদি কিরূপে সম্ভব তায়॥

সুরধুনী-ঘাটে যুবতীর ঘটা জানি না যায়েন তথা।
সরোবরে গিয়া করয়ে সিনান দেখয়ে নিভৃত যথা॥
নহে নিজ ঘরে সারে ক্রীয়া হিয়া কাঁপয়ে কলঙ্ক-ডরে।
মহাজিতেন্দ্রিয় প্রিয় সবাকার, কেবা না প্রশংসা করে॥
হায় হায় হেন জনে হেন কথা কহয়ে কিরূপ করি।
অনুপম যার যশঃ রসায়ন জগতে রৈয়াছে ভরি॥
তাহে হেন কথা কে যাবে প্রতীত, ইহাতে বাসিয়ে লাজ।
সুজন জনে কি সুজনে নিন্দয়ে, কুজন জনের কাজ॥
১০ তথাপি বলিয়ে সহবাসী জানি মানিবে বচন-সার।
ভুলিয়া কখন নরহরি-নাথে কেহ না নিন্দিহ আর॥১৯॥

যথারাগ

এ সব রঙ্গিণী। উপদেশ বাণী॥
শুনি অতিশয়। কৌতুক হৃদয়॥
চাহিয়া তা পানে। হাসে মনে মনে॥
করিয়া চাতুরী। ভণে ভঙ্গি করি॥২০॥

যথারাগ

ভাল ভাল ওগো এ সব কথাতে ভয় না বাসিয়ে মোরা।
যেরূপ সুজন তুমি সেইরূপ সুজন তোমার গোরা॥
আহা মরি মরি কিছু না জানয়ে না দেখি এমন জনা।
অতি জিতেন্দ্রিয় মুনীন্দ্র-সদৃশ বিদিত ধার্ম্মিকপনা॥
প্রকৃতি-প্রসঙ্গ না শুনে এ যশঃ প্রসিদ্ধ জগত মাঝে।
নিজ গৃহ ছাড়ি কারু বাড়ী কভু না যান কোনই কাজে॥
এইরূপ বহু গুণ অনুপম তুমি বা কহিবে কত।
বাহিরে প্রকট না করয়ে আর অন্তরে আছয়ে যত॥

তাহে বলি শুন সে গুণ জানিতে আনের শকতি নয়।
কেবল এ নব যুবতী কটাক্ষ ছটায়ে প্রকট হয়॥
তোমাদের আঁখি পাখীসব দেখি না দেখে রজনীচান্দ।
আনে কি জানিবে নরহরিনাথ রমণী-মোহন-ফান্দ॥২১॥

অস্যাঃ স্বপক্ষাহ—যথারাগ

হের আইস প্রাণ সজনি! ইহাতে সুখ না উপজে মনে।
এ সব নিগূঢ় রসকথা বৃথা কহিছ উহার সনে॥
রসিকিনী বিনা বুঝিতে পারে কি রসিক জনের হিয়া?
তাহে এহ অতি সরলা কখন না চলে এ পথ দিয়া॥
যত তত তুমি বুঝাহ তাহাতে নাহিক উহার দায়।
নিরাকারে যার আরতি তারে কি আকার কখন ভায়॥
যদি অকপটে কখন করয়ে তুলহ তোদের সঙ্গ।
তবে সে বুঝিতে পারিবে নদীয়াচান্দের যেরূপ রঙ্গ॥
এ সকল কথা থাকুক এখন বারেক সুধাহ তারে।
অতি জিতেন্দ্রিয় হইয়া কেমনে এরূপ বিলাস করে॥
যে জন কিছু না জানে, যার নাহি কোনই সুখের লেশ।
সে কেনে নদীয়া নগরের মাঝে ধরে নাগরিণী বেশ॥
ইহা কোনখানে না শুনি উদার জনের কি হেন কাজ।
অঙ্গের সৌরভে নারী-ভ্রমরীর ভাঙ্গয়ে ভরম লাজ॥
অতিধীর যেহ তার কি এ ক্রিয়া কিরূপে মনেতে ভায়।
পুরুষ-বদন হেরি নারীমুখ-ভরমে মুরুছা যায়॥
এ বড় বিষম বহু লাজ যার তার কি এমন কাম।
সতের সমাজে নাচে অবিরত লইয়া নারীর নাম॥
প্রকৃতি-প্রসঙ্গ যে জন কখন না শুনে আপন কাণে।
সে জন কেমন করিয়া সতত প্রকৃতি জপয়ে মনে॥

যেহ জগতের মাঝে অতিশয় অনন্ত ধার্ম্মিক বড় ।
সে নিজ ভণনে কি কারণে এত যুবতী করয়ে জড় ॥
নরহরি-পঁহু এই রীতি ইথে বলহ উত্তর দিতে ।
হেন জনে হেন প্রতায় কিরূপে হইয়াছে উহার চিতে ॥২২॥

যথারাগ

রঙ্গিয়া রমণীগণে । এরূপ অনেক ভণে ॥
কে পারে উত্তর দিতে । সে ধনী লজ্জিত চিতে ॥
তথা আর এক নারী । জানয়ে চাতুরী ভারি ॥
হেরি নিজগণ পানে । মধুর বচন ভনে ॥২৩॥

যথারাগ

শুন শুন ওগো সকল বুঝিনু ইহার নাহিক দোষ ।
বিচার করিতে তোমা সবাপ্রতি হইছে আমার রোষ ॥
যদি না বুঝিয়া কেহ কিছু কহে তাহে কি করিয়ে হাসি ।
যেরূপ বুঝিতে পারয়ে সেরূপ বুঝাইলে সুবুদ্ধি বাসি ॥
এহ সুচরিত আহা মরি হেন জনে না বুঝাইতে জান ।
থাকহ নীরব হইয়া এখন আমি যে কহি তা শুন ॥
হের আইস ওহে সুজন সুন্দরী মনে না বাসিহ দুঃখ ।
তোমার বচন শুনি মোর মনে হৈয়াছে পরম সুখ ॥
তুমি বল গোরা পর-প্রকৃতি না দেখয়ে নয়ান-কোণে ।
এ সকল কথা কিরূপে প্রতায় হইবে আমার মনে ॥
যেরূপ প্রশংসা কর তার যদি কিঞ্চিৎ দেখিতে পাই ।
নিশ্চয় বলিয়া শপথ খাইয়া তথাপি প্রতায় যাই ॥
নদীয়া নগরে নাগরালি যত নাহিক তাহার লেখা ।
আনের কথাতে যে হৌক সে হৌক ইহা ত আমার দেখা ॥

যদি বল এই অবতারে ইহা সম্ভব কিরূপে হয়।
আছয়ে তাহার কারণ প্রসিদ্ধ সকল লোকেতে কয় ॥

যার যে স্বভাব থাকে তাহা কেহ কভু না ছাড়িতে পারে।
স্বভাবানুরূপ করে ক্রিয়া, কারু নিষেধ কিছু না করে।

যদি মনে কর এরূপ ইহার স্বভাব কোথা না দেখি।
তাহাতে তোমারে নিবেদিয়ে শুন ইহাতে জগত সাক্ষী ॥

এই শচীসুত যশোদানন্দন তাহা কি না জান তুমি।
বৃন্দাবনে যত নিগূঢ় বিলাস তাহা কি জানাব আমি ॥

গোপিকার লাগি গোচারণ গিরি-ধারণ আদিক যত।
গোপিকা সহিত যেথানে যে লীলা তাহা বা কহিব কত ॥

তা সবার অতি অধীন তিলেক না দেখি কলপ বাসে।
কত ছল করি ফিরে অনুখণ অঙ্গের পরশ-আশে ॥

মানবতী কেহ মান করি কানু-পানে না ফিরিয়া চায়।
তার মান-অবসানের কারণে ধরেন সখীর পায় ॥

কান্ধেতে করিয়া বহে আপনার পরম সৌভাগ্য মানি।
বেদস্তুতি হৈতে পরম আনন্দ শুনিয়া ভৎসন বাণী ॥

যুবতী লাগিয়া জগতে বিষম কলঙ্ক না গণে কেহ।
বল বল দেখি এরূপ স্বভাব কিরূপে ছাড়িব তেঁহ ॥

ইহাতে নিশ্চয় জানিহ তোমরা বিচার করিয়া চিতে।
স্বভাবে করায় এ সকল ক্রিয়া বুঝিবে আপনা হৈতে ॥

নরহরি-পঁহু রসিকশেখর উপমা নাহিক যার।
এ সব চরিত কেবা নাহি জানে ইথে কি সন্দেহ আর ॥২৪॥

যথারাগ

ব্রজপুরে রস-বিলাস-বিশেষ সে সকল কেবা কহিতে পারে।
গুপতে রাখিয়া নিও চিত যাহা কহিয়ে আপন জানিয়া তোরে॥
এই সেই সেই এই, সেই সব প্রিয় পরিকর সঙ্গেতে লৈয়া।
বিহরয়ে সদা নদীয়া নগরে নিজ গুণগণে মগন হৈয়া॥
অপরূপ রূপমাধুরী অমিয়া পিয়াইয়া আগে আপন জনে।
উনমত-মত মতি গতি করু তাহে তারা কেহ কিছু না গণে॥
নব নব কুলবতী-কুল কুল-কলঙ্ক লাজে তিলাঞ্জলি দিয়া।
নরহরি সাথী সার কৈল সবে সুখময় গোরা পরাণ-পিয়া॥২৫॥

যথারাগ

গৌরাঙ্গ-চান্দের সুচারু চরিত শুনি শুনি ধনী পরম সুখী।
ধৈরজ ধরিতে নারে বারে বারে প্রেমনীরে ভরে যুগল আঁখি॥
যুড়ি করে কর করিয়া প্রণাম কহে পুনঃ মৃদু মধুর কথা।
নিজজন জানি এত দিনে যেন ঘুচাইলে সব হিয়ার ব্যথা॥
নিবেদিয়ে এই নদীয়া নগরে নারেক বসতি কিরূপে পাব।
আর নব নব রঙ্গিনীগণের সঙ্গিনী হইয়া কিরূপে রব॥
নরহরি প্রাণপিয়া হিয়া মাঝে রাখিয়া ঘুচাব দারুণ বাধা।
কহ কহ ওগো উপায় কিরূপে সফল হবে এ সকল সাধা॥২৬॥

যথারাগ

শুনি সুচারু বাণী মানি সুন্দরী আনন্দিত পুনঃ বিচারি চিতে।
যে কিছু পুছিল ছিল যাহা মনে তাহা কহি দিল অধিক মতে॥
অমিয়ার ধারা সম সে কাহিনী নারি বিবরিতে তা এক মুখে।
সবাকার পরিপুলকিত হিয়া কি আর বলিব ভাসয়ে সুখে॥

কাঁপে ঘন ঘন তনু অনুপম রীতি ধৃতি লেশ ধরিতে নারে।
কেহ কারু অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া ভঙ্গী করে কত রসের ভরে॥
আঁখি-কোণে ঠারাঠারি করি হাসে অনঙ্গ-রঙ্গেতে মগন হৈয়া।
পরস্পর কত কৌতুকেতে মাতে নরহরিপঁহু পানেতে চায়া॥২৭॥

ইতি শ্রীমদ্গৌরচরিত্র-চিন্তামণৌ প্রাতঃকালীয়-চরিত্র বর্ণনে দেবরমণীনাং তৎ প্রেমাবিষ্ট-কৌতুকাদিবর্ণনং নাম দশমঃ কিরণঃ।

পুনঃ প্রাতঃকালে দেবরমণীনাং প্রেমকলহাদিকং—

রাগ ললিত

রজনী প্রভাতে কি আনন্দ আজু অঙ্গনে বিলাসে নদীয়ার শশী।
সুরনারীগণ গগনেতে রহি পিয়ে গোরারূপ অমিয়া-রাশি॥
কেহ কহে ওগো হের দেখ মোর নদীয়ার নব নাগরীগণে।
প্রাণপিয়া লাগি পাগলী হইয়া ফিরে আর কিছু নাহিক মনে॥
কেহ কহে নদ্যা বিষম বুঝিনু কলঙ্ক সবার হইব মেন।
কেহ কহে হিত করিতে উচিত হেন কাজ গোরা করয়ে কেন॥
কেহ কহে কেন না জান ইহারে ব্রজ-নারীগণে কিবা না কৈল।
কেহ কহে ইহ এই কাজে সুখী কভু নিজ পর লাজ না থুইল॥
কেহ কহে নদ্যা নারী কেন করে এরূপ কলঙ্ক ভয় না জানে।
কেহ কহে যার পিরীতের মন সে কি হেন তুচ্ছ কলঙ্ক গণে॥
কেহ কহে যার চাতুরি প্রবল তার কি কখন কলঙ্ক রটে।
কেহ কহে নরহরি ভাল জানে পিরীত করিলে কলঙ্ক ঘটে॥১॥

যথারাগ

দেব-রমণীগণে। এইরূপ কত ভণে॥
কিবা অপরূপ সাজে। বিলসে গগন মাঝে॥
পুলকে পূরিত দেহা। ধরিতে নারয়ে থেহা॥
কত না উঠয়ে মনে। ইহা কি বুঝিবে আনে॥২॥

যথারাগ

সুরনারীগণ গুণবতী অতি কে পারে তাদের উপমা দিতে।
নদীয়ার নব যুবতীর প্রেম-পরিপাটী হেরি মোহিত চিতে॥
পরস্পর নদীয়ানাগরী চরিত কহিতে কহিতে অথির হিয়া।
আঁখিজলে ভাসে সাথী সহবাসী কে রাখিতে পারে প্রবোধিয়া॥
উনমত সব কব কি সে কথা থির হৈয়া পুনঃ রমণীগণে।
ধন্য ধন্য নব নাগরী বলিয়া চাহি রহে নদী নগর পানে॥
নরহরি ভণে হেনকালে এক দেবাঙ্গনা আইলা চঞ্চলগতি।
ঝুলাইয়া কর করি কত ভঙ্গী কোপে কহে কিছু সবার প্রতি॥৩॥

যথারাগ

সুরপুর মাঝে বসতি করিয়া এত অহঙ্কার করিছ কেনে।
নদীয়ার নারীগণে পরিবাদ দিতে ভয় কিছু না হয় মনে॥
হায় হায় হেন বিপরীত বাণী শুনিয়া কি আমি সহিতে পারি।
না জানিয়া তোমা সবার কি দোষ করিলে এ সব নদীয়ার নারী॥
নিজ নিজ রীতিমত জান আনে, না জান আনের মরম কথা।
না বুঝহ কিছু কিসে কিবা হয়, তেঁই বলি দেহ ধরিলে বৃথা॥
যেরূপ কহ সে সম্ভব কেবল ব্রজপুরে নব রমণী-গণে।
নদীয়ার যত যুবতী অতি সুপতিব্রতা জানে জগত জনে॥

পরপতি-মুখ না দেখে স্বপনে, না চলে কভু কুপথ দিয়া।
না জানে চাতুরী কপট শঠতা, সতত সবার সরল হিয়া॥
ধৈর্য্যবতী কার্য্যে বিচক্ষণা চারু প্রবৃত্তি পরম ধরম-পথে।
অতুলিত কুললাজ ভয় কভু ভুলি না বৈসয়ে কুজন-সাথে॥
গুরুজন প্রাণসম বাসে সবে শুভরাশি গুণ গণিতে নারি।
মোর মনে এই এ সবারে সদা আঁখিমাঝে রাখি যতন করি॥
তাহে কহি সহবাসী জানি বাণী মানিবে নিশ্চয় না কহি আনে।
পরের কলঙ্ক গায় যেই সেই কলঙ্কী এ নরহরি তা জানে॥৪॥

যথারাগ

শুনিয়া এ বাণী। কোন রসিকিনী॥
নিজগণ-সনে। হাসে মনে মনে॥
কে বুঝে চাতুরী। করে ঠারাঠারি॥
চাহি কারু পানে। ভঙ্গী করি ভণে॥৫॥

যথারাগ

ভাল ভাল ইহা শিখাইতে না হবে এ সকল কথা না জানিয়ে আমি।
অবনীতে নম্রানারী পতিব্রতা সুরপুর মাঝে কেবল তুমি॥
অনুখণ পর কলঙ্ক গাইয়া কলঙ্কিনী মোরা সকলে হব।
ইহা চিন্তা না করিহ ইহার ভাগী কখন না করিতে যাব॥
তাহে তুমি অতি চতুরা রমণী একা সুরপুরে কিরূপে রবে।
অসতীর সহ বসতি করিলে অনায়াসে তুমি অসতী হবে॥
তাতে বলি এই নদীয়া নগরে যাহ নিজ ধর্ম্ম লজ্জাদি লৈয়া।
নরহরি ইথে সুখী সদা সাবধানে থাক সতী সংহতি হৈয়া॥৬॥

অন্যা চ—যথারাগ

হের আইস ওগো পতিব্রতাসহ কি লাগি কহিছ এ সকল কথা।
সমানে সমানে সুখ উপজয়ে অসমান সনে বাড়য়ে বেথা॥
সুরনারী হইলে সবে কি সুবর ইহা কখন না করিহ মনে।
ভাস্কর যৈছে না হেরে উলুক এরূপ জানিহ অনেক জনে॥
নদীয়ার যত যুবতী নবীনা প্রবীণা কে সম ভুবন মাঝে।
তা সবার অতি গুপত কাহিনী বেকত করিতে নারিয়ে লাজে॥
এই দেখ দেখ আমাদের প্রাণ জীবন সুন্দর সুজন গোরা।
মুখ তুলি কথা না কহে কাহুকে অপরূপ রীতি পরম ভোরা॥
ধরম-পথেতে সদা সাবধান কি কব এ সব কিছু না জানে।
হেন নরহরিনাথে ভুলাইল ঠারাঠারি করিয়া আঁখির কোণে॥৭॥

অন্যা চ—যথারাগ

কি বলিব ওগো নদীয়ার নব যুবতীগণের যেরূপ রীতি।
অন্তরের কথা না করে বেকত বাহিরেতে সদা উদার অতি॥
শাশুড়ী ননদ তা সবার পাশে থাকয়ে সতত সুজন হৈয়া।
যে বিষয়ে সবে প্রশংসয়ে তাহা করয়ে অনেক যতন পায়া॥
কত কত মতে সাধে নিজ কাজ কেহ কোন দিন লখিতে নারে।
নদীয়ার চাঁদে অধীন করিতে অধিক গুপত হইয়া ফিরে॥
আপনার আঁখে দেখিনু সেদিন কত ভঙ্গি করি মোহিত কৈল।
কেবা নেবারিবে নারীগণে নরহরি গৌরাঙ্গের সঙ্গে না ছিল॥৮॥

অন্যা চ—যথারাগ

নদীয়াতে কত কত এ কৌতুক তাহে তাহা কত কহিবে তুমি।
যেরূপ এ যত যুবতী সতী সুপতিব্রতা তাহা জানিয়ে আমি॥

সে দিবস নিজ আঁখে নিরখিনু রহিয়া নবীন কদম্ব-তলে।
মুরারী-গুপ্তের পাড়াপানে গোরা একা চলি যায় বিকাশ বেশে॥
সে সময়ে পতিব্রতাগণ আসে বিবর শাশুড়ী ননদ সাথে।
তবু সে দাঁড়ায় ভঙ্গি করি ছলে গোরা-চান্দে পায়া নিকট পথে॥
ঠারি বারে বারে তারে লুভাইয়ে আধপটাঞ্চল না রাখি উরে।
নরহরি-নাথ লাজে অধোমুখ এক ভিত হয়া রহয়ে দূরে॥৯॥

অন্যা চ—যথারাগ

কি কহিব ওগো এ সকল কথা কহিতে অধিক সঙ্কোচ বাসি।
যুবতীর ভয়ে কাঁপয়ে সতত সুজন সুন্দর নদ্যার শশী॥
না জানি সে দিন কিবা কাজে একা চলিলা কুঞ্জর-গমনে গোরা।
কারু পানে নাহি নিরিখে বারেক অতিশয় মৃদু পরম ভোরা॥
সেই পথে পতিব্রতা নারীগণ রহিয়া চাহয়ে গৌরাঙ্গ পানে।
অলখিত খরতর শর পুনঃ হানয়ে চঞ্চল নয়ান-কোণে॥
ভঙ্গী করি নিজ ছায়া গোরা-অঙ্গে পরশ করিয়া ঈষত হাসে।
কেহ ছলে করে কঙ্কণ শবদ শুনাইয়া সুখ-সায়রে ভাসে॥
কেহ সুদাড়িম্ব ফল লৈয়া করে কহে এ অপূর্ব্ব কাহারে দিব।
কেহ কহে নব হেম তনু যার অযাচিত তেঁহ আপনি নিব॥
এইরূপ বাণী ভণে আনে আনে তাহা শুনি থির কেবা বা রহে।
নরহরি পঁহু ধৃতি ধরি লাজে কাজ সাধি শীঘ্র গেলেন গৃহে॥১০॥

অন্যা চ—যথারাগ

নদীয়ার যত যুবতী সতী সে চরিত-কাহিনী কহিব কারে।
আই আই আই কে যেন ধৈরজ ধরিবে তাদের আঁখের ঠারে॥
সে দিবস প্রাণ-গৌরাঙ্গে পাইল সুরধুনীঘাটে সিনান বেলে।
অলখিত হাসি আনে আনে ঘন গোরা পাশে জল ফেলয়ে ছলে॥

কেহ কারু গায় হলদি মাখায়া কহে হেমগৌরি ! শুনহ কথা।
হেম তনু যার তারে দিব তোমা, তবে সে ঘুচিবে হিয়ার ব্যাথা ॥
বসন ধৌত করে করে কচালিয়া চারু চিন চীর উরেতে দিয়া।
তেরছ হইয়া কেহ কেহ কেশ নিঙ্গাড়য়ে গোরা-পানেতে চায়া ॥
তাহে অতিশয় লজ্জিত হৃদয় নরহরি তাহা দেখিয়া দূরে।
বিপরীত জানি শীঘ্র সিনাইয়া গৌরাঙ্গে লইয়া চলিলা ঘরে ॥১১॥

সুরধুনী স্নান করিয়া তুরিতে অবনত মাথে চলয়ে পথে ॥

* * * *

তথা অতি পতিব্রতা নব নব যুবতী যৌবন-গরবে মাতি।
গোরাপানে হেরি হাসে মৃদু মৃদু আঁখি-কোণে ভঙ্গি বিবিধ ভাতি ॥
কেহ কারু প্রতি কহে ওগো যদি এ নব কনক প্রতিমা পাও।
তবে দিবা নিশি মনের মানসে এ দেবে পূজিয়া প্রসন্ন হও ॥
হের দেখ মোর উরজ-কমল দেব-পূজা বিনু মুদিত দুঃখে।
এ বাণী শুনিয়া লাজে গৌরশশী বসন-অঞ্চল ঝাঁপয়ে মুখে ॥
তা দেখিয়া কেহ কহে এ অবোধ এরূপ গোপন হৈলে কি হবে।
মোর এই হৃদি মন্দিরে লুকায়া রাখিব কেহ না দেখিতে পাবে ॥
এত কহি রঙ্গে অঙ্গ পরশিতে করে কত ছল চঞ্চল চিতে।
নরহরি-প্রাণনাথ তা জানিয়া কাঁপে ঘন ঘামে বসন তিতে ॥১২॥

অন্যা চ—যথারাগ

নদীয়ার যত পতিব্রতা-রীতি তা বলিতে লাজ উপজে চিতে।
নানা ছলে চলি পথে পায়া গোরাচান্দেরে শুনায়য়ে কত না মতে ॥
কেহ কারু প্রতি কহে এই নন্দের নন্দন কালিয়া কানু।
লোকমুখে শুনি শ্যামরূপ সেথা, হেথা যে কনক জিনিয়া তনু ॥
কেহ কহে ইহা মনে না ধরয়ে এ যদি কালিয়া নাগর হৈত।
তবে কি নদীয়া নগরের নব তরুণী-যৌবন-রতন রৈত ॥

কেহ কহে ইহ দশরথ-সুত নিশ্চয় বিচার করিনু মনে।
নহিলে এ নব কিশোর-বয়সে এরূপ ধার্ম্মিক হইবে কেনে॥
কেহ কহে দ্বিজরাজসুত তপ জপ জানে ইহা শিখিবে কোথা।
কেহ কহে ইহা সহ সহবাস বহু অনায়াসে শিখাই এথা॥
কেহ কহে সখি সঁপিল তোমারে শিখাহ এখনি জুড়াউক হিয়া।
ইহা শুনি নরহরি পঁহু ঘরে ডরে পরাচিত করয়ে গিয়া॥১৩॥

অন্যা চ—যথারাগ

শুন শুন এই কালিকার কথা কহিয়ে তোমারে নিলজি হৈয়া।
অনেক যুবতী অতিশয় সুখে করয়ে যুগতি যতন পায়া॥
কেহ কহে ওগো না কর বিলম্ব কলসী লইয়া জলকে চল।
নদীয়ার শশী সুরধুনী ঘাট আসিব, আসিতে সময় হৈল॥
কেহ কহে কেনে এরূপ যাইব, বেশ বিরচহ বিবিধ ভাতি।
যার ছটালেশে সে নবকিশোর যেন তিল আধ না ধরে ধৃতি॥
কেহ কহে কেশ বেণী বনাইয়া বিবিধ কুসুম সাজাহ শিরে।
যার সুগন্ধিতে যেন জিতেন্দ্রিয় বারেক নাসা না ফিরাইতে পারে॥
কেহ কহে মুখ মাজহ কুঙ্কুমে, কাজরে উজর করহ আঁখি।
যেন গৌরাঙ্গের নয়ন ভুলায়ে সুললিত নব ভঙ্গিমা দেখি॥
কেহ কহে নানা মণিময় মালা গলে পর চারু ফান্দের পারা।
যেন অনায়াসে বন্দী হয় ইথে নদীয়ার শশী সুন্দর গোরা॥
কেহ কহে মণি নূপুর কিঙ্কিণী মুখরিত দেখি পরহ আনি।
যেন গৌর-শ্রুতিযুগ মুগধয়ে মধুর মধুর শবদ শুনি॥
এইরূপ কত কহি আনে আনে সাজিলেন সবে উলস হইয়া।
প্রতি জনে জনে দরপণে মুখ নিরখিয়ে ত্বরা তাম্বূল খাঁয়া॥

বিচিত্র বসন পরি সবে অতি চঞ্চল কলসী লইয়া কাঁখে।
এ ঘর সে ঘর হইতে বাহির হইল কত না মনের সুখে॥
হাসিয়া হাসিয়া সমবয়ঃ সব রসিয়া সে পতিব্রতার ঘটা।
সুরধুনী তীরে আলো করি চলে কি কব অপরূপ রূপের ছটা॥
রসের আবেশে কর-ধরাধরি ঈষত ঈষত ভঙ্গীতে চায়া।
কত ছলে রস-কাহিনী কহয়ে পথমাঝে গৌর-দরশ পায়া॥
তাহে গৌরবর পরম পণ্ডিত নতশিরে রহে ধৈরজ ধরি।
অতি বিপরীত ক্রিয়া অনুমানি বারেক চাহিল তা পানে ফিরি॥
সে সময়ে সব সঘনে কটাক্ষ বাণ বরিষয়ে নয়ান-কোণে।
অমনি লজ্জিত গুণমণি পুনঃ কলঙ্কের ভয়ে ভাবয়ে মনে॥
যে হইল তাহা কি কব কেবল নরহরি ছিল গৌরাঙ্গ-সাথে।
তেঁই সে সরম ভরম রহিল, নহিলে বিষম হইত পথে॥১৪॥

অন্যা চ—যথারাগ

কি বলিব ইহ সবারে নিরসি কহিল কত কি সহিতে পারি।
নদীয়ার নারীগণের যে রীত রহিয়াছে তাহা জগতে ভরি॥
যা সবারে সদা শাশুড়ী ননদ পতি আদি সব পাড়য়ে গালি।
প্রতিদিন বুড়া শিবে পূজে কত আদরে কলঙ্ক হইব বলি।
অনুখণ ঘরে রাখয়ে যতনে বাহির হইতে না দেয় পথে।
যদি সুরধুনী সিনাইতে চাহে তবে সে ননদী চলয়ে সাথে॥
পড়সিনী অনিবার নিবারয়ে, কেহ না প্রতায় করয়ে কাজে।
আর কব কি সে গঞ্জনা শুনি নরহরি নিতি মরয়ে লাজে॥১৫॥

যথারাগ

রঙ্গিয়া রমণী যত। এরূপ কহিল কত॥
লজ্জিতা সে ধনী শুনি। মুখে না নিসরে বাণী॥

তা দেখি রঙ্গিনী কেহ। আনন্দে না বান্ধে থেহ॥
নিজগণ পানে হেরি। কহয়ে চাতুরী করি॥১৬॥

যথারাগ

সুরপুরে কেবা না জানে নদীয়ানাগরীগণের যেরূপ রীতি।
তাহাতে এরূপ বৃথা ক্রোধ কেনে করিছ তোমরা ইহার প্রতি॥
কি বলিব ইহ যে কিছু কহিল সে অতি গূঢ় তা কেহ না জান।
ধৈরজ ধরিয়া থাকহ সকলে আমি যে কহি তা যতনে শুন॥
এইরূপ নিজগণে নিরসিয়া ধরিয়া তুরিতে তাহার করে।
কত কত মতে প্রশংসা করিয়া কহে মৃদু মৃদু রসের ভরে॥
নদীয়ার যত যুবতী তাদের ভঙ্গী কেবা কত কহিতে পারে।
কতদিন কত কৌতুক আপন আঁখে দেখি তাহা না কহি কারে॥
সে কথা থাকুক, কেহ নিজ কর-কঙ্কণ না দেখে দর্পণ দিয়া।
এই দেখ আই-ভবনে রমণী প্রাতঃকালে আইল কি লাগি ধায়া॥
যদি বল শুভ দৈবজ্ঞ-বচনে নিজ কাজে আইলা আইয়ের কাছে।
তবে কেনে অনিমিখ আঁখে গোরাপানে ভ্রূ নাচায়া চাহিয়া আছে॥
আর ঘন ঘন কাঁপে তনু বাস ভূষণ খসিছে চুলের খোঁপা।
পুলকের ঘটা ঘরম চুইছে সঘনে ভুলিছে কাণের চাঁপা॥
এ কাজ কে করে বল বল ইহা কারু বা প্রত্যয় না হবে কেনে।
নরহরি পঁহু পতি সবাকার ইথে না সন্দেহ করিহ মনে॥১৭॥

যথারাগ

সুন্দরি! সরস বাণী ভণি মন সন্দেহ সকল করিয়া দূরে।
পরম চতুরা রসিকিণী পুন আপন করিয়া নিলেন তারে॥
সভে এক হৈয়া রৈয়া গগনেতে সঘনে মগন গৌরাঙ্গ-রসে।
পরস্পর কর ধরাধরি পরিহাস করি সুখ-সায়রে ভাসে॥

শচীর অঙ্গনে বিলসয়ে গৌরহরিশশী প্রিয় ভকত মাঝে।
তাঁ'পানে চাহিয়া হিয়া পুলকিত দিলা তিলাঞ্জলি আওল লাজে॥
পরম প্রবল পাগলীর পারা মাতি কেহো কারু না শুনে কথা।
গায়য়ে নিরত নরহরি-প্রাণনাথের সুচারু চরিত্র গাথা॥১৮॥

মোদক ছন্দঃ

দেবরমণী বৃন্দ পরম কৌতুক রসভোর।
নিরুপম নব প্রেম গতি কি বরণব নহু ওর॥
যোরি যুগল কর নরহরি করই মিনতি তায়।
রসময় পহুঁ পরিকরসহ রাখহ নদীয়ায়॥১৯॥

ইতি শ্রীমদ্গৌর-চরিত্রচিন্তামণৌ প্রাতঃকালীয়-চরিত্র-বর্ণনে দেবরমণীনাং প্রেমকলহাদিবর্ণনং নাম একাদশঃ কিরণঃ॥১১॥

পুনঃ প্রাতঃকালে সুরগণানুরাগাদিকং—

ভৈরব

আজু রজনি পরভাত ভাতি শচী-অঙ্গন পরম শুচি সুরুচিরকারী।
সুন্দর গৌরচন্দ বিলসত তঁহি বেষ্টিত পরিকর পরদুখ-হারী॥
কো বরণব কৌতুক নাহি ওর।
সুরগণ গণসহ গগন-পন্থগত গতি-বিরহিত অতিশয় সুখে ভোর॥ধ্রু॥
মদনার্বুদ-মদ-দমন মনোরম বদন সুধাময় মধুরিম হাস॥
নিরখত নয়ন নিমিষ নাহি সঙ্কর চঞ্চল হিয়মধি অধিক উলাস॥
মানত সফল প্রফুল্লিত ঘনঘন কম্প প্রবল নব পুলক সুপাঁতি।
নরহরিপহুঁ করচরণ-কঞ্জ-যুগ বন্দন করত পরম রস মাতি॥১

কেশরী ছন্দঃ

দেববৃন্দ মগন চারু গগনমধ্য ঝলমলাৎ।
ঝুণ্ড ঝুণ্ড মণ্ডলী মন-রঞ্জন রস টলমলাৎ॥
লোচন ঘন শাঙন সম প্রেম অশ্রু ঝরত জাত।
অতুলিত উল্লাস পরসপর পুন ভণ মধুর বাত॥২॥

কেহপ্যাহ—রাগ ললিত—

পঙ্গু পরম রহস্য নিরুপম মিশ্রভবন-মাঝার।
প্রাত সময় সুহত অতিশয় হোত জয়জয়কার॥
গৌর-বদন বিলোকি উলসত লোক ধরই ন ধীর।
পুলককুল-যুত কম্প নিরত নিঝরই লোচন নীর॥
রূপ অমিয়-প্রবাহে বহি নিরমন্থি নিজ নিজ প্রাণ।
ললিত গুণগণ কথন ঘন মন ভুলি ভণত ন আন॥
কৌউ আওত জাত পুন ঘর রহত শকতি ন হোই।
দাস নরহরি পহুক চহুঁ দিশ ঘেরি রহু সব কোই॥৩॥

কেঽপি চ—

কো কহব নদিয়ানগর নরনারী-নিরুপম লেহ।
প্রাণ-সরবস গৌরহরি বিনু তনক ধরই না থেহ॥
অতি হি আতুর বৃদ্ধগণ কর লগুড় গহি আন।
চিন্তি শুভ বহু উমগি হিয় হেরি হোত যুবক-সমান॥
বিবিধ মঙ্গল নীতরত বাৎসলাবতী অতি হেত।
নেত-দিঠি ভরি বিপুল বন ভ্রমি ভুরি আশিষ দেত॥
কবহু নহ পরমেশ-বুধি শুধি ন রহ নিরুপম রীত।
পরম্পর ঘন ভণত নরহরি-পহুক বালচরিত॥

কোঽপি চ (বিভাষ)

চারু চিত্র চরিত্রময় বহু গুপত ইহ যুগ মাহি।
বেকত করু করুণা নিরত কছু গুপত রাখত নাহি॥
ভকতগণ ঘন ভণত যশ শুনি কৌন নহু অনুরাগী।
জানি নিজ নিজ ইষ্ট শিষ্টসমূহ উহ পগ লাগি॥
উমগি রহু হিয় যাক ঐছন ভাব কবহু ন ছোরি।
কৃপণ-ধনসম যতন করু কত বিছুরি শকত ন থোরি॥
দাস নরহরি পঁহুক অরু অব-তার রসময় ভেলি।
অব এ মাদক মূরতি হিয় মধি পৈঠি সরবস নেলি॥৫॥

কোঽপি চ (বিভাষ)

গৌরসুন্দর-বরণ জনমন-হরণ অনুভব কেল।
গৌরী শ্যামর মিলন ইথে ইহ পরম মাদক ভেল॥
ভুবনে বহু উপমা বিবিধ ইথে ঘটত কবহু ন সোই।
নিরত নব নব কোন বরণব, ঐছে কবি নহু কোই॥
চারু মাধুরি লেশ বিরচনে করিয়ে উলস হিয়ায়।
বিফল বহু উপমা সকল লখি দেত কছু দরশায়॥
যাকর বহু বহু ভাগ সো ইহ রূপে নিমগন ভেল।
দাস নরহরি ঐছে পঁহু ছবি নয়ন ভরি ভরি নেল॥৬॥

কোঽপি চ (ললিত রাগ)

লসত পরিকর মধ্য গৌরকিশোর নিরুপম সাজ।
দলিতকুঙ্কুম-কনক-চম্পক-পুঞ্জ জিনি রুচি-রাজ॥
চারু চাচর চিকুর চমকত চিকণ কাজর কাঁতি।
বদন-মণ্ডল বিমল ঝলকত দন্ত মোতিম-পাতি॥

নেত্রকমল বিশাল ভুরু শ্রুতি নাসিকা মৃদু গণ্ড।
সিংহগ্রীব নব ভঙ্গি নিরুপম মঞ্জুতম ভুজদণ্ড ॥
বক্ষ পরিসর ক্ষীণ কটিযুগ জানু মুনিমন-চোর।
দাস নরহরি-পহুক পদনখ-কিরণে ভুবন উজোর ॥৭॥

রমণক ছন্দঃ

ইহ ভাতি সুরগণ ভণইতে। অতিমত্ত কত উপজত চিতে ॥
ভুজ ভঙ্গিসঙ্গে নাচত ভলী। গাওত মধুর নামাবলী ॥৮॥

কোহপ্যাহ (রাগ কর্ণাট)

জয় বিশ্বম্ভর কৃষ্ণ শচীসুত গৌরাকৃতি করুণাময় হে।
মাধব মুরমর্দন মানদ মুদবর্দ্ধন নিখিল রসালয় হে ॥
গোপীকুলকুচ-কঞ্চুবিলুণ্ঠক চারুচরিত জনরঞ্জন হে।
কমলা-করকিশলয়-লালিতপদ প্রবলতাপত্রয়-ভঞ্জন হে ॥
কেশব কংসনিসূদন কামদ ভূসুরভূপ ভয়াপহ হে।
জহ্নুসুতাতট-কেলিকলোৎসুক বিশ্ববন্দ্য শুভবিগ্রহ হে ॥
ভূধর-ধর ধরণীধরসুত নবনর্ত্তন ত্রিজগত-দুর্লভ হে।
প্রেমরত্নধন-দাননিপুণ গুণসাগর নরহরি-বল্লভ হে ॥৯॥

কোহপি চ (দেশপাল)

জয় জয় শ্রীজগদীশ শচীসুত সুন্দর গৌরকিশোর রসার্ণব
কেশব কেশবলম্বিত গোকুল-গোপসুতা-নয়নাঞ্জন হে।
কলিযুগভার-নিবারক নিরুপম প্রেমপ্রচারক চারুকলেবর
পূর্ণতম দ্বিজবংশ-শশধর তাপপুঞ্জ-তমভঞ্জন হে ॥
অভিনব নৃত্য-নিপুণ গুণসাগর নাগর রসিকবৃন্দ মুদবর্দ্ধন মাধব
কেলিকলহরত কামদ কান্ত কামকৃতগঞ্জন হে ॥

জহ্নুতনয়িতট-ভূষণ কৃষ্ণ কলিন্দবরাধরনন্দিনী-বারি-বিহার-
ধুরন্ধর বন্ধুর নরহরি-নাথ জগজ্জনরঞ্জন হে ॥১০॥

(বিভাষ)

গৌর সুমধুর নাম নিরুপম অমিয়-মদভরহারি।
গগনে সুরগণ ভণত ঘনঘন নয়নে ঢরকত বারি ॥
উতরি ক্ষিতিপর তরল তুরিতহি ধরল মানব-বেশ।
কোই লখই না পারি পরিসর ভুবনে করু পরবেশ ॥
সুঘর পরিকর নিয়রে রহি পঁহু দরশে সরস হুলাস।
সোপি তনু মন জোরি যুগকর করত কত অভিলাষ ॥
মানি নিজ নিজ ভাগ পঁহুগণ চরণে প্রণতি বিথারি।
দাস নরহরি নিছনি ইহ অনুরাগ বলি বলিহারি ॥১১॥

ইতি শ্রীমদ্গৌরচরিত্র-চিন্তামণৌ প্রাতঃকালীয়-চরিত্রবর্ণনে
সুরগণানুরাগাদি-বর্ণনং নাম দ্বাদশঃ কিরণঃ ॥১২॥

পুনঃ প্রাতঃকালে গন্ধর্বকিন্নরাভিলাষাদিকং—

(ললিত)

শ্রীশচীদেবী-ভবন ভুরিভূষণ ভুরি কুতুক তহি নিশি পরভাত।
সুঘর সুপরিকর-নিকর মধ্য পহুঁ রাজত জগত যুবতি হুলসাত ॥
কোমল বিমল সু-বরনি-বণিত তনু রুচিকর সরস রুচির রুচিপূর।
দামিনীদাম-ভর্মভর-চম্পক-কর-কন্দর্প-দর্পক করু চুর ॥
লোচন জলজ বিশাল ভাল-ছবিজাল বালরবি অধর সুরঙ্গ।
কুন্দ রদন মৃদু বদন চন্দবর ঝরত অমিয়রস হসনি সুধঙ্গ ॥
কুন্তল সজল-জলদ দলিতাঞ্জন-গঞ্জি চিক্কণ নব অলক ললাম।
ঝলমল বেশ লেশ নহ সমতুল ভুলল ভুবন ভণ ঘনশ্যাম ॥১॥

মাত্রাবৃত্তে চঞ্চলা ছন্দঃ

আজু গন্ধর্ব কিন্নর নিকর হরষ অতি। পুলক-পরিপূর্ণ তনু অনুপম সুপ্রেমগতি।
নিরখি নিজনাথ গৌরাঙ্গ শচীকুমরবর। অমিয়ময় বচন ঘনঘন ভণত পরসপর ॥২॥

কোঽপি আহ--(বিভাষ)

শুনহ মঝু অভিলাস যব উহ গৌর গোকুলচন্দ।
চলব সুরধনী-তীরে সহচর বেঢ়ি গতি অতি মন্দ ॥
তবহি পঁহুমুখ মধুর মাধুরী দূর সঞে অবলোকি।
চলব নিয়রে নিবারি দিঠিপল অলপ ধৈরয রোকি ॥
পড়ব ধরণি লোটাই পদে দিঠি-লোরে চরণ ভিগাব।
উঠহ কহি গহি বাহু যুগ উহ নাহ মুঝে সমুঝাব ॥
ভজহ নন্দকিশোর শুনি হাম কহব পুন পগ লাগি।
সোই তুঁহু নর-হরিক জীবন প্রকট ইহ কলি ভাগি ॥৩॥

কোপি চ—(ললিত)

গৌর গোকুল-নাহ নাগর-ভূপ ভূসুররাজ।
গঞ্জি কুঞ্জর-মঞ্জুগমন মনোজমোহন সাজ ॥
ভুবন-জনমন-মোদকর মুখ শরদবিধু-মদহারি।
কুন্দদশন সু-হাস রসময় ভায অমিয় উভারি ॥
জহ্নু-নন্দিনী তীরে পরিকর মাঝ রাজব এহ।
করব কীর্ত্তন-কেলি সুললিত শুনত রহব ন থেহ ॥
পতিতে খোঁজব জবহি তব ঘন-শ্যাম পঁহু হেরি মোয়।
ধাই ধরি দিঠি-জলে সিঁচব অভিলাষ কহল মো তোয় ॥৪॥

কোপি চ—(ভৈরব)

পুছহ পুন পুন বেরি অতএ নিবেদি কছু অভিলাষ।
শেষশিববিধি-বন্দ্য ইহ নদিয়ায় হব মঝু সাধ ॥

গৌরসুন্দর রূপ নিরুপম অমিয় রস-পরবাহ।
পিঅব লোচন-চসক ভরি ভরি যতনে করি অবগাহ ॥
পরম রুচির চরিত্র গাঅব উলসে উমড়ব ছাতি।
ভুলব ভোজন শয়ন সব স্মৃতি নহব ইহ দিন রাতি ॥
রাখি নিয়রে নেবারি তুখ ঘন ভণব অনুমতি ভাষ।
তবহি পহুঁ যুগ চরণ-সেবন করব নরহরি দাস ॥৫॥

(তোড়ী)

ঐছে বহু অভিলাষ করু গন্ধর্ব কিন্নর মেলি।
গৌর-গুণগণ গান করইতে পরম উদ্ধত ভেলি ॥
গগন-মণ্ডলে মণ্ডলী রচি মধুর রাগ আলাপি।
বায়ে বহুবিধ যন্ত্র ধুনি জনু অমিয়ত্রিভুবনে বিয়াপি ॥
যবহি উচরত মধুর স্বর নদীয়া-বিহার-বিশেষ।
ভুলল সুধী সব তবহি কাহুক রহি ন ধৈরয-লেশ ॥
নিরত ঝরু দিঠি-বারি বারিদ-বৃন্দ-গরব নেবারি।
দাস নরহরি নিছই তছু অনুরাগ ভণই না পারি ॥৬॥

ইতি শ্রীমদ্গৌরচরিত্র-চিন্তামণৌ প্রাতঃকালীয়-চরিত্র-বর্ণনে গন্ধর্বকিন্নরাভিলাষাদিবর্ণনং নাম ত্রয়োদশঃ কিরণঃ ॥১৩॥

পুনঃ প্রাতঃকালে গান্ধর্বিণী-কিন্নরীণাং মনোরথ-প্রকাশাদিকং—

(রাগ ভৈরব)

কি কহব আজু সুভগ নিশি ভোর।
গন্ধার্বিণীগণ মগন মোদভর কিন্নরী-নিকর নিরাকুত জোর ॥ধ্রু॥
অগণিত গৌরচন্দ্র-মুখ নিরখত নিমিখ-রহিত তৃষিত অশেষ।
খসত বসন রস-বিবশ লসত অতি শিথিল কবরী, ন রহত ধৃতিলেশ ॥

ঝলমল বিপুল পুলককুল-বলিত সুললিত অঙ্গ কম্পই অনিবার।
করু কত যতন ন রহত গুপত রীতি হৃদয়ক ভাব হোত পরচার॥
নিজ নিজ ভাগ সুফল মানি নব যৌবন-রতন নিছই পঁহু পায়॥
নিরমল প্রবল প্রেমগতি অতুলিত নরহরি হেরি উলস যশ গায়॥১॥

(মাত্রাবৃত্তে রসকলা)

গন্ধর্বিণী পরম মগন রঙ্গে। লসত নব কিন্নরী-নিকর সঙ্গে॥
কো রচব গৌর প্রতি অতুল লগনা। ভণত কছু পরস্পর প্রেম-মগনা॥২॥

কাচিদাহ—(ললিত)

শুন শুন হে রঙ্গিণী সই।
মনে যে উপজে না কহিয়ে লাজে, নিলজি হইয়া কই॥
এই নদিয়া-বিনোদ গোরা।
পিরিতি রতন খনি গুণমণি রমণী-পরাণচোরা॥
পিঠে ফেলায়া চাঁচর চুল।
কত না ভঙ্গিতে চলি যাবে পথে মজাতে যুবতি-কুল॥
দেখি এ হেন রূপের ছটা।
হৈয়া ধৃতিহারা বাউরির পারা ধাইব যুবতি ঘটা॥
গোরা চাহিয়া সভার পানে।
লহু লহু হাসি অমিয়া বরষি হানিব নয়ান-বাণে॥
মুই মদনে বিভোর হইয়া।
নরহরি প্রাণনাথের এ রঙ্গ দেখিব বিরলে রৈয়া॥৩॥

কাচিচ্চ—(তোড়ি)

সই মনেতে উপজে যাহা।
বিরল পাইয়া লাজ তেয়াগিয়া তোমারে কহিয়ে তাহা॥

এই গোরা নদিয়ার বিধু।
ইহারে দেখিতে কত সাধ চিতে ধাইবে কুলের বধূ ॥
মুই রহি সে সভার সনে।
হাসি হাসি রস কৌতুক-কাহিনী কহিব কত না রঙ্গে ॥
তাহা শুনি নরহরি-নাথ।
আঁখি-কোণে মোরে কত না কহিব করি অবনত মাথ ॥৭॥

কাচিচ্ছ—(বিভাষ)

সই ! শুনহ যে হয় মনে।
হব নব বধূ নদিয়া নগরে রব সে রঙ্গিণী সনে ॥
নব নদিয়ানাগরী রঙ্গে।
বিষ্ণুপ্রিয়া-পাশে চলিব উলাসে আমারে লইয়া সঙ্গে ॥
শচীগৃহে সে সঙ্গেতে যাবে।
বিষ্ণুপ্রিয়াসহ দেখি গোরা রস-কৌতুকে বিভোর হবে ॥
নরহরির পরাণপতি।
চাহি মো পানে সে হাসি লহ লহ-নাশিবে ধরম ধৃতি ॥৫॥

কাচিচ্ছ—(রামকেলি)

শুন মনে যে কহিয়ে তোরে।
দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া অনুচরী করি নিকটে রাখিব মোরে ॥
সে যে প্রাণনাথ-করে ধরি।
বসিবেন কত ভঙ্গিসঙ্গে তাহা দেখিব নয়ান ভরি ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া অনুমতি পাঞা।
গোরাচাঁদ গলে মালতীর মালা পরাব উলাস হঞা ॥
গোরাচাঁদ সে মালতী মালে।
বিষ্ণুপ্রিয়া-গলে দিয়া মোরে কত কহিব কৌতুক ছলে ॥

মৃদু হাসি সুমধুর ছান্দে।
সাজায়া তাম্বুল তুলি দিব দুঁহু বদন-পূর্ণিম চান্দে॥
চারু চামরে করি বা'।
নরহরি-প্রাণ-পিয় পিয়াসহ পালঙ্কে গড়াবে গা।৬॥

কাচিচ্চ—(আসাবরী)

সই! শুনহ মনের কথা।
লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়াসহ গৌরাঙ্গেরে বসাব বিরল যথা॥
সে যে রত্নসিংহাসনে বসি।
পরস্পর নানা কৌতুক-বচনে সিঞ্চিবে অমিয়া রাশি॥
ওই শোভা দেখি আঁখি ভরি।
নিজগণ সনে সমুখে দাঁড়াব কত না ভঙ্গিমা করি॥
ঘন পুলক ব্যাপিব অঙ্গে।
মৃদঙ্গ মন্দিরা বীণা পিণাকাদি বাদ্য বিরচিব রঙ্গে॥
নৃত্য করিব অনেক ভাঁতি।
নানা রাগে গাবো সে গুণ-চরিত শুনিবে আনন্দে মাতি॥
নরহরি পঁহু প্রাণপ্রিয়া।
অনুখণ নিজ নিকটে রাখিয়া জুড়াবে আমার হিয়া॥৭॥

(সিন্ধুড়া)

মোদগত গন্ধর্বিণী অরু কিন্নরী-কুল মেলি।
পরস্পর রসময় মনোরথ কইত কৌতুক ভেলি॥
গগন-মণ্ডলমধ্য ঘনঘন গৌর-গুণ করু গান।
ঝরত জনু নব অমিয় শ্রুতি-পুটে পৈঠে হরত গিয়ান॥
নটৎ লহু লহু উঘটি বিদিকট করত ভঙ্গি অশেষ।
ধরণি উতরত ধরত স্তুতি পুন ভণত বচন-বিশেষ॥

কোই কহু নর হরিক পঁহু ইহ গৌর গোকুল-নাহ।
ন হব ভিন দিন নিশি কি বিলসব হৃদয়-মন্দির মাহ ॥৮॥

ইতি শ্রীমদ্‌গৌরচরিত্র-চিন্তামণৌ প্রাতঃকালীয়-চরিত্রবর্ণনে গন্ধর্বিণী-কিন্নরীণাং মনোরথ-প্রকাশাদি-বর্ণনং নাম চতুর্দশঃ কিরণঃ ॥১৪॥

পুনঃ প্রাতঃকালে নাগগণোল্লাস-প্রকাশাদিকং—

(ভৈরব রাগ)

অপরূপ রঙ্গ রজনি-পরভাত।
দিনমণিবৃন্দ নিন্দি শচী-অঙ্গনে লসত গৌর ছবি বরণি না যাত ॥ধ্রু॥
শরদ-নিশাকর-নিকর-নিরাজিত বিধুমুখ মঞ্জু ঝলকে অনিবার।
ভকত-চকোর নয়ন ভরি ভরি পরিপিবত সুহাস অমিয় রসধার ॥
রচব কি শেষ কেশ দৃশি ভুলহ সুকেশ কুটিল কি ঘটা ঘন ঘোর।
উলসিত সবন ভুবন জনু চাতক চাহ অধিক অরু কহই ন ওর ॥
প্রমুদিত নাগ-নাগগণ অগণিত ভাতি ভূরি নিজ ভাগ বিচারি।
অলখিত ভূমি বিবরগত গতি পর গরগর নরহরি পঁহুক নেহারি ॥১॥

মাত্রাবৃত্তে চিত্রবল্লী

আজু নিশি ভোর শুভ সুভগ সব নাগগণ।
মানি নিজ নিজ সফল ভাগ অতি তরল মন ॥
কো রচব চরিত লখি গৌরসুন্দর সুঘর।
প্রেমরসবিবশ পুন ভণত কছু পরসপর ॥২॥

কোহপ্যাহ—(সুহই)

গৌরহরি পিয় পারিষদসহ বিলসে সুরধনী-তীর।
হেরি হিয়ে ভেল উলস অবিরল পুলকে ভরল শরীর ॥
তাক কি মধুর মধুর মাধুরি মদনমদ-ভরহারী।
বদন-বিধু মুদ-সদন মৃদু মৃদু হাস অমিয় উভারি ॥
কাহু কর গহি গিরত জনু তনুভঙ্গি ভণই ন যাত।
ধিরজ ধরি ভরি শ্রবণ ঘন ঘন শুনই ব্রজপুর-বাত ॥
প্রেমে উছলি বিলোকি দিন দিন পতিত-দুঃখ করু দূর।
দাস নরহরি পঁহুক গুণ গণি অমরগণ মন ঝুর ॥৩॥

কোহপি চ—(কামোদ)

গৌর-গুণগণ শুনত দরশ-পিয়াসে উলসল অঙ্গ।
চলত পরিসর পন্থে পেখনু সুঘর পরিকর-সঙ্গ ॥
মরি কি অপরূপ রূপ দমকত দমই দামিনী-দাম।
চারু চাঁচর চিকুর-সৌরভে মুরুছি পড়ু কত কাম ॥
জিনি নিশাকর-নিকর নিরমল বদনে কি মধুর হাস।
তরুণিগণ ধৃতি ধরম ধ্বংসল ভণত লহু লহু ভাষ ॥
কৈছে চেটক ঘটল ঝট নদিয়ানগর-নবনারী।
বেঢ়ি নরহরি পঁহু না ছোড়ি উছাহ কহই না পারি ॥৪॥

কোহপি চ (সুহই)

গৌরহরি নব নীপতরুতলে করু কি রঙ্গপ্রকাশ।
উমগি চলু নর নারী নিরুপম শোহে পঁহু চহু পাশ ॥
পঙ্গুগণ পগ পাই পরম উছাহে ধাওত ফেরি।
জনম আঁধ না বাধি ধৃতি অতি হরষ মুখশশী হেরি ॥

যাক মুখে নাহি বচন নিকসই সো কহই উ'নাম।
মুরুখ জন বহু কাব্য বিরচই তেজি বুধ অভিমান॥
দীন হীন দুখ দুর সুরপুরে হোত জয় জয়কার।
দাস নরহরি-আশ পূরল হরল যম-অধিকার ॥৫॥

কোঽপি চ (গুজ্জরী)

কহব কি মধুর গৌরনাগর-রূপ বরণি না গেলি।
সঙ্গীসহ বহু রঙ্গে বিরচই জাহ্নবী-জলকেলি॥
তহি সুভূসুর শিষ্ট নিজ নিজ ইষ্টপূজনে বিভোর।
ভুলল সো সব বিবশ তনু ঘন নিরখি রহু পঁহু ওর॥
তরুণিগণ মন মাতি উহ মুখ-চাঁদে হোওল চকোরী।
খসই অম্বর সম্বরণ নহু ধিরজ ধরই ন থোরি॥
সকল নগরক ছুঅল ছবি লখি কয়ল অবনত মাথ।
খোয়ল মতিগতি ভূরি ভুবন বিমোহে নরহরি নাথ ॥৬॥

কোঽপি চ (মালব)

আজু পেখলু গৌর নটবর নটন-রসে ভেল ভোর।
অঙ্গভঙ্গি অনঙ্গ মদভর-হরণ বেশ উজোর॥
চান্দ-বদনে কি মধুর হরি হরি নাম করই উচার।
শুনত জন মন অথির ঘন ঘন নয়নে গলে জলধার॥
বাসুঘোষ মুকুন্দ মাধব আদি পরিকর মেলি।
করত কীর্ত্তন অমিয় পিবইতে জগত উনমত ভেলি॥
বাজত ঝনঝন ঝাঁঝ মুরজ মৃদঙ্গ থমক অপার।
ভেদি গগন সুচারু ধুনি ঘনশ্যাম ভণব কি আর ॥৭॥

(কামোদ)

গৌরচরিত সুচারু ফণি অনিবার কহু কত ভাঁতি।
নয়নে গলে জল-ধারাধর জন ধরই উহ রস মাতি॥

করত কত অভিলাষ হোয়ব কি বাস ইহ নদীয়ায় ।
অভয় চরণ-সরোজযুগ কিয়ে যতনে ধরব হিয়ায় ।।
পঁহুক পরিকর সঙ্গে রহব কি করব সেবন ভূরি ।
জানি নিজজন দেয়ব ভকতি কি যাব সব দুখ দূরি ।।
পারিষদসহ পঁহুক গুণগণ ভণব কিয়ে অবিরাম ।
ঐছে করু কত মনহি ফণিগণ নিছনি রহু ঘনশ্যাম ।।৮।।

ইতি শ্রীমদ্গৌরচরিত্র-চিন্তামণৌ প্রাতঃকালীয়-চরিত্র
বর্ণনে নাগগণোল্লাসপ্রকাশাদি-বর্ণনং নাম
পঞ্চদশঃ কিরণঃ ॥১৫॥

পুনঃ প্রাতঃকালে নাগপত্নীগণানাং বিবিধালাপাদিকং—

(ভৈরব)

রজনি-পরভাত সুখ কোন বরণে ।
পরম রমণীয় বনি নাগ-রমণী-নিকর করত পরণাম বর-গৌর-চরণে ॥ধ্রু॥
প্রেমরসবিবশ সব গাত গতি থকিত হবিপুল পুলককুলবলিত লসত নিরতা ।
প্রচুরতর বাত-আহত চল লতালি সম সঘন হৃদি কম্প ধরু ধৃতি ন বিরতা ॥
ভণত পুনপুন নব নবদ্বীপবাসী জন জনম সাফল্য গুণ গাত বয়নে ।
মহু নিরত নেত্রগোচর গৌররুচি রুচির ঐছে বহু কহি অশ্রু ধরত নয়নে ॥
করু বিবিধ খেদ নিহি প্রতি দেত গারি পুন প্রবল নিজভাগ পরশংসে হরষে ।
দাস নরহরি পঁহুক বদনবিধু-মাধুরি নিরখি তনু নিছই চিত চাহ পরশে ॥১॥

(চৌপদী)

নাগরমণীগণ নিশি-পরভাত । নিরখি পঁহুক মুখ পুলকিত গাত ॥
কো সমুঝব নব প্রেমক রীত । ভণই পরসপর গৌর-চরিত ॥২॥

কাচিদাহ—(বিভাষ)

শুন শুন হে রঙ্গিণী সই।
নদীয়ার চান্দে যেরূপ দেখিনু সে কথা তোমাকে কই ॥
কিবা রঙ্গেতে চলয়ে পথে।
হাসি হাসি রসে ভাসি কত কথা কহয়ে বয়স্য-সাথে ॥
আঁখি-ভঙ্গি কি মধুর ভাঁতি।
হেরি নন্তা নারী বাউরীর পারা ফিরয়ে মদনে মাতি ॥
আহা মরি কি অঙ্গের শোভা।
পরিধেয় পরিপাটী কিবা বাস ভূষণ ভুবনলোভা ॥
চারু চাঁচর চিকণ কেশ।
আধ বাঁধা নব মালতী মালে সে না রাখে ধৈরয লেশ ॥
সে যে সামাইল হিয়ার মাঝে।
নরহরি বিনে আনে এ কাহিনী কহিতে নারয়ে লাজে ॥৩॥

কাচিচ্চ—(ললিত)

শুন সখি! সে নদ্যার চাঁদ।
মনমথ-মদ-মথন মুরতি পিরিতি রসের ফাঁদ ॥
রূপে মজাইলে নদীয়া দেশ।
ভ্রাতৃদ্বিতীয়াতে দেখিনু প্রভাতে ভুবনমোহন বেশ ॥
বিনি হাসে সে বদন হাসে।
কপালে সুচারু চন্দনের ফোঁটা চাঁদের গরব নাশে ॥
আহা মরি কি বলিব আর।
নরহরি জানে যে করে পরাণে মু যেন নিছনি তার ॥৪॥

কাচিচ্চ—(ভৈরব)

ওগো সখি! সে সুন্দর গোরা।
রসের মুরতি রতিপতি জিতি যুবতিপরাণ-চোরা ॥

আঁখি ভঙ্গিতে ভুলালে দেশ।
অক্ষয়তৃতীয়া দিনে নিরখিনু কি নব মধুর বেশ॥
চারু চন্দনে চর্চিত তনু।
নিরমল নব হেম ধরাধরে ঝাঁপল চন্দ্রমা জনু॥
সেই শোভা পাসরা না যায়।
নরহরি জানে জনমের মত বিকাইনু দুখানি পায়॥৫॥

কাচিচ্চ—(তোড়ী)

গৌরসুন্দর রসের কূপ।
কুঙ্কুম কেতকী হেম হরিতাল দামিনী দমন রূপ॥
সখি! বিজয়াদশমী দিনে।
সুরধনীতীরে নিরখিনু সে যে বিলসে বয়স্যসনে॥
কিবা ভুবনমোহন বেশ।
লাজে মনমথ দেহ তিয়াগিল দেখি সে চাঁচর কেশ॥
নরহরি কি কৌতুক তথা।
কি নারী পুরুষ সব ছাড়ি ছড় পড়িল গৌরাঙ্গ যথা॥৬॥

কাচিচ্চ—(ধানশী)

সখি! গোরা কি মোহিনী জানে।
তিলে তিলে শোভা বাড়ে অতিশয় দেখিলু বিবাহদিনে॥
কে বা না ভুলে নিরখি তায়।
রূপেতে ভুবন আলো করি চারু চৌদলে চাপিয়া যায়॥
কিবা বিবাহে মোহন বেশ।
কুলবতী সতী পতি ছাড়ে তাহে না গণে কলঙ্কলেশ॥
নরহরি কি মাধুরী তার।
মাতিল নদিয়াবাসী নিশি দিন তা বিনু না জানে আর॥৭॥

(মঙ্গল)

নাগরমণী-গণ ঘন ঘন ভণই বিবিধ ভাঁতি।
লোচন-জল ছলকত অতি উলসে ভরল ছাতি ॥
প্রেমে বিভল ঝনকত নব বিপুল পুলক গায়।
জীবন নিরমন্থি নিরত নরহরি পঁহু পায় ॥৮॥

ইতি শ্রীমদ্গৌর-চরিত্রচিন্তামণৌ প্রাতঃকালীয়-চরিত্র-বর্ণনে নাগপত্নীগণানাং বিবিধালাপাদি-বর্ণনং নাম ষোড়শঃ কিরণ ॥১৬॥

————

পুনঃ প্রাতঃকালঃ—

বিভাষ

রজনি প্রভাতে নিরুপম নিজ অঙ্গনে বিলসে রঙ্গিয়া গোরা।
চারি পাশে প্রিয় পরিকরগণ হেরি পঁহু মুখ আনন্দে ভোরা ॥
পোহাইল নিশি পানে হেরি হাসি ভাসি সুখে নদ্যানিবাসী যত।
তেজি নিজালয় শ্রীশচী-আলয় চলে চারু গতি কৌতুক কত ॥
দেহস্মৃতি দূরে অতি সে চঞ্চল কে জানে এ অনুরাগের রীতি।
ভূরি ভঙ্গি সঞে প্রবেশি ভুবনে সে শোভা নিরখি না রহে ধৃতি ॥
সেই সঙ্গে গঙ্গা যমুনা গুপতে গোরা-রূপসুধা-সায়রে ভাসে।
নরহরি হুঁহু লেহের নিছনি কহে কত দুহু দোঁহার পাশে ॥১॥

যমুনাহ—

ভৈরব

যমুনা মনেতে উলসিত অতি সুরধনী-কর যতনে ধরি।
ধীরে ধীরে কহে মধুর বচন কত কত মতে আদর করি ॥
তুমি সুপ্রবীণা রসিকিনী ধনী কেবা পারে তুয়া উপমা দিতে।
তুয়া মুখে শুনি সাধ বড় ওগো কিছু না সঙ্কোচ করিহ চিতে ॥

আপন জানিয়ে নিরজনে কহ গৌরাঙ্গচাঁদের চরিত কথা।
বিষ্ণুপ্রিয়া সহ দিবানিশি ক্রম বিলাস শুনায়া ঘুচাহ বেথা ॥
শুনি সুরধুনি বৈনা বিনয়াদি করি কত কত আনন্দ মনে।
নরহরি পঁহু লীলা সুললিত যমুনার প্রতি যতনে ভণে ॥২॥

গঙ্গা প্রাহ—

বিভাষ

শুন শুন ওহে যমুনা রঙ্গিণি! নদীয়াচান্দের চরিত চারু।
রূপে গুণে মন মোহয়ে সভার ত্রিজগতে ধৃতি না রাখে কারু ॥
নদিয়াতে যত কৌতুক সে সব শেষ শিব বিহি বর্ণিতে নারে।
গুপতে সাধয়ে যত মনোরথ মরমি বিনে না কহয়ে কারে ॥
তিলে তিলে নব নাগরালি ছান্দে ফিরে বেশভূসা কি তার লেখা।
নদিয়ার যত কুলবতী আরাধয় তনু পাশে না পায় দেখা ॥
কোন ছলে কেহো বারেক নিরখি জীবন যৌবন সোঁপয়ে তারে।
নরহরি-পঁহু পিরীতি মুরতি পিরিতে কে কি না করিতে পারে ॥৩॥

অথাষ্টকালাঃ—

ভৈরব

ওহে যমুনা এ নদিয়াশশী। পিরিতের রস রসের রাশি ॥
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার গুণে কে সমা। রূপ নিরখিতে লজ্জিত রমা ॥
দোহার মরম দোহে সে জানে। দুহু বিনা দোহে না জিয়ে প্রাণে ॥
দিবানিশি দুহু বিলাস যত। এক মুখে কেবা কহিবে কত ॥
নরহরি ইথে শুরব অতি। ক্রমে কহি কিছু বিলাসরীতি ॥৪॥

তত্র প্রথমতো নিশান্তঃ—

ভৈরব

নিশিশেষে রস-লম্পট রসিক-শিরোমণি গোরা রসের ভরে।
বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী সহ বিলসয়ে সুললিত নব পালঙ্ক পরে ॥

কিবা সে শয়নে তনু তনু মিশা শোভা ত্রিজগত করয়ে আলা।
হেমতরু হেম লতাবেড়া যেন তড়িতে জড়িত চম্পকমালা॥
জানি সে সময় প্রিয়দাসী আসি হাসি হাসি মুখ গবাক্ষে দিয়া।
শয়ন মাধুরী হেরি হেরি অতি বিপুল উলাসে উথলে হিয়া॥
জাগাইতে চারু বচন প্রকাশে যা শুনি ধৈরজ না যায় রাখা।
নরহরি-পঁহু জাগিয়া কিঞ্চিত আঁখি মেলে কিবা অলসমাখা॥৫॥

ভৈরব

নদীয়ার শশী রসিক নাগর গোরা গুণমণি নিশাবসানে।
ঘুম তিয়াগিয়া হিয়া পুলকিত চাহি বিষ্ণুপ্রিয়া-বদনপানে॥
কত না যতনে জাগাইয়া বিধুবদনী ধনীরে করয়ে কোলে।
অলসলোচনী প্রাণপ্রিয়মুখ হেরি হাসি ভাসে আনন্দ-জলে॥
রসময় বাণী ভণে পরস্পর বেশ বিরচিয়া সুচারু ছান্দে।
দোহে দুহুমুখে তাম্বুল দিতে কি সুমধুর রীতি ধৃতি না বান্ধে॥
অধরে অধর ধরি ধীরে পুন অঙ্গ গড়ায়য়ে রঙ্গে সে শেজে।
নরহরি ফিরি জাগাইতে করু যতন তমু না অলস তেজে॥৬॥

অথ প্রাতঃ—

ললিত

গোরা গুণমণি রজনি-প্রভাতে জাগি না ধৈরজ বান্ধে।
শশিমুখী-মুখ দেখে আঁখি ভরি জাগায় মধুর ছান্দে॥
সে রস আবেশে লহু লহু ভাষে কত না আদরি তায়।
সম্বরি বসন হাসি সে যে শেজ তেজয়ে নাগররায়॥
প্রিয়া হিয়া বিয়াকুল জানি ঘন ঘন আলিঙ্গন করি।
মন্দির বাহিরে চলে ধীরে ধীরে যতনে ধৈরজ ধরি॥
উলটিয়া পুন চাহে আঁখিকোণে কিবা সে মধুর শোভা
নরহরি-পঁহু রসিকশেখর চরিত ভুবনলোভা॥৭॥

বিভাষ

প্রভাত সময় গোরা রসময় রসে ভাসি আসি বৈসয়ে যথা।
প্রিয়দাস সুখে সুবাসিত বারি ঝারি ভরি আনি যোগায় তথা ॥
গুরুজনে প্রণমিয়া প্রাতঃক্রিয়া সারি পরিকরে বেষ্টিত হৈয়া।
গদাধর-মুখ হেরি হাসে কিবা উলাসে পুরুব বিলাস কৈয়া ॥
মুকুন্দ মাধব সুমধুর রাগে সে চরিতসুধা বরিষে গীতে।
শুনি করু ধৃতি ধারণে যতন তমু না ধৈরজ ধরয়ে চিতে ॥
হেরি সে ভঙ্গি কি রঙ্গে কহে কেহো এ যেন গোকুল-নাগর গোরা।
কেহো কহে এই নরহরি পঁহু নদীয়া-নাগরী-পরাণচোরা ॥৮॥

ললিত

গোরা রজনি প্রভাতে রঙ্গে।
ত্রিভুবন জন মন মাতাইয়া বিলসয়ে প্রিয়ভকত সঙ্গে ॥
আহা মরি কি প্রেমের গতি।
দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাণপ্রিয়-অঙ্গ সঙ্গভঙ্গে ভেল ব্যাকুল অতি ॥
তেজি তুরিতে শয়নগেহা।
প্রাতঃক্রিয়া সারি সখীসহ গোরা-গুণ কহে কত কি নব লেহা ॥
হেনকালে কেহো কয় ধীরে।
শ্রীসীতা মালিনী শচীসহ তুয়া পাশে আইসে ভাসি আনন্দনীরে ॥
শুনি ধনী বেগে আগুসরি।
লাজে মুখশশী বসনে ঝাঁপিয়া প্রণময়ে কিবা ভঙ্গিমা করি ॥
সীতা মালিনী শচী কি সুখে।
অশেষ আশিষ দিয়া হিয়া মাঝে রাখি কত সাধে চুম্বই মুখে ॥
সভে স্নানে অনুমতি দিয়া।
চলে প্রাণগোরাচান্দেরে দেখিতে দেখি কি আনন্দে উমড়ে হিয়া ॥

করি কত না মঙ্গল রীতি।
নানা দ্রব্য আনাইতে নিদেশয়ে সভে দাস ঘনশ্যামের প্রতি ॥৯॥

বিভাষ

আনন্দ পাথারে সাঁতারয়ে সে যে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী বিরলে বসি।
সুগন্ধিত তৈল হলদি মাখিব, মাখাইল কত যতনে দাসী ॥
সুবাসিত পানি আনি সিনাইয়া পোঁছে চারু পানিতোলাতে তনু।
পরাইয়া বাস ভূষণ নিরিখে শোভা সুধা-রাশি বরিষে জনু ॥
খঞ্জনলোচনী ধনী নিজ কাজ সারি নানা দ্রব্য যতনে লৈয়া।
দেবপূজা ঘরে ধরে সব শচী দেবী তা দেখে কি আনন্দ পায়া ॥
শ্রীবাস-গৃহিণী সহ মহারঙ্গে প্রবেশিয়া বেগে রন্ধনগেহে।
কত চাতুরিতে করয়ে রন্ধন নরহরি-প্রাণ নিছয়ে তাহে ॥১০॥

তোড়ী

অদ্বৈত-বনিতা সীতাদেবী রঙ্গে রন্ধন-মন্দিরে প্রবেশে গিয়া।
কহে মালিনীরে কহ শুনি বিষ্ণুপ্রিয়ার কিরূপ রন্ধনক্রিয়া ॥
কহয়ে মালিনী শুন ঠাকুরাণি! কত নিবেদিব এ সব কথা;
না শুনিয়ে কাণে, কখনু না দেখি নয়ানে এ হেন রন্ধন-প্রথা ॥
রান্ধিল ব্যঞ্জন কত শত ভাঁতি কত নিব নাম, না জানে কেহো।
এই দেখ আঁখি জুড়ায় দেখিতে মো মেন বুঝিনু লখিমী এহো ॥
এ শশিমুখীর সখীগণ চারু উপহার নানাপ্রকার কৈল।
ব্রজপুরে নন্দমন্দিরে যে শুনি তাহারা এথাই প্রকট হৈল ॥
ইহা শুনি সীতা হাসেন লহু লহু হেনই সময়ে আইলা আই।
দেখি পাক-পরিপাটী প্রশংসয়ে স্নেহাতুর বধূ-পানেতে চাই ॥
হেনকালে শচী সীতা প্রতি অতি যতনেতে কেহো কহয়ে কাণে।
নরহরি-প্রাণ নদিয়াচান্দেরে দেহ অনুমতি ত্বরিতে মানে ॥১১॥

অমর তোড়ী

শচীদেবী উলসিত হৈয়া। কহে গদাধর-মুখ চায়া ॥
প্রাতে দেখিনু ও তনু খীণ। ক্ষুধা পীড়য়ে পাইনু চিন ॥
বাছা! বচনে না কর হেলা। দেখ হৈয়াছে সিনানবেলা ॥
তারে বুঝাইতে জানহ তুমি। বাণী মানিবে জানিয়ে আমি ॥
বেগে সিনাতে বলিবে গিয়া। নহে, ব্যাকুল হইছে হিয়া ॥
গোরা-আগে গদাধর কহে। স্নান করহ সকল সহে ॥
সুধা ঝরে সে মধুর ভাষে। সভে সিনাইতে উলাস বাসে ॥
ধীরে ধীরে নরহরি কয়। গৃহে সিনাইতে উচিত হয় ॥১২॥

তোড়ী

গোরা গুণমণি মধুর হাসি। দিল অনুমতি বিরলে বসি ॥
প্রিয় দাস সুখে সুগন্ধিত তৈল মাখাইয়া দেখে ও মুখশশী ॥
বুঝিয়া সময় সুচারু ছান্দে। স্নান করাইল নদিয়া-চান্দে ॥
পরাইল কিবা সরুয়া বসন সে শোভা হেরি কে ধৈরজ বান্ধে ॥
বান্ধি অগ্রভাগ কুন্তলভারা। পিঠে ফেলে যেন যমুনা-ধারা ॥
চন্দন তিলক বিরচিয়া ভালে গলে দেই মণিমুকুতাহারা ॥
ধরি পঁহু নরহরির করে। ধীরে ধীরে চলে দেবের ঘরে ॥
নানাদ্রব্য দিয়া পূজা করি, হিয়া ধরিতে নারয়ে আনন্দ-ভরে ॥১৩॥

তুরস্ক তোড়ী

গোরা যেরূপে করিলা স্নান।
সেইরূপ সভে সিনিয়া আইলা দেখিতে জুড়ায় প্রাণ ॥
পঁহু নিতাই মধুর ছান্দে।
পরিলেন নীল বসন ভূষণ তাহে কে ধৈরজ বান্ধে ॥
সে যে অদ্বৈত ভুবন-লোভা।
গদাধর গৌরী দাস গদাধর কিবা শ্রীবাসের শোভা ॥

যত মুকুন্দ আদিক সেন।
ঝলমল করে আঙ্গিনার মাঝে চান্দের উদয় যেন ॥
শচী দেখি তা আনন্দভরে।
প্রাণ গদাধরে নিদেশে সভারে আনিতে ভোজন-ঘরে ॥
গদাধর সুমধুর ভাষে।
শ্রীশচীমায়ের স্নেহময় বাণী কথয়ে সভার পাশে ॥
তাহা শুনি সেই সব হাসি।
পরস্পর কত কহে কি ভঙ্গিতে সুখের সায়রে ভাসি ॥
সভে চলয়ে গদাই-সঙ্গে।
সে সময়ে সভার পাদ পাখালয়ে দাস নরহরি রঙ্গে ॥১৪॥

অগর পঞ্চম

শ্রীশচী-নিদেশে ভাসি সুখে সভে ভোজন-মন্দিরে প্রবেশে গিয়া।
বৈসে সারি সারি নিরুপম শোভা নিরখি কেবা না জুড়ায় হিয়া ॥
সীতাদেবী নানা মিষ্টান্ন যতনে পরিবেশে সভে ভুঞ্জয়ে রঙ্গে।
অদ্বৈত করু কি সুমধুর রস-কলহ নিতাইচান্দের সঙ্গে ॥
গদাধর শ্রীনিবাস দাসগদাধর ধনঞ্জয় শ্রীধর বটু।
মুরারি মুকুন্দ সদাশিব গৌরীদাস বাসু আদি ভোজন-পটু ॥
শচীদেবী হিয়া আনন্দে উথলে নিরখি ভোজন কৌতুক ভালি।
বিষ্ণুপ্রিয়া প্রতি কহে আঁখিকোণে মালিনীরে দেহ সাজায়া থালি ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া নানা ব্যঞ্জন অন্নাদি সাজাইয়া দেই মালিনী-হাতে।
মালিনীর আড়ে হই অলখিত নিরিখয়ে নিজ পরাণনাথে ॥
মালিনী পরিবেশে অন্নব্যঞ্জন ভুঞ্জয়ে সে সব অমিয়া জিনি।
ভোজন সারি সে করু আচমন নরহরি বারি যোগায় আনি ॥১৫॥

তোড়ী

গোরা গুণমণি সভা সনে। ভোজন-কৌতুক কথা কহে ॥
সুখে বৈসে বিচিত্র আসনে। তাম্বুল যোগায় দাসগণে ॥

পরিপূর্ণ ভোজন-প্রকারে। বসিয়া রহিতে কেউ নারে ॥
নিজ নিজ বাসা সভে গিয়া। কিছুকাল রহয়ে শুতিয়া ॥
পহু শেজে অঙ্গ গড়াইল। ভোজনের শ্রম দূরে গেল ॥
করয়ে বাতাস দাসগণ। নরহরি সেবে সে চরণ ॥১৬॥

ভূপালী

শচীদেবী সীতা মালিনী পাশে। কহে সুধাসম মধুর ভাষে ॥
ভুঞ্জহ এ সভে লইয়া সনে। পরিবেশে বধূ এ সাধ মনে ॥
শুনি কহে কত উলাস হৈয়া। ভোজনে বসিলা শচীরে লৈয়া ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া পরিবেশন করে। উমড়য়ে হিয়া আনন্দ ভরে ॥
অন্নাদি বিবিধ ব্যঞ্জন পুঞ্জে। প্রশংসিয়া কত কৌতুকে ভুঞ্জে ॥
ভোজন সমাধা হৈল হেরি। দাসীগণে আনি যোগায় বারি ॥
আচাঁইয়া বেগে মালিনী আসি। বিষ্ণুপ্রিয়া প্রতি কহয়ে হাসি ॥
নিজ সখী সহ ভুঞ্জহ তুমি। এবে করি পরিবেশন আমি ॥
এত কহি স্নেহে থির না বান্ধে। বৈসায়ে চারু মণ্ডলি ছান্দে ॥
দেখি সে শোভা কি পুলক অঙ্গে। পরিবেশে দেবী মালিনী রঙ্গে ॥
ধনী প্রিয়-অধরামৃত লৈয়া। ভুঞ্জে সখীগণে কত না কৈয়া ॥
ভোজন সারি কি মনেতে সুখ। সুশীতল জলে পাখালে মুখ ॥
ভুঞ্জয়ে তাম্বূল বিরলে গিয়া। শচী সীতা দেখি জুড়ায় হিয়া ॥
কি বুঝিব নরহরি এ রীতি। প্রাতঃকাল লীলা ললিত অতি ॥১৭॥

অথ পূর্বাহ্ণ :—

দেশপাল

গোরা অপরূপ পূর্বাহ্ণকালে সে শেজ তেজি একা বিরলে বসি।
সুশীতল জলে অলসল আঁখি-কমল পাখালে বদনশশী ॥
সুচারু ভঙ্গিতে চাহে চারিভিতে অলখিত বিষ্ণুপ্রিয়া তা দেখি।
ঝাঁপি মুখে বাস হাসে লহু লহু লাজে দিতে নারে আগোতে আঁখি॥

রসময় পঁহু ব্যাকুল হইতে বিষ্ণুপ্রিয়া পানে পড়িল দিঠি।
নিবারিতে নারে আঁখি-পাখী উড়ি পড়ি পিয়ে মুখ অমিয়া মিঠি॥
পুলকিত তনু অরুণ দুঁহু নয়ানে নয়ানে ভঙ্গি কি ভাতি।
নরহরি রহু নিছনি এ রঙ্গ দেখে কেহো কেহো কৌতুকে মাতি॥১৮॥

মায়ুর

আহা মরি কি মধুর ছান্দে।
হুরাহুরি দুহুঁ আখো আখি দিয়া হিয়া না ধৈরজ বান্ধে॥
বিষ্ণুপ্রিয়া সে রসের ভরে।
তুরিতে তাম্বুল সাজাইয়া সুখে সোঁপিল দাসীর করে॥
দাসী আসি হাসি হাসি কয়।
তুয়া প্রাণপ্রিয়া পাঠাইল তাম্বুল করো যে উচিত হয়॥
নদ্যাবিধু সে সম্পুট খুলি।
তাম্বুল-পরশে উলসিত তনু ঝাপিল পুলকাবলি॥
কত কৌতুকে তাম্বুল খায়া।
অবশেষ সহ সম্পুট সোঁপিল দাসীরে কত না কৈয়া॥
দাসী আসি বিষ্ণুপ্রিয়া-পাশে।
খুলি সে সম্পুট বলি কত কথা মধুর মধুর হাসে॥
বিষ্ণুপ্রিয়া সে তাম্বুল রঙ্গে।
মুখে দিতে কত আনন্দ উথলে পুলক ব্যাপয়ে অঙ্গে॥
তাহে যে কিছু রহিল শেষে।
সে অতি দুর্লভ লহু লহু হাসি দিল নরহরি দাসে॥১৯॥

ধানশী

বিষ্ণুপ্রিয়া সে সখীর সঙ্গে। গোরা চরিত কহয়ে রঙ্গে॥
অঙ্গ ব্যাপয়ে পুলক ভরে। গোরা বিনে না ধৈরজ ধরে॥

পঁহু মধ্যাহ্নে ভুঞ্জি যাহা । করু কত না যতনে তাহা ॥
অতিবিরলে বৈসয়ে গিয়া । চারু গবাক্ষে নয়ান দিয়া ॥
পুষ্প কাননে আসিব পঁহু । তাহা দেখিতে উছাহ বহু ॥
নরহরি কি বুঝিবে রীত । মরি জগতে অতুল প্রীত ॥২০॥

কামোদ

বিষ্ণুপ্রিয়া-চরিত চিন্তিয়া । রসের সায়রে ভাসে গোরা বিনোদিয়া ॥
তিলে তিলে কত উঠে মনে । নিছয়ে পরাণ গোরা বিষ্ণুপ্রিয়া-গুণে ॥
কত না যতনে থির হৈয়া । বসিলেন বাহির ভবনে পঁহু গিয়া ॥
প্রিয় পরিকর মিলে তথা । নরহরি কি কহিব সে সুখের কথা ॥২১॥

দেশপাল

গৌর সুন্দর সনেহি রসময় চরিত অতি হিয় থাহ ।
প্রাণসম সব পারিষদ সহ মিলনে পরম উছাহ ॥
তৈছে পরিকর-বৃন্দ প্রমুদিত প্রাণপঁহু মুখ হেরি ।
ভণি কি মধুরিম বাণী ছবিমণ্ডে বৈঠে চহুদিশ ঘেরি ॥
ঝলকে মঞ্জু সমাজ মাঝ মনোজদমন কিশোর ।
ভাবে টলমল বিপুল পুলক জলজ-দিঠি ভরু লোর ॥
গহি গদাধর-কর করত বর-বরজরস-পরকাশ ।
দাস নরহরি কহব কিয়ে পূর্বাহ্ন সময়-বিলাস ॥২২॥

অথ মধ্যাহ্নঃ—

শ্রীরাগ

গৌরশশী রঙ্গে ভ্রমি আসি পুষ্পবাটি প্রবেশয়ে মধ্যাহ্নকালে ।
অতি সুশীতল থল মন্দ মন্দ সুগন্ধি পবন বহয়ে ভালে ॥

শারী শুক পিকু-কুল সুললিত গায় গোরাগুণ আনন্দে মাতি।
ভ্রমই ভ্রমর পুঞ্জ পুঞ্জ গুঞ্জে যেন বাজে যন্ত্র মধুর ভাঁতি ॥
শিখি পাখী পাখা পসারি নাচয়ে দেখি আঁখি কেহো ফিরাইতে নারে।
প্রকাশয়ে নিজ নিজ গুণ নানা পক্ষ-শোভা কেবা কহিতে পারে ॥
প্রফুল্লিত তরু লতালি-বলিত নিরুপম ছায়া তঁহি কি রঙ্গে।
নরহরি পঁহু বসি হাসে লহু বিপুল পুলক ঝলকে অঙ্গে ॥২৩॥

সুহই

গোরা পঁহু মনে হইল হেন। বৃন্দাবন-কুঞ্জে বসিল যেন ॥
কিবা অপরূপ রসের রীতি। চারিদিগে চাহে চঞ্চল অতি ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী গবাক্ষদ্বারে। অলখিত দিঠে দেখিল তারে ॥
কি বুঝি আনে সে নব লেহ। অনিমিখ আঁখো দেখয়ে সেহ ॥
দুহু দোঁহে হেরি না ধরে ধৃতি। হাসে লহু লহু সে রসে মাতি ॥
তিলে তিলে রঙ্গ বাঢ়য়ে যত। নরহরি তাহা কহিবে কত ॥২৪॥

ধানশী

গৌর বরজকিশোর রতি-পতি-গরবভঞ্জন নাহ।
বিলসে সুমধুর ভবন-সমীপ সুকুসুম-কানন-মাহ ॥

কোউ আয়ত যাত পঁহু বিলোকি নিরুপম রীত।
ঐছে সময়ে নিতাই তহি অদ্বৈত ভেল উপনীত ॥

শ্রীগদাধর আদি পরিকর বৈঠে চহুদিশ ঘেরি।
কাহু নয়ন না নিমিখ সঞ্চরু গৌর-মুখশশী হেরি ॥

সময় সমুচিত বচই পুলন প্রসঙ্গ অমিয় প্রবাহ।
উমড়ি চলল সকল দিশা নরহরি কি কহব উছাহ ॥২৫॥

সারঙ্গ

গোরা পঁহু পরিকর সনে। বিলসয়ে মনের উলাসে পুষ্পবনে ॥
জগত-জননী শচী এথা। বধূ প্রতি কহে অতি সুমধুর কথা ॥
দেহ সব সামগ্রী সাজায়া। নিমাই নিতাই ভুঞ্জিবেন সভা লৈয়া ॥
ক্ষুধায় পীড়িত কলেবর। সকালে খাইল, এবে হৈল দুপ্রহর ॥
শুনি ধনী উলাসে ভাসিল। শাশুড়ী সমুখে সব সাজাইয়া দিল ॥
শচী দেবী ঈশানে ডাকিয়া। বিবিধ সামগ্রী বেগে দিল পাঠাইয়া ॥
অদ্বৈত পরমানন্দ চিতে ॥ বসাইল সভে সারি সারি ভুঞ্জাইতে ॥
কি ভাবে নিতাই গুণমণি। আগে গোরাচান্দ-মুখে দিলা ক্ষীর ননী।
অদ্বৈত ধরিতে নারে হিয়া। ক্ষীর সর নিতাই চান্দের মুখে দিয়া ॥
উপজে ভোজনে মহারঙ্গ। তিলে তিলে বাঢ়ে সুখসমুদ্র-তরঙ্গ ॥
ভোজন-কৌতুক নিরখিতে। ব্রহ্মা আদি দেবের কত না সাধ চিতে ॥
কি বলিব নরহরি দাস। মধ্যাহ্ন কালেতে অতি ললিত বিলাস ॥২৬॥

অথ অপরাহ্নঃ—

ভাটিয়ালী

গোরা-মরম কি বুঝিব আনে। তিল আধ একা ভ্রমে সে বনে ॥
অপরাহ্ন কাল হইল আসি। চারি পাশে চাহে সে রসে ভাসি ॥
দেখে বিষ্ণুপ্রিয়া গবাক্ষ-দ্বারে। অলখিত দিঠে দেখিল তারে ॥
লহু লহু হাসি আঁখোর কোণে। না জানিয়ে কিবা কহিল তানে ॥
সে রমণীমণি হাসিয়া লহু। সখী সহ জানি কি কথা কহু ॥
নদিয়ার শশী রসিক সঙ্গে। ভ্রমে বনে পুন সভার সঙ্গে ॥
পুষ্প-শোভা দেখি কৌতুক অতি। গঙ্গাকূলে চলে মন্থর গতি ॥
পরস্পর হাসি কহয়ে যাহা। নরহরি কিছু না বুঝে তাহা ॥২৭॥

পৌরবী

সুরধুনী তীরে গেলা ধীরে ধীরে গোরা গুণমণি মনের সুখে।
প্রিয় পারিষদ শোহে চারি পাশে সে শোভা কহিতে না আইসে মুখে॥
শুনি আগে আগে নদিয়া-নিবাসী না ধরয়ে ধৃতি আইসে ধাইয়া।
কত না আনন্দে উথলয়ে হিয়া গোরাচান্দ-মুখপানে চাইয়া॥
গগনেতে গণ সহ সুরনারী পরস্পর হাসি কৌতুকচ্ছলে।
ত্রিভুবন মন-মোহনিয়া ওনা রূপ দেখি ভাসে আঁখের জলে॥
উথলল জহ্নু-কন্যা পঁহু পদ-পরশের আশে উলাস মনে।
নরহরি প্রাণনাথের কি নব ললিত বিলাস দিবাবসানে॥২৮॥

অথ সায়াহ্নঃ —

গৌরী

গোরা রসিকশেখর রঙ্গে।
বিলসয়ে সন্ধ্যাসময়ে সুন্দর প্রিয় পারিষদ সঙ্গে॥
অতিশোভিত জাহ্নবী তীরে।
রহি কিছুকাল চলে নিজালয়ে পরশি শীতল নীরে॥
কিবা ভঙ্গিতে মন্থর গতি।
কুঞ্জর-গরব হরে হরি মনমথ না ধরয়ে ধৃতি॥
নিজ ভবন-সমীপ গিয়া।
অলখিত চারি পাশে নিরখিতে দেখিল প্রাণের পিয়া॥
ধৃতি ধরু, না ধৈরজ বাঁধে।
তৃষিত চকোর পাখী আঁখি উড়ি পড়য়ে বদন-চাঁদে॥
বিষ্ণুপ্রিয়ার কি নব লেহা।
তিল আধ প্রাণনাথে না নিরখি ধরিতে নারয়ে থেহা॥

অলখিত আঁখে আঁখি দিয়া।
পুলকিত তনু অনুপম ঘন আনন্দে উথলে হিয়া ॥
নরহরি না মরম বুঝে।
ভুবন-মোহন গুণমণি পঁহু প্রবেশে ভবন-মাঝে ॥২৯॥

গৌরী

গোরা রসময় মনের উল্লাসে সারিলেন সন্ধ্যাকালের ক্রিয়া।
নিজ নিজ গৃহে করিল গমন পরিকর প্রেমে বিভোর হৈয়া ॥
শ্রীশচী দেবী সেবি বিষ্ণু যতনে করযুগ জুড়ি যতনে ভণে।
নিবেদি তোমারে মোর বিশ্বম্ভরে রাখিহ কুশলে আপন গুণে ॥
আর বলি মোর নিতাই সুন্দর কাহু না মানে সে চঞ্চল অতি।
কি আর কহিতে ভয় পাই চিতে ঘুচাইবে এই বালক রীতি ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া বধূ মধুর চরিত প্রাণের অধিক জানিয়ে তারে।
যেন কভু কোন বিঘিনি না ঘটে তোমা বিনা ইহা জানাব কারে ॥
শুনি জননীর বাণী গোরা গুণমণি দূরে রহি হাসয়ে লহু।
জননী-চরণে প্রণময়ে সুখে শচীদেবী করু আশিস্ বহু ॥
প্রণমিতে বধূ মধুমাখা বাণী ভণি পুনপুন করয়ে কোলে।
নরহরি রহু নিছনি কি নব প্রেম পরিপাটি সায়াহ্নকালে ॥৩০॥

অথ প্রদোষঃ —

আভোগপঞ্চম

প্রদোষ সময়ে গোরা নিরজনে বসি কি মধুর ছান্দে।
নিরিখয়ে প্রিয় পরিকর-পথপানে না ধৈরজ বান্ধে ॥
হেনকালে গদাধর শ্রীবাসাদি আইসে ত্বরিত গতি।
অদ্বৈত নিতাই দোহে উপনীত অতুল দোহার রীতি ॥

বসিলেন সারি সারি গোরাচান্দে বেরি কি মনের সুখে॥
নিরুপম সভা শোভা নিরখিতে নিমিখ না রহে আঁখে॥
নরহরি পঁহু পুরুব কাহিনী কহে সে পরসপরে।
অমিয়া-প্রবাহ বহে যেন হেন রঙ্গ কে বুঝিতে পারে॥৩১॥

ধানশী

গোরা পঁহু বিরলে বিলসে। পরিকরসহ সুখ-সায়রেতে ভাসে॥
শুনি শচী গমন সভার। মনে যে উপজে তা কহিতে নাই পার॥
কহয়ে চাহিয়া পথ পানে। সীতাদেবী মালিনী আসিব কতক্ষণে॥
অপরাহ্ণ কালে গৃহে গেলা। সন্ধ্যা বহি যায়, তমু কেনে না আইলা॥
সীতাদেবী আইলা হেন কালে। দেখি কত আনন্দ, প্রণমে পদতলে॥
মালিনীগমন নিরখিয়া। আগুসারি আনিল করেতে কর দিয়া॥
বিষ্ণুপ্রিয়া বধূ দোহাকারে। প্রণমিতে দোহে কত সাধে করে কোরে॥
শচীদেবী মনের উলাসে। কহে ধীরি ধীরি বিষ্ণুপ্রিয়া বধূ পাশে॥
ভোজন সময় হইল আসি। শুনি বিষ্ণুপ্রিয়া কহে সুমধুর হাসি॥
হইল সকল দেখসিয়া। শুনি সভে মনের হরিষে দেখে গিয়া॥
সীতাদেবী কহে বারবার। হইল ভোজন-বেলা, বিলম্বে কি আর॥
ভোজনে আইসহ সভা লৈয়া। শুনি গদাধর সে সভারে কহে গিয়া॥
সভে মহা উলসিত মনে। ভোজন-মন্দিরে গিয়া বসিলা ভোজনে॥
সীতাদেবী মালিনী সহিতে। করি পরিবেশন পরমানন্দ চিতে॥
ভোজন-কৌতুক সমাধিয়া। আচমন করি সভে বৈসে তথা গিয়া॥
খাইল তাম্বুল মনোহিত। উপজিল কত রঙ্গ কে বুঝে চরিত॥
শচীদেবী অতি ব্যগ্র চিতে। সীতাদেবী মালিনী সইয়েরে ভুঞ্জাইতে॥
দোহে গণসহ প্রেমাবেশে। ভুঞ্জে কি অমৃত বিষ্ণুপ্রিয়া পরিবেশে॥
ভুঞ্জি কত কহি মৃদু বাণী। ভুঞ্জাইল বিষ্ণুপ্রিয়া বধূরে মালিনী॥

ভোজন কৌতুক মনোহর। শচী গৃহ হৈতে কেউ যাইতে নারে ঘর॥
সীতাদেবী মালিনী সহিতে। গোরামুখ নিরখি ধৈরজ নাই চিতে॥
শচী পাশে বিদায় হইয়া। চলিতেই শচীর ব্যাকুল হৈল হিয়া॥
নরহরি কি কহিতে জানে। নিজ গৃহে গেলা সভে কাতর পরাণে॥৩২॥

সুহই

কি বলিব হেন না দেখি মেনে। গোরা সুখে সুখ সভার মনে॥
পরিকর সব সুচারু ছান্দে। কহে লহু লহু নদিয়াচান্দে॥
ভুঞ্জিলে অলস হইল এবে। শয়ন বিনে না অলস যাবে॥
না শুইলে পীড়া বাড়িব দেহে। মোরা শুতি গিয়া আপন গেহে॥
পুন পুন সভে কত না কহি। চলে গোরা-মুখ পানেতে চাহি॥
শ্রীবাস নিতাই ঠাকুরে লৈয়া। নিজ গৃহে গেলা ব্যাকুল হইয়া॥
অদ্বৈতাদি গৃহে গমন করে। গোরা বিনে প্রাণ ধরিতে নারে॥
কেহো কেহো নিন্দে বিধাতা প্রতি। কেনে হেন কৈলে পাপিয়া রাতি॥
কেহো কহে ভানু উদয় করো। মো সভার দুখ এখুনি হরো॥
কহি এইরূপ প্রেমেতে ভোরা। শুতিয়া স্বপনে দেখয়ে গোরা॥
গোরা পঁহু সভে বিদায় দিয়া। যে হইল তা দেখি বিদরে হিয়া॥
কি বুঝিব নরহরি এ প্রীতি। প্রদোষ কালে কি ললিত রীতি।৩৩।

অথ নিশা—

কানড়া

নিশা সময়ে সে রসময় গোরা সুচারু শয়ন-মন্দিরে গিয়া।
কি মধুর রীতি ধৃতি গত বিষ্ণুপ্রিয়া গতি-পথে নয়ান দিয়া॥
সে নব রমণীমণি মনসুখে বিরচয়ে বেশ নিভৃতে বসি।
সুললিত ছান্দে বান্ধে কেশ কিবা কুঙ্কুমেতে মাজি বদনশশী॥

সিন্দুর ভালে চিত্র চন্দনাদি কি মৃগমদ বিন্দু চিবুকে সাজে।
নানা রত্নমণি ভূষণেতে কিবা শোভা নাহি হেন ভুবন মাঝে॥
পরি নীল শাড়ী বাঢ়ে কি কৌতুক উমড়য়ে অতি অতুল লেহা।
নরহরি প্রাণ পঁহু পাশে চলে ঝলকয়ে হেম তড়িত দেহা॥৩৪॥

ধানশী

বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাণপ্রিয় পাশে।
চলিতে কি নব ভঙ্গি তাহে কত মদন-গরব নাশে॥
পাশে গিয়া কি মধুর ছান্দে।
ঘুবটেতে মুখ ঢাকি আঁখি-কোণে নিরিখে নদিয়াচান্দে॥
গোরা চাহি প্রাণপ্রিয়া পানে।
আগুসরি ধীরে ধীরে ধরি কর যতনে আদরি আনে॥
আনি সুচারু কুসুম শেজে।
ভণে রসময় বাণী শুনি ধনী কিছু না কহয়ে লাজে॥
অনিমিখ আখো আখি দিতে।
সে রস আবেশে ভাসে লহু লহু কত না কৌতুক চিতে॥
অতি লুবধ ভ্রমর পারা।
মুখপদ্ম-মধু পানে উনমত হইলা ধৈরজহারা॥
বহু পুলক ভরল তনু।
কুচযুগ-হেম-কমল পরশি কাঁপয়ে বিজুরি জনু॥
ঘন ঘন আলিঙ্গন দিয়া।
নরহরি পঁহু পরাণ নিছুই আনন্দে উথলে হিয়া॥৩৫॥

ধানশী

গোরাগুণমণি কত না রঙ্গে। বিলসয়ে বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে॥
শ্রম ভেল ঘামে তিতিল গা'। দুহু দোঁহে কর আঁচরে বা'॥

অলসল তনু উলস চিতে। শুতল তলপে দুহু সুরীতে॥
দুহুঁ জন ভেল একই দেহা। জগতে অতুল এ নব লেহা॥
দুহুঁ দেহদ্যুতি ঝলকে ভালো। নিরন্তর ঘর করয়ে আলো॥
অতি অপরূপ উপমা নহু। নরহরি দুঁহু নিছনি যহু॥৩৬॥

ইত্যষ্টকালঃ।

বিভাষ

কিবা অপরূপ রঙ্গ।

যে কহে বারেক শুনে সে কি সুখে ধরিতে পারয়ে অঙ্গ॥ধ্রু॥
বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রাণপতি-গুণে সুরধনী কি মগন হইয়া।
আপন জীবন মানে ধন্য করি এরূপ অনেক কৈয়া॥
নদিয়াচান্দের চারু চরিত সে শুনি সুরধনী-মুখে॥
রসের আবেশে অবশ যমুনা না ধরে ধৈরজ সুখে॥
সুরধনী প্রতি কহে ধীরে ধীরে এই যে নন্দার চাঁদ।
প্রেমবতী ব্রজযুবতী-জনের জীবন মনের ফান্দ॥
তা'সভার প্রেম-রসে বশ সদা সে রসবিলাসে ভোরা।
আনে কি জানিব সেই এই নন্দানাগরী-পরাণচোরা॥
নাগরশেখর নদীয়ার মাঝে বিহরে গুপত হৈয়া।
আহা মরি মরি নরহরি পঁহু লীলার বালাই লৈয়া॥৩৭॥

ললিত বিভাষ

যমুনা পরম প্রেমেতে মাতি। কহে বারে বারে জাহ্নবীর প্রতি॥
তুমি সে পরম প্রবীণা ওহে। কি বলিব প্রাণ সোঁপিল তোহে॥
গৌরাঙ্গের চারু চরিত বাণী। শুনাইলে মোরে আপন জানি॥
ইহা শুনি সুরধনী সুভাষে। নিবেদয়ে কিছু যমুনা-পাশে॥৩৮॥

গঙ্গা আহ –

বিভাষ

শুন শুন ওগো যমুনা নিবেদি দূর করো মোর হিয়ার বেথা।
কৃপা করি কহো গৌরাঙ্গচান্দের পুরুব বিলাস-রসের কথা ॥
ব্রজপুরে যত যুবতী তাদের উপমা কি দিব না দেখি আনে।
তার মাঝে কেবা অধিকা তাহার পিরীতি বা কহ কাহার সনে ॥
পরম রসিক শিরোমণি শ্যাম তনু অনুপম সকল রীতি।
বহুজন সনে লেহ জানি কহো তাহে কাহে করে অধিক প্রীতি ॥
পরস্পর দিবানিশি ক্রম-বশ মিলন কিরূপে কোথা বা থাকি।
এ সব শুনিতে সাধ অতি ইথে নরহরি মোর মরম সাখী ॥৩৯॥

শ্রীযমুনা গঙ্গাং প্রত্যাহ—

বিভাষ

শুন শুন প্রাণ-সম সুবদনি ! ত্রিজগতে চারু চতুরা তুমি।
ব্রজপুরে অতি অধিকা যে তার কিছু পরিচয় দিয়ে যে আমি ॥
বৃষভানু নৃপ জনক, জননী কৃতিকা* জগতে বিদিতা যেঁহো।
শাশুড়ী জটিলা কুটিলা ননদ অভিমন্যু পতি উদার তেঁহো ॥
ললিতা বিশাখা সুচিত্রা চম্পকলতা রঙ্গদেবী সুদেবী সখী।
তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুলেখাদিক সমা সুরনর-নারী কাহু না দেখি ॥
রূপ-রতিমঞ্জরিকাদি দাসী সে সেবাপরা সদা আনন্দে ভাসে।
সুধাধারা দূরে যার রূপ হেরি উমা রতি লাজ অধিক বাসে ॥
রঙ্গিণী রমণীমণি রসিকিনী গুণগণ কেবা কহিতে পারে।
বৃন্দাবন-রাণী করি অভিষেক করিলা যশোদানন্দিনী + যারে ॥
সিন্ধুসুতা আদি যত, যার পরিচারিকা হইতে করয়ে সাধা।
নরহরি বিকাইল যার পায় কি কহিব তুহে অধিক রাধা ॥৪০॥

---

* কীৰ্ত্তিদা। + একানংসা।

বিভাষ

রাধার পিরীতি যার সনে তার গুণ চরিত কি কহিতে জানি।
ভুবনমোহন রূপ রতিপতি-নিন্দি সে পিরীতি মুরুতিখানি ॥
রসিক নাগর শিরোমণি চারু চীর-চয় করি যে সুখী। ?
যাঁর বাঁশী গানে শিলা দ্রবে তরুলতা ঝুরে পশু ব্যাকুল পাখী ॥
যেঁহো প্রিয়া পায় পড়ি রহে, বহে কান্ধে করি কত যতন পায়া।
প্রিয়ার ভর্ৎসন বাণী সুধাধারা পিয়ে কত সাধে আনন্দ হৈয়া ॥
পিরীতের অতি অধীন বিদিত ত্রিজগতে নাহি উপমা দিতে।
আর কি কহিব রসবতী রাধা মজিলেন হেন শ্যামের সাথে ॥
লাজ কুল ভয়ে দিয়া তিলাঞ্জলি পতি উপেখিয়া বসতি বনে।
লোক পরিবাদ বিষম বিষ সে অমৃতের সম মানয়ে মনে ॥
শয়নে স্বপনে না জানয়ে কিছু তিল আধ বিনে বিদরে হিয়া।
নরহরি প্রাণনাথ সরবস ইহা কি জানাব উপমা দিয়া ॥৪১॥

পুনরাহ—

বিভাষ

ওহে প্রাণ-সম সখি সুখময়ি! বিকাইনু মুই তোমার গুণে।
এবে কহি শুন শ্যামসুন্দরের অধিক পিরীতি যাহার সনে ॥
চন্দ্রাবলি ব্রজে বিদিতা সুন্দরী অপরূপ রূপে লজ্জিতা রমা।
নবীন যৌবনী রসিকিনী ধনী গুণ সুচরিতে নাহিক সমা ॥
সুললিত নব নিকুঞ্জ মন্দিরে শ্যাম সহ রঙ্গে বিলসে নিতি।
শ্যাম রসময় মাতয়ে তেমতি তার প্রেমাধীন কে বুঝে রীতি ॥
পরানন্দ-সিন্ধু মাঝে ভাসে যবে সে ধনীরতন পরশ করে।
মুখশশি-সুধাপানে নিমগন তখন নাগরে কিছু না স্ফুরে ॥

যদি সে সময়ে রাধা-তনুগন্ধ কিঞ্চিত সে নাসা পরশে গিয়া।
তখুনি তাঁহারে তেজি অতি চঞ্চল কালা ধায় যেন পাগল হইয়া॥
কি আর বলিতে ইথে জানো চিতে যা সনে অধিক কানুর লেহা।
নরহরি হেন প্রেমের নিছনি গুণইতে গুণ কেবা বাঁধে থেহা॥৪২॥ *

পুনরাহ—

তোড়ী

কি বলিব ওগো জগতে অতুল রাধামাধবের পিরীতি খানি।
প্রাণ এক তনু ভিন ভিন কেবা গড়িয়াছে কত আনন্দ মানি॥
যদি বোলো দুহুঁ এক ইথে কেনে হইল দোঁহার বরণ ভিনো।
তাহে তোমা প্রতি কহিয়ে কিঞ্চিত যতন করিয়া সে কথা শুনো॥
বিবিধ বরণ আছে তাহে শ্যাম গৌর বরণে অধিক শোভা।
তাহার অবধি দেখায়া জগতে হাসে জগজন-নয়ন লোভা॥
আর বলি ওহে কালিয়া চঞ্চল যখন দেখয়ে রঙ্গিণী রাধে।
আতুর হইয়া তখন দুবাহু পসারিয়া কোরে করয়ে সাধে॥
সে সময়ে যদি বিপক্ষ লোকেতে হঠাৎ নিকটে দেখয়ে এ রীতি।
ঘন তড়িতাদি ভ্রমে ভুলে কেহো লখিতে নারয়ে কৌতুক অতি॥
আর বলি সেই সুকবি বিহি বহুজনে অনেক আনন্দ দিতে।
নিরখি শ্যাম গৌর রুচি রুচির উপমা রচিব অনেক মতে॥
এই হেতু কত কব ভিন নহে রাইপ্রেমে গড়া শ্যামের দেহা।
রাধা-তনু কানু-প্রেমময় এই জগতে বিদিত দোহার লেহা॥
এ দোহার রীতি আনে কি জানিব জানয়ে কেবল রসিক জনে।
এ রসে বঞ্চিত যে হইল নরহরি তাহে পশু-সমান গণে॥৪৩॥ *

---

* এই পদদ্বয় ভক্তিরত্নাকরে (৫। ৩৫০২—১৫ পয়ারে) উদ্ধৃত হইয়াছে।

মাত্রারম্ভে সুরধনী

ওহে সুরধনি ! যাহা পুছিলে তুমি। তার আদি চরিত তোহে কহিল আমি ॥
এবে শুন শুন দিন রজনী কথা। কহি যে রূপে নাগর মিলিলা যথা ॥৪৬॥

কস্মিন্ দিবসে—

পৌরবী

নাগরবর বর বরজ-ধুতিহর হরষ হিয় পিয় রসভরে।
কুসুম সজ্জ করি **মালিনী** বেশ ধরি যাবটপুর পরবেশ করে ॥
আপুনি আপনারে হেরিয়া বারে বারে বসনে ঝাঁপি মুখ বিহসিয়া ॥
অতি মধুর স্বরে কহয়ে ঘরে ঘরে কে নিবে হার আইস লেও গিয়া।
কোকিল-জিনি বাণী শুনিয়া বিনোদিনী বিশাখা সখী সহে কহে কথা ॥
অপূর্ব্ব হার হবে পাছে বা কেহো নিবে তুরিতে মালিনীরে আন এথা ॥
বিশাখা শুনি বাণী পরম সুখ মানি মালিনী প্রতি কহে হের আইসো।
ফিরিয়া মালিনীরে লইয়া আইসে ঘরে আদরে কহে এইখানে বৈসো ॥
মালিনী-পানে চায়া রাধিকা চলে ধায়া আনন্দ পায়া মনে মনে ভাবে।
এরূপ এ মালিনে না দেখি কোনখানে বুঝি এ সুরপুরবাসী হবে ॥
এমতি চিতে বাসি মালিনী কাছে বসি কহয়ে তুয়া হার দেখি ওহে।
শুনি দেখায় হার উপমা নাহিক যার শোভায় সভাকার মন মোহে ॥
রাধিকা রসবতী মদনভরে অতি পীড়িত পুন পুলকিত হিয়া।
চাহিয়া হারপানে বিচার করে মনে এরূপ গাঁথে মোর প্রাণপিয়া ॥
সুন্দরী থির নহে মালিনী প্রতি কহে মনে করিয়ে প্রাণ দিয়ে তোরে।
শুণ কি কব আমি ধন্য ধন্য হে তুমি মূল্য যে হয় তাহা কহ মোরে ॥
মালিনী কহে শুন না বলি পুন পুন নিছা না বলি কভু কার কাছে।
এ হার পরাইব ও গজমোতি নিব সাজিলে যে দিবে তা লব পাছে ॥

মালিনী প্রতি ধনী কহয়ে প্রিয় বাণী যে চাহি লেহ তাহা নিজ বলে।
শুনিয়া রসে ভাসি ইষত হাসি হাসি পরাল হার রাধিকার গলে॥
কত যতন করি রুচির কুচগিরি উপরে সাজাইয়া করে ঝাঁপে।
মালিনী পরশিতে উলাস বাসি চিতে অমনি ধনী থরহরি কাঁপে॥
বুঝিয়া নরহরি যতেক সহচরী রহয়ে দূরে হরষিতমনা।
নিভৃত মন্দিরেতে না পারে থির হৈতে অনঙ্গরঙ্গে মাতে দুইজনা॥৪৫॥

কস্মিংশ্চ---

পৌরবী

নাগরবর বরজশশী নারী সুবেশ ধরি বিহসি
রসের ভরে যাবটপুর প্রবেশ করয়ে।
জিনি সজল জলদঘটা ললিত প্রতি অঙ্গের ছটা
পহিরে বাস ভূষণ শোভা পরাণ হরয়ে॥
রাধিকা তাঁরে নিরখি দূরে বারেক আঁখি ফিরাইতে নারে
কহয়ে নিজ সখীর প্রতি করেতে ধরিয়া।
এ ধনী কোথা হৈতে আইলো দেখহ রূপে করিল আলো
আনহ ইহাঁরে এথা অতি যতন করিয়া॥
বিনোদিনীর ব্যাকুল বাণী শুনিয়া সখী মরম জানি
সে ধনী যথা আইসে তথা তুরিত চলয়ে।
চাতুরি করি নিকটে গিয়া মধুরতর বচন কৈয়া
হৈয়া হরষ লৈয়া তারে সুপ্রবেশে নিলয়ে॥
আইসে পাশে উলাসে ধনী বসায়া তারে রমণীমণি
আদরে কহে কথহু আমি না দেখি তোমারে।
অশেষ সুখ পাইলু আজি নিশ্চয় বলি কপট তেজি
কি কাজে একা যাইছ কোথা বোলহ আমারে॥

অমিয়া-সম বচন শুনি   অধিক সুখে মগন ধনী
দরিদ্র জন যেন পরম রতন পাইলো ।
সুচারু চান্দবদন পানে   চাহিয়া কহে চাতুরি মনে
শুন গো যদি পুছিলে কিছু কহিতে হইলো ॥
অধিক সাধে মনের মত   শিখিনু বেশ-রচনা যত
করিনু শ্রম অশেষ তাহে হইয়া নবীনা ।
সে সব প্রকাশিবার তরে   ফিরিয়ে এই বরজপুরে
গুণ বিচার করয়ে হেন না পাইয়ে প্রবীণা ॥
তাহাতে এক রমণী মোরে   কহিল বৃথা ফিরহ পুরে
এথা পরম চতুরা অভিমন্যের ঘরণী ।
রূপে গুণে কি হবেক রমা   জগতে কেহো নাহিক সমা
যাঁহার পদ-পরশে ধন্য মানয়ে ধরণী ॥
আছয়ে বহু নায়িকা এথা   কত না কব তাদের কথা
তিলেক বশ করিয়া যারে রাখিতে নারয়ে ।
সে শ্যামশশী সুঘরবর   নাহিক কেহো যাহার পর
তাহার প্রেমে অধীন হৈয়া সতত ফিরয়ে ॥
যাহ সেখানে, মানহ কথা   গুণের পূজা হইবে তথা
এতেক শুনি অন্তরে অতি উলাস হইনু ।
কি কব তুয়া আগে সে বাণী   আইনু তাঁর বচন মানি
যেরূপ তেহোঁ কহিল তাহা দেখিতে পাইনু ॥
এ বাণী শুনি সুন্দরী রাই   অন্তরে অতি আনন্দ পাই
কহেন, বেশ রচহ ওগো আপন জানিয়া ।
পাইয়া অনুমতি সুবাসে   উছাহে উঠি বৈসয়ে পাশে
বেশের যত সামগ্রী দাসী দেয়য়ে আনিয়া ॥

যতনে ধনী ধৈরজ ধরি মধুর পৃষ্ঠ-মাধুরী হেরি
রচয়ে বেণী ফণি নিরসি মুনিরে মোহয়ে।
পরসপরে হরষ হিয়া নয়ানে চারু কাজর দিয়া
আঁচরে মুখ মোছয়ে সাধে অধিক শোহয়ে॥
সুচারু চাঁপা পরায়া কাণে আপনা ধন্য করিয়া মানে
সোপিয়া সিঁথে সিন্দুর ভালে সুচিত্র রচয়ে।
নাসায় দিয়া বেশর থানি দোলায়া কহে মধুর বাণী
উপমা নাহি মদন ইথে মুরুছে নিচয়ে॥
চিবুকে চারু কস্তুরি-বিন্দু দিতে উথলে আনন্দসিন্ধু
তা দেখি দূরে নিমিথ আঁখি ফিরাইতে নারয়ে।
পরশি কুচ রুচিরতর কাঁচুলি দিতে অথির কর
ভুধর-ধর ধৃতিলেশ না ধরিতে পারয়ে॥
অতুল তনু সঘনে কাঁপে যতনে মুখ ওমুখে ঝাঁপে
তা দেখি সখী কহে চিবুকে অঙ্গুলি ধরিয়া।
ইকি বিষম না শুনি কাণে রমণী হৈয়া রমণী-সনে
এরূপ ক্রিয়া করহ ওগো কিরূপ করিয়া॥
অপূর্ব্ব বেশ রচিলে তুমি কি কব নিজ সখীর আমি
না বুঝি যারে তারে আপন করিয়া জানয়ে।
ভাগ যে কেহো নাহিক এথা নহে এ অতি লাজের কথা
কারে কব এ দুখ, নিষেধ কভু না মানয়ে॥
শুনিয়া স্মিত বদনী রাই লজ্জিত শ্যাম-পানেতে চাই
কহয়ে—ওহে চপল! ইথে কেবা না হাসিবে।
নাগর কহে—করো উচিত বাঁধহ ভুজ-পাশে তুরিত
তবে সে ঘনশ্যাম সুখের সায়রে ভাসিবে॥৪৬॥

কস্মিংশ্চ —

তোড়ী

শ্যাম শশী রস-লম্পট যাবটে প্রবেশিয়া সুখ-সায়রে ভাসে।
করি কত ছল চঞ্চল চিতে ফিরে রাজনন্দিনী-দরশ আশে ॥
না হেরিয়া হিয়া বিয়াকুল কোথা পাব বলি ভিজে লোচন-নীরে।
হেন কালে তরু-ডারে বসি শুক পাখী কহে রাই যমুনা-তীরে ॥
এ বাণী শুনি মানি মনে আনন্দ ধনী যথা তথা তুরিতে চলে।
দূরে থাকি দেখে সখী সহ রাধা স্নান-হেতু রঙ্গে প্রবেশে জলে ॥
সে সময়ে শোভা অপরূপ উপমা কি ত্রিজগত করয়ে আলা।
হাসিমিষে বরিষে অমিয়া তাহা পিয়ায় হে নেত্রচকোরে কালা ॥
থির করিবারে নারে মন, মনে বিচারি চারি পাশে পুন চায়।
অলখিত তরু-লতা আড়ে আন উজান ঘাটে দাঁড়ায়য়ে যায়া ॥
উলসিত জলে প্রবেশিয়া সব অঙ্গ তাহে শীষ গোপন করি।
ভাসি চলে সুখ-রাশি মুখপদ্ম বিলসয়ে মাত্র সলিল'পরি ॥
যে ঘাটে রঙ্গিণী স্নান করে অতি কৌতুক সে ঘাট নিকটে গিয়া।
হঠাত তা হেরি হরষে সুন্দরী থির হইতে নারে চঞ্চল হিয়া ॥
ললিতাদি সখী প্রতি কহে হেরো **অদ্ভুত পদ্ম** ভাসিয়া আইলো ॥
এরূপ কথনু না দেখিয়ে দেখো যমুনার জল করাছে আলো ॥
বুঝিলাম মনে আজু এ কালিন্দী প্রসন্ন হইয়া আমার তরে।
দূরদেশ হৈতে আনিল এ পদ্ম তুলি রঙ্গে নিজ তরঙ্গ-করে ॥
ইহা বলি আলি-মধ্য তেজি করযুগে চারু পদ্মে ধরয়ে ধায়া।
নাগর ধীরে ধীরে ভুজ পসারি ধরে ধনী-কর নিকটে পাইয়া ॥
মুখে মুখ ঝাঁপি বিহসিয়া শীঘ্র উঠে শ্যামরায়ে করিয়া কোলে।
ঝলমল করে অঙ্গ-রুচি যেন জলদ উপরে বিজুরি দোলে ॥

চারি পাশে সখী ভঙ্গি করি কহে ভাল পদ্ম দিল যমুনা আনি ।
শুনি ঘন ঘনশ্যাম হাসি হেরে লাজে নতমুখী রমণীমণি ॥৪৭॥

অথ রাত্রৌ—

গৌরী

শ্যাম সুনাগর বরসুখকারী কুন্দলতা সহ যুগতি বিচারি
অপরূপ **নারী বেশ** ধরে রাই-দরশন আশে হরষ হৈয়া ।
যশোদা প্রেষিত কুন্দলতা সতী যাবটেতে চলে অতুলিত গতি
তা সহ সুন্দর চলে চারু করে থারি করি কিছু সামগ্রী লৈয়া ॥
প্রবেশি যাবটে জটিলার পায় প্রণময়ে হেরি হরষ হিয়ায়
হাতে ধরি অভিমন্যুর জননী কহে কত ভাঁতি মধুর কথা ।
কুন্দলতা তঁহি চাতুরি প্রকাশি সামগ্রী দেখায়া নিকটেতে বসি
যশোমতি-বাণী কৈয়া অনুমতি পায়া চলে রাই বিলসে যথা ॥
রসবতী অতি আনন্দ হইয়া হাসি কুন্দলতা পানেতে চাহিয়া
কত কত মতে কৌতুকেতে পাশে বৈসাইয়ে সাধে ধরিয়া হাতে ।
প্রাণপিয়া-কথা পুছিয়া যতনে পুন কহে রাই চাহিয়া তা পানে
এ নব রঙ্গিণী কোথাতে পাইলে কেন বা আইল তোমার সাথে ॥
শুনি কুন্দলতা আনন্দেতে ভাসি কহে আমাদের পড়স-নিবাসী
এ নবীনা বধূ অধিক সাধের পাছে পরিচয় দিব যে আমি ।
মোর মুখে শুনি তুয়া গুণ কথা নিতি সাধ করে আসিবারে এথা
দেখি বিয়াকুল আনিলাম আজি নিজ জন সম জানিবে তুমি ॥
বহু গুণে বিহি গড়িল ইহারে জগতে উপমা দিব না কাহারে
সদা থাকে অতি গোপনে আপনি কাজে বিচক্ষণা চরিত চারু ।
কি কহিব আর চাতুরির কথা পরশিতে নাশে দেহাদির বেথা
সুধনমী তুয়া সখীগণমাঝে হেন মৃদু কর নাহিক কারু ॥

শুনি বিনোদিনী উলসিত চিতে　　　মনে হৈল তনু পরশ করাইতে
　　বুঝি কুন্দলতা শ্যামাবধূ প্রতি কহে ভঙ্গি করি ঈষত হাসি।
সফল হৈল যে মনে ছিল সাধা　　　আপন করি নিল তোহে শ্রীরাধা
　　তাহে চারু কর-কমলে চরণ, চাপিয়া সিঞ্চহ অমিয়া রাশি ॥
শুনি বাণী মনে মানি মহাসুখ　　　আঁখি ভরি হেরি সুধামাখা মুখ
　　পালঙ্কের পাশে বসি হাসি মৃদু চরণ পরশে রসের ভরে।
চমকি চঞ্চল কাঁপে রাই তনু　　　বাতাতুর হেমলতা, তড়িত জনু
　　অনুপম গুণ প্রকাশি হাসিয়া শ্যামশশী থির হৈতে নারে ॥
অপরূপ দুহু দুহু মনোলোভা　　　প্রেমরঙ্গে বহু বাঢ়ে দুহু শোভা
　　ভঙ্গ নহে নব আলিঙ্গন ঘন চুম্বন বিপুল পুলক অঙ্গে।
দূরে সখীগণ মনে মহাসুখ　　　বিহসি বসনে ঝাঁপি রহে মুখ
　　আঁখি-কোণে ঠারাঠারি করি পরিহাস করে কুন্দলতার সঙ্গে ॥
সময় জানিয়া পুন কুন্দলতা　　　হাসি বিনোদিনী পাশে আসি তথা
　　হেরি শ্যাম পানে রাই প্রতি কহে—ইকি বিপরীত করিলা তুমি।
বধূ-আলিঙ্গনে বধূঁয়ার ভাণে　　　না জানিয়ে ও কি করিবেক মনে
　　এ মতি তুয়া ক্রিয়া যদি জানিতু তবে না ইহারে আনিতু আমি ॥
রাই রঙ্গে কহে নতমুখী হৈয়া　　　বুঝিলাম লাজে তিলাঞ্জলি দিয়া
　　এইরূপ বেশ বনাইয়া নিজ দেয়রে লইয়া বিলস নিতি।
এতদিন ইহা গোপনে আছিল　　　যে সে হউ এবে প্রকাশ হইল
　　এমতি দোহে কহে কত তা শুনি ঘনশ্যাম মন মগন অতি ॥৪৮॥

কস্মিংশ্চ—

গৌরী

শ্যাম সুনাগর রসের সাগর গরগর রাই-দরশ আশে।
চন্দ্রোদয় হেরি দ্বিজবেশ ধরি চলিলা যাবটে জটিলা-পাশে ॥

দেখি দ্বিজবর জুড়ি দুইকর প্রণমিয়া তারে জটিলা কহে।
আজু ধন্য মানি শুনি তুয়া বাণী বোলো কেনে আইলা গোপের গৃহে ॥
শুনি দ্বিজরাজ কহে আছে কাজ চন্দ্র পূজি আজি কিছু না খাইলু।
তুয়া বধূখানি পতিব্রতা জানি তাঁর হাতে কিছু লইতে আইলু ॥
জটিলা শুনিয়া আনন্দিত হৈয়া বিশাখারে কহে মধুর বাণী।
রাধা আছে যথা লৈয়া যাহ তথা যে চান তা' দিবে সুকৃতি মানি ॥
করযোড় করি চরণেতে ধরি আশীর্বাদ নিতে কহিও তারে।
অমঙ্গল যাবে মঙ্গল হইবে ধেনুধন এই দ্বিজের বরে ॥
এতেক শুনিয়া দ্বিজে সঙ্গে লৈয়া আইলেন যথা রমণীমণি।
শাশুড়ী-বচন কৈল নিবেদন পরম আনন্দ পাইলা শুনি ॥
অপূর্ব্ব আসনে বসায়া ব্রাহ্মণে প্রণমি বিনয় বচন কৈয়া।
দধি দুগ্ধ ঘৃত আদি যত যত আনিল নিকটে যতন পায়া ॥
দ্বিজ বেরি বেরি রাইপানে হেরি বিশাখারে কহে শুনহ সখি!
নিতি নানা ছান্দে পূজিয়ে যে চান্দে সে চাঁদ ইহার বদনে দেখি ॥
পাইলু সমীপে উপেখি কিরূপে আগে সুধাপান করিতে হইলো।
এত কহি হাসি প্রেমরসে ভাসি রাইমুখ-শশী চুম্বন কৈলো ॥
বিনোদিনী কহে ইকি করো ওহে ব্রাহ্মণ হইয়া এমন কেনে।
দ্বিজ কহে ভুখ গেলো মনোদুখ সুখ পাই মুখ-অমৃত-পানে ॥
রোষে রসবতী বিশাখার প্রতি কহে না বুঝিয়ে তোমার খেলা।
বিশাখিকা কহে জানিলাম মনে অলৌকিক শাশু-বৌয়ের লীলা ॥
শুনি শশীমুখী হাসে নত আঁখি তা দেখি ঘনশ্যাম পিয় হাসি।
রাইয়েরে কোলে করি কাঁপয়ে থরহরি কিবা সে আনন্দ রঙ্গেতে ভাসি ॥৪৯॥

রাগ ললিত

শ্যাম মিলল রাধিকা সনে। কিছু কহিলু রাখিহ মনে ॥
শ্যামমোহিনী সুন্দরী রাধা। শ্যামে মিলিয়া পুরাইল সাধা ॥

দিন রজনী পৃথক্ মতে। তাহা কহিয়ে আনন্দ চিতে ॥
ইথে নরহরি অতি সুখী। শুন সুরধনী প্রাণসখী ॥৫০

কস্মিন্ দিবসে—

তোড়ী

রাধিকা রমণীমণি বিপিনে প্রিয় গমন শুনি ভেজই সুচতুর দূতি তুরিত চলয়ে। শ্যাম-সমীপ হি পহুঁছি হেরি নবজলদ-রুচি ধনীগমন ভণি ঝটিত আয়ই নিলয়ে ॥ চন্দ্রমুখী মুদিত অতি প্রাণপিয় চরিতগতি দূতিক প্রতি পুছই, উহ কহই উলসে। পাশ নাহি দোসর জন হেরি তুয় পন্থ বন শ্যামশশী গিরিকুহর মধ্য বিলসে ॥ শুনি পরম মগন মন তেজি নিজ ভবন, বন গমন করু বিরচি ছল চপলনয়নী। কৌতুক অভঙ্গ বহু ভঙ্গি সঞে বচন কহু রঙ্গে চলু সঙ্গে সখী হসিত-বয়নী। যাই গিরিবর নিকট নিরিখে তহি তুঙ্গ বট ছাঁহ ঘন স্নিগ্ধ লঘু পবন বহয়ে। বিরমি পুন ভণয়ে ধনী রচহ মম বেশ পুনি সুবল-সম কি কব জনু ভরম রহয়ে ॥ সমুঝি সখী বিরচি যব রসিনি ধনী বিহসি তব উরোজ-কৃত গুপ্ত অতি যত্নে সহসা। সখিক রখি হরষযুত চলত পিয়াপাশ দ্রুত ঝলকত সুললিত প্রতি অঙ্গ মহসা ॥ প্রেমরস মগন উহ অথির ব্রজরাজসুত যোই মধ সঘন দ্রুশ আশ করয়ে? কো কহ উছাহ গতি হেরি উহ সুবল প্রতি কহই রহ কুশল বলি করেতে ধরয়ে। শুনত ইহ নত নয়নে কহত কাতর বয়নে ইত গমন করব যব রমণিমণিয়া। তবহি তছু ননদী ঝট রোষে কহি কটু বিকট রোকি রাখলি সে হাম আয়লন্ শুনিয়া ॥ বজর-সম বচন শুনি অবশ কৃশ রসিকমণি বিহিক দেই গারি ভূমে মুরুছি পড়য়ে। রাই বিনু বিকল মন তেজি দীঘশ্বাস ঘন নিরত ঝরঝর নয়নবারি ঝরয়ে ॥ সমুঝি সঙ্কেত তব আয়লহি সখিনী সব বসনে মুখ ঝাঁপি রস বরিষে নয়নে। সখীক লখি হরষ মন রাইক ন নিরখি ঘনশ্যাম ধন্দ ন বচন নিসরে বয়নে। ললিত ললিতাদি রীতি কহই হাসি শ্যাম প্রতি ঐছে তহু সুবল কহ কছু না বুঝিয়ে। রসবতী

অসখিক গুণ কহব কত নিতি নতুন নিরখি সুঘরাই সঙ্গে সতত রিঝিয়ে॥ শুনি লজ্জিত চতুরমণি রীতি পুন পেখি ধনী ভণি সরস বাণী সখী সহিত হসই। কানু কহি মধুরতর বচন গহি গোরীকর কোরে করি কাঁপই হসি ততনে বসই॥ দূরে রহু দারুণ দুখ দুঁহুক মন অধিক সুখ বদন চুম্বই মদনরঙ্গে মগনা। সখীসকল পুলক তনু ধনীমিলনে মিলল জনু নরহরি বিভোর হেরি অতুল লগনা॥৫১॥

কশ্চিংশ্চ—

মায়ূর

রমণীমণি ধনী রাধিকা সজি প্রাণসম সখীসঙ্গে গৃহ তজি
বিপিনে সুন্দর শ্যাম-মিলনহি গৌরীপূজনছলে চলে।
অনুপ শোভন ভুবনজন-জই চরণ-ক্ষেপণ ভঙ্গি নই নই
ঝলকে মণিময় মাল সুললিত তরল জনু নৃত্যাত ভলে॥
গান করু পিয়-চরিতময় গীতি গ্রাম মুরুছন তান শ্রুতি যতি-
মিলিত সুস্বর সরস কিন্নরী-নিকর জিতি অতি বাজয়ে।
চপল কর-কৃত কাহু শঙ্খ নঝননঝনন নঝঙ্কে কঙ্কণ
কিঙ্কিণী রিণি ঝিনিনি নূপুর রুনু রুনুরুনু বাজয়ে॥
ঐছে বহুবিধ কৌতুকে গতি হেরি মুরুছত কোটি রতিপতি
কোনে বরণব প্রেমরসরীতি মগন ঘন সুখ-সাগরে॥
সখীক রাখি সুকুঞ্জে পুন ধনী বিহসি নিজ দূতী রীতিমতে বনি
ধীর ধীরসমীর-সমীপহি যাই নিরিখয়ে নাগরে॥
সারী কুতুকিনী শ্যাম প্রতি ভণ রাই দূতি-গতি শুনি বিভল মন
তবহি নিকটে নেহারি দূতী প্রতি কহয়ে—কহ কহ কুশল হে।
দূতী কহই—কত কহব নাগর! তুহু সে সরবস জীবন তাকর
তোহারি খিতি-সম্বাদহেতু মঝু পন্থ হেরি রহ বিকল সে॥

শুনি সুধাময় বচন ঘন ঘন পুলক-কুলে ভরু, তরল তনু মন
ভণই পুন করজোরি যতনে মিলাহ দূতী ভুগ-ভঙ্গিনী।
ঐছে কহি নিজ হার যতনত দেই দূতী-গলে বিনতি করু কত
হেনই সময়ে সুশ্যাম চহু দিশ বেঢ়য়ে সখী জনরঙ্গিনী।
সুঘর ব্রজবিধু ধন্দ হই রহু লসই রসবতী হসই লহু লহু
লোল লোচন-কমল-অঞ্চলে বিবিধ রঙ্গ প্রকাশই।
সমুঝি শ্যাম সুজানপন বহু করু প্রকটন রহত কত কহু
সখী সখিক সঙ্গে নাহ মদন উছাহে মৃদু মৃদু হাসই॥
মুদিত চিত বৃন্দা-গমন তহি কত সুকৌশল নিপুণ সম নহি
মধুপ সহ সুসরোজ সখী করে দেই লহু লহু ভাখয়ে।
ইহ বিপিন মধু সরস ফল করু পেখলু বহু লতিকা বেঢ়ল তরু
তরু বেঢ়ই যদি বল্লিকে অব তব পুরয়ে অভিলাখয়ে॥
শুনি সুঘর যুবরাজ উনমত করু আলিঙ্গন, চুম্ব দেই কত
রাই কহে—হায় দূতী কি কর, ধর ধৃতি ধরাধর-ধর বিধু।
রঙ্গ হেরি হিয় হরষ নরহরি বৃন্দয়া সহ সকল সহচরী
চারু বচন উচারি চহুদিশে হসত জনু বরষয়ে মধু॥৫২॥

কস্মিংশ্চ—

দেশপাল

সুন্দরী সখীসহ করি যুগতি শ্যামে মিলিবারে চলয়ে রঙ্গে।
নিকুঞ্জে প্রবেশি বৈসে একা সুখে সুচারু বসন ঝাঁপিয়া অঙ্গে॥
নাগরবর তরুতলে চপল রাই পথ হেরে প্রেমের ভরে।
কুঞ্জেতে সে ধনী-পানে চায়া ধায়া যাইয়া পুছে বৃন্দা দেবীরে ধীরে॥
কহো কহো নব নিকুঞ্জে একাকী কেবা বসিয়াছে অপূর্ব্ব বেশে।
হেন শোভা কভু না দেখি ভুমাবো রমা রমা রতি উপমা কিসে॥

শুনি বৃন্দা ব্রজরাজসুত প্রতি কহেই হোই এই নিকুঞ্জ—দেবী।
মোর যত পরাক্রম তাহা তুমি জানিহ উহার চরণ সেবি ॥

শুনি বাণী বিদগধ গতি পর পরমাদর-দরশন আশে।
চঞ্চল চিত চারু কুঞ্জে প্রবেশি দাঁড়ায়য়ে নবদেবীর পাশে ॥

জুড়ি দুই কর কহে—আজু সব সাধ সিধি হবে তোমারে সেবি।
বঞ্চনা না ক'রি করো দয়া দুখ হরো নিবেদিয়ে, শুনহ দেবি !!

মোর প্রাণপিয়া হিয়ার পুতলি বৃষভানুসুতা রমণীমণি।
তাঁর অদরশ না সহে পরাণে কত শত যুগ ক্ষণেকে গণি ॥

তেঁহো কুলবতী অতিমৃদু সদা প্রাণ কাঁপে গুরুজনের ডরে।
তাহে শুভঙ্করি ! এই করো যেন তারে কেহো কিছু কহিতে নারে ॥

এত কহি কানু প্রণময়ে পদ পরশি কুসুম অঞ্জলি দিয়া।
তা' দেখি ললিতাদি থাকি গুপতে হাসে অতিশয় পুলক হিয়া ॥

বৃন্দাদেবী কহে—কি কর কালিয়া এরূপ পূজনে কি ফল পাবে।
প্রতি অঙ্গ দিয়া পূজো প্রতি অঙ্গ, তবে সে এ দেবী প্রসন্ন হবে ॥

শুনি শশিমুখী ঘুঘটে বদন রাখি মৃদু হাসে আনন্দে ভাসি।
নেত্র-কোণে নিবারয়ে বৃন্দারে সে প্রকাশয়ে পুন ঈষত হাসি ॥

মদন-মদে মাতি বর নাগর হেরি হাসি ভাসি আনন্দ-জলে।
আইস আইস মোর প্রাণপিয়া দেবি ! ইহা বুলি তুলি করয়ে কোলে ॥

ললিতা লতা মাঝ তেজি নিকটে আসি কহে—কত বুঝাব আমি।
নিকুঞ্জদেবী বলি ভয় নাহি করো বিপরীত রতিলম্পট তুমি ॥

ইথে দোষ না মানো, শুনি কহয়ে যাবে দোষ তুয়া পরশ পায়া।
ইহা শুনি নরহরি সহচরী হাসে মুখে বসন দিয়া ॥ ৮৩॥

কস্মিংশ্চ—

মায়ূর

রাধা সুধামুখী সুখী সখীগণে রাখি কথোদূরে কৌতুক অতি।
প্রাণপিয়-পাশে চলে একাকিনী হইয়া সে চন্দ্রাবলীর দূতী॥
নিকুঞ্জে নাগর গরগর রাই-দরশন আশে বিভোর হৈয়া।
কত মনোরথ করি মনে মনে পিয়া-পথ পানে সঘনে চায়া॥
তথা ভৃঙ্গগণ ভ্রমে ভঙ্গি ভূরি রঙ্গে কহে করি গুঞ্জার ছলা।
চন্দ্রাবলি-দূতী ফিরে বনে কেনে না জানিয়ে শুনি চমকে কালা॥
হেনই সময়ে সে দূতী ত্বরিত উপনীত পাশে চাহি তা' পানে।
বিমরিষ মুখ মলিন বিষম সঙ্কট জানিয়া ব্যাকুল মনে॥
থির হৈয়া পুন চাতুরি প্রকাশি দূতী প্রতি কহে আদর করি।
যাহ, তুয়া পাছে পাছে যাব বেগে, দূতী কহে ছাড়ি যাইতে নারি॥
তুয়া বিনু চন্দ্রাবলি না জীয়য়ে কি কব সে দশা দেখহ যায়া।
উঠ উঠ আর না সহে বিলম্ব এত কহি পায় ধরয়ে ধায়া॥
পরশে পরম পরশন দূতী কত রূপে ধৃতি ধরয়ে যেনো।
দূতী-সুপরশ পাই শ্যামশশী বিবশ, সাঁপিনী দংশয়ে যেনো॥
চঞ্চল লোচনে চাহি বৃন্দা প্রতি কহে—কহ ইকি হইল মোরে।
বৃন্দা কহে কেনে ভাবো ভালো হবে বারেক দূতীরে করহ কোরে॥
শুনি সুচতুর-মণি অনিবার দূতী কোরে করি আনন্দে ভাসে।
দূরে থাকি তাহা দেখি সখীসব বৃন্দা-পানে চায়া ঈষত হাসে॥
ললিতা ললিতমল্লিবল্লিমধ্য তেজি রোষে কহে ভ্রূভঙ্গি করি।
যাহ যাহ তথা, এথা বৃথা স্থিতি রীতি অনুপম সহিতে নারি॥
কত না কব ও হে রতিলম্পট! সে সকল কথা রহিল দূরে।
চন্দ্রাবলি সহ যেরূপ তোমার তাহা জানিলু এ দূতীর দ্বারে।

আহা মরি তুয়া পিরীতি এরূপ পুলক কভু না দেখিয়ে অঙ্গে।
আমা সভাকারে কিসের সঙ্কোচ চন্দ্রাবলি-সুধা পিয়হ রঙ্গে॥
শুনি কানু কহে—জিনি চন্দ্রাবলি এ চাঁদবদনে অমিয়া রাশি।
পালুঁ অনুমতি পান করি এবে এত কহি মুখ চুম্বয়ে হাসি॥
চিবুক পরি ধরি কর-পল্লব পরিহাস করে রসের ভরে।
উরু পরি রাখি রচিয়া সুবেশ বিলসয়ে নব পালঙ্ক পরে॥
জানি সুসময় প্রিয়সখী দুহুঁ শ্রম নিবারয়ে যতন করি।
পাইয়া ইঙ্গিত রঙ্গে নরহরি করয়ে চামর ওরূপ হেরি॥৫৪॥

ধানশী

রাই কানু সুমধুর রীতি। কহিল যমুনা কত সুরধনী প্রতি॥
যমুনা কি মনের উলাসে। পুন সুরধনী প্রতি কহে মৃদু ভাষে॥
ওহে সুরধনি! এনা রীত। পুছিলে মনের সাধে কহিনু কিঞ্চিত॥
দোহার বিলাস মনোরমে। এবে শুন কই কিছু দিবানিশি ক্রমে॥৫৫॥

প্রথমতো নিশান্তঃ—

ভৈরব

নিশিশেষে নব-নিকুঞ্জ-নাগর গরবিত ধৃতি-ভঞ্জনকারী।
রসবতী সহ অতিরস রস-সমরেতে মাতি শ্রমিত ভারি॥
শোভাপুঞ্জ মঞ্জু কুঞ্জ ভবনেতে দুহুঁ সুশয়ন সুখের ভরে।
তড়িতে জড়িত ঘন ঘটা যেন বিলসে বিপুল পালঙ্ক পরে॥
বৃন্দা বৃন্দাবন-বাসী পশু খগ-গণে নিদেশয়ে সময় জানি।
অনুমতি মতে অতি সচকিত প্রকাশয়ে গুণ আনন্দ মানি॥
নিকুঞ্জ-সমীপ পশুগণ ভূমি ভঙ্গি করি ফিরে রঙ্গেতে মাতি।
শারী শুক পিকু শিখী পাখীকুল কলরব নব বিবিধ ভাতি॥

অতিশয় মধু-মুগধ মধুপ-পুঞ্জ গুঞ্জে মঞ্জু কুঞ্জের মাঝে।
নাহি সম উপমা মহিমাঝে সে মধু-পানে কে না ধৈরজ তেজে॥
শুনি সুমধুর ধুনি ছুটু ঘুম-ঘোর দূরে পরিপুলক হিয়া।
সুভগ-রভসে শুতি রহে পুন সুচারু বদনে বদন দিয়া॥
দোঁহাকার প্রতি-পালিত পিঞ্জরে শারী শুক করি সুকেলি পাখী।
দুহুঁ সুচরিত চারু চাতুরিতে উচারয়ে জনু অমিয়া মাখি॥
ধনী ধরাধর-ধারি-যশঃ শুনি শুকে প্রশংসয়ে পরম প্রীতে।
প্রাণপিয়া-গুণ-শ্রবণেতে ঘনশ্যাম পিয় মহামোহিত চিতে॥১॥

ভ্রমরা ভ্রমরী ভ্রমি ভ্রমি ভণে অনুপম মঞ্জু গুঞ্জার ছলে।
উঠ শ্যামশশি! নিশি পোহাইল কত ঘুম যাহ নিদানবেলে॥
না মানহ কথা কেবা কোথা থাকি দেখে যদি তবে প্রমাদ হবে।
পাবে লাজ, রবে কলঙ্ক, অনেক দিনের পিরীতি ক্ষণেকে যাবে॥
এত কহি কহে সখী প্রতি ওহে ললিতাদি কহ কি সুখ এথা।
হৈয়া কুলবতী রৈয়া বিপিনেতে দোষভাগী কেনে হৈছ বৃথা॥
রাধিকার নাহি হয় ভয়, আমি জানিয়ে ইহার যেরূপ রীতি।
ছাড়ি নিজ পতি প্রীতি পর-সনে পরশল ইথে সাহস অতি॥
কালিয়া নট শঠ ঢিঠ চঞ্চল ব্রজে বিজয়ী তা' কে বা না জানে।
যে কিছু ছিল কুল-লাজ সে ভয় ভুলি গেল হেন সঙ্গের গুণে॥
তাহে ডরি অরি ননদী দারুণ রাধিকারে পাছে না রাখে ঘরে।
বিহি বনবাসী কৈল ইহা শুনি হাসে ঘনশ্যাম সুখের ভরে॥২॥

রসবতী অতি মুদিত অন্তর তরলিত পরিপুলক অঙ্গে।
শ্যামশশি মুখ দেখি আঁখিকোণে করু কত ভঙ্গি অনঙ্গ রঙ্গে॥

ধরি ধৃতি ধীরে ধীরে ধরাধর-ধারী ধনী মুখ পানেতে চাঁয়া।
কৌতুক বাণী ভণি তেজে শয়ন অঙ্গ-সঙ্গ-ভঙ্গে কাতর হৈয়া॥
পুন রসভরে গরগর কর-পল্লব ও চারু চিবুকে ধরি।
নিজবাম উরু-পরি বৈসায়য়ে রাধিকারে কত আদর করি॥
শিথিল সুকেশ-বেশ শোভা হেরি হাসে মৃদু কত সুকৃতি মানি।
বিরচয়ে বেশ নিজ করে করি চাতুরি সুচারু চতুর মণি॥
ফণিজিনি বেণী বনায়ই মণি-গণ দেই সিঁথে সিন্দূরবিন্দু।
বেসর হার সাজায়ই যতনে কুঙ্কুমেতে মাজি বদন-ইন্দু॥
করযুগ বর বলয় সুধারি মৃগমদবিন্দু চিবুকে দিয়া।
কঞ্চুকী কুচ-যুগে রচে চঞ্চল খোলে পুন পুন পুলক হিয়া॥
থির হৈতে নারে তুরিতে তাম্বূল খাওয়াইয়া অতি মনের সাধে।
মুখে মুখ দিয়া লৈয়া কহে ইথে সুস্বাদু অধিক পাইয়ে রাধে॥
শ্যাম-ভঙ্গি হেরি হাসি রসবতী রঙ্গে পটাঞ্চল ঝাঁপয়ে মুখে।
তা দেখি ঘন শ্যাম-পিয় মোহিত ঘন আলিঙ্গয়ে পরম সুখে॥৩॥

সুধামুখী সুখী সুখে প্রাণপ্রিয় প্রতি ভণি কিছু ভৎর্সন বাণী।
মুখশশী শশি-সম দেখি শ্যাম আগে দরপণ ধরয়ে আনি॥
নাগর নিজমুখ হেরি লজ্জিত ধনী পটাঞ্চল তুরিতে লৈয়া।
কুঙ্কুম মৃগমদ-বিন্দু সিন্দূর পোঁছে অতিশয় আনন্দ হৈয়া॥
হাসি রসবতী রসভরে শ্যাম-বেশ বিরচয়ে আনন্দে ভাসি।
করি কত পরি-হাস পরস্পর বরিষয়ে জনু অমিয়া রাশি॥
দুহুঁ মুখশোভা অপূর্ব্ব অর্বুদ সর্ববিপত্তি-গর্বখর্বকারী।
গবাক্ষেতে মুখ রাখি সখী সুখে দেখে অলখিত লোচন ভরি॥
অনুপম প্রেম-পরিপাটি সত্তে উনমত কিছু নাহিক স্মৃতি।
রঙ্গিণী বৃন্দা তা' জানি নিদেশয়ে চাতুরি-দক্ষ সুকক্খটি প্রতি॥

তেঁহো তরু পরি বসি শব্দছলে 'জটিলা' নাম উচারয়ে রঙ্গে।
তা' শুনি চঞ্চল চিত চমকিত বিচারয়ে কত সখীর সঙ্গে॥
বৃন্দাদেবী দেখি সে রঙ্গ ভঙ্গিতে কহে চিন্তা নাহি চলহ ত্বরা।
শুনি বস্ত্র-পরিবর্ত্ত পরি-বস্ত্র তেজে সভে কৌতুকপরা॥
দুহুঁ কর ধরা-ধরি, ধরি ধৃতি গতিপর পরমানন্দ ধামা।
বিপিন বীথি আলো করি চলয়ে চৌদিকে শোহে সখী অনুপামা॥
লাখে লাখে শিখি-পাখী আঁখি ভরি দেখি সুখী ভূরি ভূষণশোভা।
অনুরাগে আগে আগে নাচি চলে চঞ্চল সুচারু লোচন-লোভা॥
কোকিল-কুল সুললিত রসাল তরু'পরি গায় পঞ্চম গীতি।
বঞ্জুল কুঞ্জে গুঞ্জে পুঞ্জপুঞ্জালি রঞ্জে কঞ্জে মঞ্জু খঞ্জন-ততি॥
কুরঙ্গানঙ্গরঙ্গে সে কুরঙ্গিণী সঙ্গে ধায় ধৃতি ধরিতে নারে।
তা দেখি ঘনশ্যামপিয় কৌতুক বাণী ভণি হাসে রসের ভরে॥৪॥

সুধামুখী আঁখি-কোণে ভঙ্গি দেখি সুখী সখী চারু চাতুরী পারা।
শ্যাম সহ কত কৌতুক প্রকাশি হাসে পরস্পর গমন ত্বরা॥
রূপ-রতি-রস-কস্তুরি-লবঙ্গ-মঞ্জুলালি মঞ্জরিকাদি রঙ্গে।
ঝর্ঝরী ছিন্ন-হার স্বর্ণপিঞ্জর আদি লেই চলু পুলক অঙ্গে॥
দুহুঁ নিজ নিজ গতি পথে গত ধৃতি দূরে দুহুঁ দোহাঁরে চায়।
অনিবার বারি বারিজলোচনে ঝরে ঝরঝর কাতর হিয়া॥
মুখে না নিসরে বাণী পাণিপদ্মে পরশি চিবুক চুম্বন করি।
চলে পদ দুই চারি পুন ফিরি আলিঙ্গয়ে মুখ-মাধুরী হেরি॥
এইরূপ কত বারে বারে নারে যাইতে ব্যাকুল প্রেমের ভরে।
সহচরী ধরি ধৃতি প্রবোধিয়া রাধিকারে লৈয়া চলয়ে ঘরে॥
অলখিত নিজ নিজ গৃহে গিয়া শুতি পরস্পর স্বপনে মিলে।
ঘনশ্যাম প্রাণ-পিয় পিয়া সহ অদ্ভুত বিলাস নিশান্তকালে॥৫॥৬॥

বিভাষ

প্রাতে পূর্ণমাসী হাসি হাসি রসে ভাসি আসি যশোমতীর পাশে।
প্রাণ কানু শুভ ভূরি ভণি বাণী, বাণী শুনি সুখ-সায়রে ভাসে॥
পূর্ণমাসীপদ বন্দি শিরে ধীরে ধীরে চলে সুত-শয়ন যথা।
শশিকরতনু'পরি হেরি সুতে জাগায়য়ে কহি বিবিধ কথা॥
রাণী-বাণী শুনি কানু সে কপট নিদ্রাতে কিঞ্চিৎ মোড়য়ে তনু।
মরকততম ঘনাঞ্জন লতা পবন-পরশে হিলয়ে জনু॥
শ্যাম অঙ্গে নীল বসনাদি দেখি রাণী কত শঙ্কা করয়ে মনে।
ভগবতী অতি কুতুকিনী তাঁর ভয়ভঙ্গ হেতু কতেক ভণে॥
জননী-স্নেহ সুধাপানে পালঙ্ক তেজি উঠে নব ভঙ্গি সুছটা।
মন্দ মন্দ হাসি সুখে দুহুঁ পদ বন্দি চলে যথা ধবলী-ঘটা॥
কত কত ভাঁতি কৌতুক-কোবিদ সুবলাদি সখা সঙ্গেতে সাজে।
দোহনী ছাদন ডোর লেই ঘন-শ্যামপিয় রত দোহন-কাজে॥১॥

বিভাষ

পৌর্ণমাসী রস-রাশি শেজে ব্রজ-শশিমুখ দেখি হরষ হৈয়া।
চলে গেহে গতি অতি বেগে ব্রজেশ্বরী প্রতি পুন কত না কৈয়া॥
আহা মরি মরি কে জানে মরম কিবা রীতি রাতি-প্রভাতকালে।
তেজি সে শয়ন মনসুখে মুখরা নিজ নাতিনে দেখিতে চলে॥
প্রবেশে ভবনে ভেটে জটিলারে সরলা সে অভিমন্যুর মাতা।
মুখরার প্রতি অতি ধীরে ধীরে কহে পৌর্ণমাসী কহিল যা' তা'॥
যশোমতী রাণী মানিবে যতনে পাঠাইবে বধূ পূজিতে রবি।
হবে ধেনু ধন মঙ্গল অনেক অনুগ্রহে এই কহিল দেবী॥
আপুনিহ নিজ নাতিনে কহিবে ধেনুধন যাতে অশুভ হরে।
এত কহি ত্বরা মুখরা সহিতে বধূ জাগাইতে গমন করে॥

মধুর বচনে কহে ঘনঘন সুচারু শয়ন-ভবনে পশি।
আজি ভানুপূজা ভুলিয়া রৈয়াছ জাগ জাগ বধূ পোহাইল নিশি॥
এত কহি শঙ্কা উপজে অধিক বধূ অঙ্গে পীতবসন দেখি।
অরুণ কিরণ-ছলে বুঝাইয়া শঙ্কা নিবারিল চতুর সখী॥
জটিলা উল্লাসে বধূ জাগাইয়া বেগে গেলা কাজ আছয়ে যথা।
প্রকাশি রঙ্গ ঘরে চলু মুখরা দেখি আঁখি ভরি নাতিনে তথা॥
সখীগণাবৃত সুন্দরী সে শেজ তেজি বৈসে শোভা উপমা নহ।
পরস্পর রস বরিষে কৌতুকে হেরি নরহরি নিছনি যহ ॥২॥ *

Vrindavan Das
Govind Kund, Vrindavan
Nityananda Baba Ashram

* আগরতলা পুঁথিতে এই পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে।